Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد:١٢، رجب و شعبان ١٤٢٤هـ/ستمبر ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ জুমেইরাহ্ জামে মসজিদ, দুবাই।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية ادبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	১২তম সংখ্যা
রজব -শা'বান	১৪২৪ হিঃ
ভাদ্র -আশ্বিন	১৪১০ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে হাদীছঃ**
  - হাদীছের প্রামাণিকতা ০৩
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কুরআন মাজীদের প্রভাবঃ একটি সমীক্ষা ২২
    - নূরুল ইসলাম
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ২২
  - 'সাপ ও স্বপন'
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- **স্বদেশ-বিদেশ** ২৩
- **মুসলিম জাহান** ২৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ২৬
- **পাঠকের মতামত** ২৭
- **সংগঠন সংবাদ** ২৮
- **প্রশ্নোত্তর** ৩০
- **বর্ষসূচী** ৩৯

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। তা ব্যতীত অন্য কোন অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করো না' *(আ'রাফ ৩)*।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

প্রকৃত জিহাদই কাম্যঃ

সম্প্রতি কিছু সশস্ত্র তরুণ জয়পুরহাটে ধরা পড়েছে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সেজন্য সর্বত্র নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে সরকার ও জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করতে চায় বলে পত্র-পত্রিকায় বক্তব্য এসেছে। এরা নাকি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে ঘাঁটি করে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কে জঙ্গী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলেহাদীছ জামা'আতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম ও দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল (রহঃ)-এর নামে কুৎসা রটিয়ে বলেছে, 'একাত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল একজন দুর্ধর্ষ আল-বদর ছিলেন। একাত্তরে তার কুখ্যাতির নানা কাহিনী এখনও মানুষের মনে গেঁথে আছে'। আমরা উপরোক্ত মন্তব্যসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যদি আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলিকে এভাবে ঢালাওভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের শ্রদ্ধেয় আলেমদের সম্পর্কে এই ধরনের ভিত্তিহীন ও নোংরা মন্তব্য করা হয়, তাহ'লে এদেশের দু'কোটি আহলেহাদীছের মধ্যে ক্ষোভ ধুমায়িত হবে, যা এক সময় জাতীয় ক্ষোভে পরিণত হবে। মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল এক ওয়ায মাহফিলে বক্তৃতার জন্য এসে ১৯৮৪ সালের ২১শে এপ্রিল শনিবার দিবাগত রাতে তাহাজ্জুদের সময় রাজশাহীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শায়িত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সারা দেশে বক্তৃতা করে ফিরেছেন। সর্বস্তরের জনগণ তাঁর ঈমানবর্ধক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করত ও আখেরাতে মুক্তির জন্য কেঁদে বুক ভাসাতো। সরকার ও জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন কুকীর্তির অভিযোগ উত্থাপন করেনি। অথচ স্বাধীনতার ৩২ বছর পরে এসে ছেলের কোন অপরাধের কারণে তার মরহুম পিতাকে দায়ী করা কতটুকু সঙ্গত হয়েছে, তরুণ রিপোর্টার ও বিজ্ঞ সম্পাদকদের তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত ছিল। এদেশে বিদেশী খৃষ্টান এনজিওগুলির খপ্পরে পড়ে হাযার হাযার হিন্দু-মুসলিম নাগরিক প্রতিনিয়ত খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমূরের মত অবস্থা বাংলাদেশে যেকোন সময় হ'তে পারে। সেদিকে ঐসব বাম ঘেঁষা পত্রিকাগুলির কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের হাতে গনা দু'চারটি ইসলামী দাতা সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে এদেশের দ্বীন ও সমাজের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই তাদের যত অন্তর্জ্বালা। বিষয়টি বুঝতে মোটেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

জানা আবশ্যক যে, সকল ইসলামপন্থী দল ও ওলামায়ে কেরামের ন্যায় মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও নিখাদ দেশপ্রেমিক নেতা এবং সেদিনের ন্যায় আজও এদেশের ইসলামপন্থী শক্তিই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। ভিতর ও বাহিরের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সবসময় এদেশের ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছে। এতদিন পর পলিসি পরিবর্তন করে এখন তারা মুছল্লী সেজে মসজিদে ঢোকার পলিসি গ্রহণ করেছে। দেশের বাম ও বাম ঘেঁষা দলগুলির ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন ইসলামী দলগুলির মধ্যে তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় যদি আহলেহাদীছদের কোন ছেলেকে হাত করে তারা তাদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা তাতে তাদের দু'টি স্বার্থ হাছিল হবে। ১- 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃত্বে অগ্রগামী বর্তমানে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ আহলেহাদীছ জনশক্তিকে ভিতর থেকে দুর্বল করা। ২- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে জনগণকে অন্ধকারে রাখা।

অতএব যদি বাংলাদেশে জিহাদ ও ইসলামের নামে কোন সশস্ত্র সংগঠন থেকেই থাকে, তবে তার উৎস বাংলাদেশে নয়, বরং ইসলাম বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' ২০০২ -এর প্রথম দিকেই বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ'কে জঙ্গী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেছিল। এতদিন পরে তাদের অনুসারী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, 'আহলেহাদীছ' বলতে তারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-কেই বুঝাতে চেয়েছে। কেননা এ সংগঠনের মূল শ্লোগান হ'ল- 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ'। 'আমাদের রাজনীতি, ইমারত ও খেলাফত'। 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। ইসলামের এই মৌলিক শ্লোগানগুলি ইসলাম বিরোধী শক্তির বুকে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় বিদ্ধ হয়। তাই তারা প্রথমে 'দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি' নামে বই লিখে সেখানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু আহলেহাদীছ তরুণকে বিভ্রান্ত করে। অতঃপর তাদের দিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মূল নেতাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানি গত কয়েক বছর থেকেই চলছে।

আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদে বিশ্বাসী। 'জিহাদ' ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। মুমিনের যিন্দেগী প্রতি মুহূর্তে জিহাদের যিন্দেগী। মুসলমান যখনই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তখনই তার উপরে আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে। এই জিহাদ হবে সর্বদা নিজের প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে, যাবতীয় শয়তানী আদর্শের বিরুদ্ধে, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে। শান্ত অবস্থায় এই জিহাদ হবে কথা, কলম ও জনমত সংগঠনের মাধ্যমে। কিন্তু দেশের উপরে সশস্ত্র হামলার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক সক্ষম আহলেহাদীছ নরনারী হাতে অস্ত্র তুলে নিবে এবং ইসলামের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হাসিমুখে বুকের তপ্ত-তাযা খুন ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা নিছার আলী তীতুমীর, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বেই এক সময় ভারতবর্ষে জিহাদ আন্দোলন হয়েছিল। তাঁদেরই রক্তভেজা পথ বেয়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করেছি। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আহলেহাদীছগণ আবারও সশস্ত্র জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিতে মোটেই কসুর করবে না ইনশাআল্লাহ। তবে বর্তমান অবস্থায় এগুলি জিহাদের নামে সন্ত্রাস ব্যতীত কিছুই নয়। এসবের সাথে প্রকৃত জিহাদের কোনই সম্পর্ক নেই। মুমিন হিসাবে আমাদের নিকটে প্রকৃত জিহাদই কাম্য। এ প্রেক্ষিতে আমরা সরকারের নিকটে প্রস্তাব রাখতে চাই যে, দেশের সকল মাদরাসা ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিন ও তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী তা'লীম দিন।

পরিশেষে আমরা বিদেশী শত্রুদের খপ্পরে পড়ে দেশের ও ইসলামের ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। সাথে সাথে সরকারী প্রশাসনকে দেশের সত্যিকারের বন্ধু যাচাই করে ধীর মস্তিষ্কে পা ফেলার অনুরোধ জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

বর্ষশেষের নিবেদনঃ আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক 'আত-তাহরীক' ষষ্ঠ বর্ষ শেষ করল। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।* এই সুযোগে আমরা আমাদের দেশী-বিদেশী গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।- *সম্পাদক।*

হাদীছের প্রামাণিকতা

(শেষাংশ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগে হাদীছ অস্বীকারকারীগণঃ

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে মাথা চাড়া দেওয়া হাদীছ বিরোধী দলগুলির অপতৎপরতা পরবর্তীতে স্থান বিশেষে ধিকি ধিকি ভাবে চাঙ্গা থাকলেও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের অব্যাহত প্রতিরোধের মুখে তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। এমনকি আব্বাসীয় খলীফা মামূন, মু'তাছিম ও ওয়াছিক বিল্লাহ্র (১৯৮-২৩২ হিঃ/৮১৩-৪৭ খৃঃ) সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা সত্ত্বেও যুক্তিবাদের নামে ভ্রান্ত মু'তাযিলা মতবাদ বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা লাভে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। যদিও ঐসময় আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপরে নেমে আসে ভূমিকম্পসদৃশ বিপদ-মুছীবত ও যুলুম-অত্যাচার সমূহ। এভাবে শত রাজনৈতিক নির্যাতন ও জেল-যুলুম সহ্য করেও তাঁদের দৃঢ় প্রতিরোধ সাধারণ জনগণের হৃদয় জয় করে। যা হাদীছ শাস্ত্রের পবিত্রতা ও উচ্চ মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়ক হয়।

কিন্তু পঞ্চম শতাব্দী হিজরী থেকে সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত (৪৮০-৬৯১হিঃ/১০৯৫-১২৯১খৃঃ=২০২/১৯৬ বছর) ফিলিস্তীন উদ্ধারের নামে খৃষ্টান ইউরোপের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় দু'শো বছর ব্যাপী সংঘটিত 'ক্রুসেড' যুদ্ধে পরাজিত ও ব্যর্থ খৃষ্টান নেতারা মুসলিম বিশ্বকে করায়ত্ত করার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তারা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা অংকন করে এবং এজন্য বিশেষ কিছু শিক্ষিত লোক নিয়োগ করে। যারা আরবী ও ইসলামী সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা ও অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যদিকে আর্থিকভাবে দুর্বল মুসলিম দেশগুলিতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে মানবপ্রেমিক সেজে সামনে আসে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে তারা বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করতে থাকে। যা মুসলমানেরা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে করতে সক্ষম হয়নি। স্কলারশিপ দিয়ে মুসলিম দেশ সমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলিকে তারা গবেষণার নামে নিজেদের দেশে নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রীর লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার ফাঁদে ফেলে তাদেরকে মানসিক গোলামে পরিণত করে। তারা ইসলামকে প্রাচীন ভেবে তাকে আধুনিক করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেউ কেউ তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসকে ইসলামী লেবাস পরিধান করাতে সচেষ্ট হন। তাদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান দিক ছিল এই যে, 'আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট হাদীছের কোন প্রয়োজন নেই'। কেননা হাদীছ হ'ল 'যান্নী' বা ধারণা নির্ভর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এগুলি লিপিবদ্ধ আকারে রেখে যাননি। যেকারণ এতে অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে, বিশেষ'করে একক রাবীর বর্ণিত হাদীছ সমূহে যাকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলা হয়।

অতঃপর ঐসব লোকগুলি 'সংস্কার'-এর নাম নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের গুরু 'প্রাচ্যবিদ' (Orientalist) নামে খ্যাত ইউরোপিয় খৃষ্টান পণ্ডিতদের অনুকরণে কাজ করতে থাকেন। মুক্তবুদ্ধির নামে তারা কথিত মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তরুণদের আকৃষ্ট করতে থাকেন। এইভাবে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের ঈমানী দৃঢ়তা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরূপে মুসলিম সমাজে আবির্ভূত হন ও তাদের দেওয়া ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যায় সমাজে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। মুসলমান নামধারী এইসব কলমী মুনাফিকরাই ইসলামের স্থায়ী ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়, যা সশস্ত্র 'ক্রুসেড'-এর মাধ্যমে সম্ভব হয়নি।

এইসব মুক্তবুদ্ধি ইসলামী চিন্তাবিদগণ কয়েকভাগে বিভক্ত। কেউ পুরো হাদীছ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সন্দেহবাদ আরোপ করেছেন। কেউ শুধুমাত্র 'খবরে ওয়াহেদ' জাতীয় হাদীছগুলিতে সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। কেউ হাদীছ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কুরআনের অনুসারী হওয়ার দাবী করেছেন। কেউ নিজের স্বার্থের কিছু হাদীছকে স্বীকার করেছেন, বাকীগুলিকে অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে হাদীছ শাস্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেননি, তবে যুক্তির নামে এমন সব অপযুক্তির অবতারণা করেছেন, যা হাদীছ অস্বীকারকারীদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে এবং যা লোকদের নিকটে হাদীছের উচ্চ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

পাশ্চাত্যে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গোল্ডযিহের (১৮৫০-১৯২১), জোসেফ শাখত, মার্গোলিয়থ, গ্যাষ্টন ওয়াট, টমাস আর্ণল্ড, কার্ল ব্রোকেলম্যান, আর,এ, নিকলসন, এ,জে, আরবেরী, আলফ্রেড হিউম, হ্যামিল্টন এ,আর, গীব, মন্টগোমারী ওয়াট, এস,এম, যুইমার, এ,জে, ভিনসিক, হেনরী ল্যামেন্স (১৮৬৮-১৯৫১) প্রমুখ। পক্ষান্তরে প্রাচ্যে এই আন্দোলনের উৎস ভূমি হ'ল প্রধানতঃ দু'টি। ১. মিসরের মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫) ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ ২. ভারতে স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ।

মিসরীয় স্কুলঃ

১. মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃঃ)ঃ

এই বিখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিত আধুনিক মিসরে 'সংস্কার' আন্দোলনের নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যখন

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আরব বিশ্বের উপরে তাদের কালো থাবা বিস্তার করে এবং আরবীয় ইসলামী সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার হিসাবে চিত্রিত করার জন্য উঠেপড়ে কাজ শুরু করে ও এরই অন্যতম দিক হিসাবে ইসলামের ভিত নাড়িয়ে দেবার জন্য হাদীছ শাস্ত্রের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে, তখন তাদের এই চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন বহু ইসলামী পণ্ডিত। মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু ছিলেন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যদিও ইসলামের পক্ষে তাঁর ছিল জোরালো ভূমিকা।

যেমন তিনি বলেন, إن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن و إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن-

'এ যুগে মুসলমানদের জন্য কোন ইমাম বা নেতা নেই 'কুরআন' ব্যতীত। সত্যিকারের ইসলাম সেটাই যা ইসলামের প্রথম শতকে ফিৎনা সৃষ্টির পূর্বে ছিল'। তিনি আরও বলেন, لايمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلا على العقيدة- 'খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ভুক্ত কোন হাদীছকে আক্বীদা বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়'।

ডঃ মুছত্বফা সাবাঈ বলেন, 'নিঃসন্দেহে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তিনি স্বীয় যুগের অতুলনীয় ইসলামী দার্শনিক ছিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরীর ন্যায় কলমী যোদ্ধা ছিলেন। সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে শতবর্ষব্যাপী বৈকল্যের আঁধারে আলোর সঞ্চার করেছিলেন। তথাপি তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রে খুবই কম জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ইসলামের পক্ষে মানতিক্ব বা তর্কশাস্ত্র ও যুক্তিবাদের অস্ত্রের উপরে অধিক ভরসা করতেন'।

মিসরীয় স্কুলের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ রশীদ রিযা (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ) ও ডঃ তাওফীক্ব ছিদক্বী প্রথম জীবনে মুফতী আবদুহু-র অনুসারী ছিলেন। সৈয়দ রশীদ রিযা'র জগদ্বিখ্যাত পত্রিকা 'আল-মানার'-য়ে এই সময় হাদীছের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। যেমন ডঃ তাওফীক্ব ছিদক্বী লিখিত প্রবন্ধ الإسلام هو القران وحده 'ইসলাম বলতে একমাত্র কুরআনকেই বুঝায়'।[১]

বলা বাহুল্য, সৈয়দ রশীদ রিযা এইসব লেখনীর সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতেন। কিন্তু তাঁদের উস্তাদ মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু-র মৃত্যুর পরে যখন হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্রে তাঁরা গভীর গবেষণায় রত হন, তখন তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন ও পূর্বমত পরিত্যাগ করে হাদীছের প্রামাণিকতার পক্ষে আমৃত্যু জোরালো ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে সৈয়দ রশীদ রিযা যখন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি অবহেলা এবং বিভিন্ন ফিক্বহী মাযহাব ও দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাদের অতি উৎসাহ ও গভীর পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি মিসরে 'সুন্নাতের ঝাণ্ডা উড্ডীনকারী' হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি হাদীছের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন এবং বিভিন্ন ফেক্বহী মাযহাবে হাদীছ বিরোধী যেসব ফৎওয়া সমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে মিসরের কুখ্যাত হাদীছ দুশমন আবু রাইয়াহ-র আবির্ভাবকালে যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তবে সৈয়দ রশীদ রিযাই যে তার প্রথম প্রতিবাদকারী হ'তেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। ডঃ তাওফীক্ব ছিদক্বীও আল্লাহ্র রহমতে তাঁর পূর্ব ভূমিকা পরিত্যাগ করেন ও সৈয়দ রশীদ রিযা-র সাথে ঐক্যমতে সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেন।[২]

২. ডঃ আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খৃঃ)ঃ

এই মিসরীয় পণ্ডিত 'ফাজরুল ইসলাম' 'যুহাল ইসলাম' ও 'যুহরুল ইসলাম' নামে সাড়া জাগানো তিনটি গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক। এই গ্রন্থ সমূহে তিনি ইউরোপিয় প্রাচ্যবিদগণের পদাংক অনুসরণ করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি জমহুর মুসলিম বিদ্বানগণের গৃহীত তরীকার বাইরে চলে যান। 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থে তিনি 'হাদীছ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি চর্বির মধ্যে বিষ মিশিয়েছেন ও হক-এর সাথে বাতিল মিশ্রিত করেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার উপরেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। বরং তাঁর ভ্রান্ত আক্বীদার বই পড়ে বহু লোক ভ্রান্ত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। যেমন তিনি বলেন,

وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ولكنهم و الحق يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن.. حتى نرى البخارى نفسه على جليل قدره ورقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجربية على أنها غير صحيحة لا قتصاره على نقد الرجال-

'বিদ্বানগণ হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের সমালোচনায় বহু নিয়ম-বিধান প্রণয়ন করেছেন। যার সবকিছু এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাঁরা হাদীছের মতনের (Text) চাইতে সনদের (Narrator) সমালোচনাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ...এমনকি যদি আমরা খোদ

১. আল-মানার ৯ম বর্ষঃ ৭ ও ১২ সংখ্যা।

২. আল-মানার ১০ম বর্ষ দ্রঃ।

বুখারীকে দেখি, তবে দেখব যে, সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সমকালীন ঘটনাবলী ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সমূহ প্রমাণ করে যে, তাঁর গৃহীত হাদীছ সমূহ ছহীহ নয়, কেবল রাবীদের সমালোচনায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কারণে'।[৩] আহমাদ আমীনের এই মন্তব্য যে নির্জলা মিথ্যা বরং মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে নিছক অপবাদ, একথা উছূলে হাদীছের সাধারণ ছাত্রও খবর রাখেন। বরং বলা চলে যে, উপরোক্ত মন্তব্য তাঁর নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত নয়; বরং তাঁর অনুসরণীয় খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মন্তব্যের অনুকরণ মাত্র। যেমন প্রাচ্যবিদ গ্যাষ্টন ওয়াট বলেন, হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ হাদীছ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করেছেন। কিন্তু সেগুলি ছিল সব রাবী ও তাদের সমালোচনা মুখী। ...তাঁরা 'মতনে'র সমালোচনা করেননি'। উক্ত প্রাচ্যবিদ খৃষ্টান পণ্ডিতের বক্তব্য আর মুসলিম পণ্ডিত ডঃ আহমাদ আমীনের বক্তব্যে ও মন্তব্যে কোন পার্থক্য নেই।

ডঃ আহমাদ আমীনের ছেলে 'হুসায়েন' পিতার চেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন। যিনি স্বীয় গ্রন্থ دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين -এর মধ্যে ইসলামের মূলনীতি সমূহ ও বিশেষ করে সুন্নাতে নববী সম্পর্কে তীব্র হিংসাত্মক বক্তব্য সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। উক্ত বইটি ১৯৮৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বই প্রদর্শনীতে 'শ্রেষ্ঠ বই' হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছে।

উক্ত বইয়ে তিনি বলেন, 'আহমাদ আমীন আমাদের উপরে 'ছালাত'-কে 'ফরয' করে যাননি। তিনি চোরের হাত কাটা ঐসময় সিদ্ধ মনে করতেন, যখন খোলা ময়দানে কোন পথিকের নিকট থেকে চুরি করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে না। অতএব বর্তমান অবস্থায় এই হুকুম অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত'।

মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে তিনি বলেন, ليس للحجاب أي علاقة بالإسلام 'পর্দার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই'...। এরূপ বহু অশোভন ও অনর্থক কথায় ভরে আছে পৃথিবীর ঐ 'শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি'!

ডঃ আহমাদ আমীনের আরেক অনুসারী পণ্ডিত ইসমাঈল আদহাম ১৩৫৩ হিজরীতে প্রকাশিত عن تاريخ السنة নামক নিবন্ধে বলেন, ছহীহ গ্রন্থ সমূহে যেসব হাদীছ লিপিবদ্ধ আছে, সেসবের ভিত্তি মযবুত নয়, বরং সন্দেহ পূর্ণ (بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع) এবং সেসবের মধ্যে জাল হওয়ার দোষাবলী অগ্রগণ্য'।

৩. ফাজরুল ইসলাম পৃঃ ২১৭-২১৮।

৩. মাহমূদ আবু রাইয়াহঃ

এই পণ্ডিত ব্যক্তি সুন্নাতে নববী তো বটেই সরাসরি ছাহাবীগণের প্রতি হিংসাপরায়ণ। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ যে মহান ছাহাবীর নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী হাদীছ লাভ করেছেন, হাদীছের সেই শ্রেষ্ঠ হাফেয ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উপরেই তার ক্রোধ সবচেয়ে বেশী। রাসূলের খাছ দো'আপ্রাপ্ত ও আল্লাহ্র বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত অনুপম চরিত্র মাধুর্য্যের অধিকারী এই মানুষটিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য উক্ত মিসরীয় পণ্ডিত তার একটি বইয়ের নাম তাচ্ছিল্যভরে রেখেছেন شيخ المضيرة ابو هريرة 'মযীরাহ' খাদ্যের ভক্ষক আবু হুরায়রা'। আবু হুরায়রা (রাঃ) উক্ত খাদ্যটি পসন্দ করতেন বলে ছা'আলাবী ও বদী'উয্যামান হামাযানী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। যদিও শী'আদের বই সমূহে সংকলিত ও আধুনিক যুগের এইসব সাহিত্যিকদের মাধ্যমে প্রচারিত উক্ত বর্ণনার কোন সঠিক ভিত্তি নেই'।[৪]

অনুরূপভাবে তার রচিত أضواء على السنة المحمدية বইয়ের মধ্যেও হাদীছ ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেছেন। সুন্নী নামধারী এই পণ্ডিত মূলতঃ শী'আ ছিলেন। যা তার লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত পণ্ডিত মাহমূদ আবু রাইয়াহ্র লেখনী সমূহকে পুঁজি করে আরেকজন পণ্ডিত সাইয়িদ ছালেহ আবুবকর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها 'ইস্রাঈলী হাদীছ সমূহকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য কুরআনী জ্যোতিসমূহ এবং বুখারীকে ঐসব থেকে পবিত্র করণ'। উক্ত বইয়ে তিনি ছহীহ বুখারীতে ১০০টি হাদীছ বাছাই করেছেন, যেগুলি তার মতে ইহুদীদের রচিত এবং ইমাম বুখারী সেগুলিকে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তার এই বাছাইয়ের জন্য তিনি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন- নিকৃষ্টতম হাদীছ দুশমন মাহমূদ আবু রাইয়াহ্র বই সমূহকে।

অনুরূপ আরেকজন পণ্ডিত আহমাদ যাকী আবু শাদী যিনি স্বীয় বই ثورة الإسلام ('ইসলামের বিপ্লব' পৃঃ ৪৪)-য়ে বলেন, هذه سنن ابن ماجة والبخاري وجميع كتب الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار لايمكن أن يقبل صحتها العقل ولا نرضى نسبتها إلى

৪. সাবাঈ, আস-সুন্নাহ পৃঃ ৩৩৫।

الرسول وأغلبها يدعو الى السخرية بالإسلام والمسلمين والنبى الأعظم والعياذ بالله– 'এই যে সুনান ইবনু মাজাহ ও বুখারী বা হাদীছ ও সুন্নাহ্র কিতাব সমূহ যা হাদীছ ও খবর সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, জ্ঞানের দ্বারা এগুলির বিশুদ্ধতা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এগুলিকে রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করতে আমরা রাযী নই। বরং এগুলির অধিকাংশই ইসলাম, মুসলমান ও মহান নবীর প্রতি ঠাট্টার দিকে আহ্বান করে। 'আমরা এসব থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই'।

উপরোক্ত পণ্ডিতগণ ছাড়াও মুক্তবুদ্ধি ইসলামী চিন্তাবিদ নামে খ্যাত আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আছেন, যারা চেতনে বা অবচেতনে বুঝে বা না বুঝে প্রাচীন বা আধুনিক হাদীছ দুশমনদের চটকদার যুক্তিবাদের খপ্পরে পড়ে ইসলামের নামেই ইসলামের মূল স্তম্ভ হাদীছ শাস্ত্রের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা তাদের লেখনী দ্বারা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ঐসকল ব্যক্তি ও তাদের বই সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. ডঃ আলী হাসান আব্দুল কাদের, نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى 'ইসলামী ফিক্বহের ইতিহাসের উপরে সাধারণ দৃষ্টিপাত'।

২. শায়খ মুহাম্মদ 'ইমারাহ الإسلام والوحدة 'ইসলাম এবং ঐক্য'।

৩. মুহাম্মাদ আল-গাযালী السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 'সুন্নাত নববীঃ ফিক্বহবিদ ও হাদীছবিদগণের মধ্যখানে'।

৪. মুহাম্মাদ আহমাদ খালাফুল্লাহ العدل الإسلامى 'ইসলামী ন্যায়নীতি'।

৫. ডঃ হাসান তোরাবী تاريخ التجديد الإسلامى 'ইসলামী সংস্কারবাদের ইতিহাস'।

অনুরূপভাবে ডঃ আব্দুল হামীদ মুতাওয়াল্লী মত পোষণ করেন যে, 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ভুক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা কোন বিধানগত হুকুম সাব্যস্ত হবে না'। অন্যেরা বলেন যে, এসবের দ্বারা কোন 'হুদূদ' বা শাস্তি বিধান সাব্যস্ত করা যাবে না। অন্য একজন পণ্ডিত শায়খ শালতূত ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহের বিরুদ্ধে গিয়ে শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত আক্বীদাকে অস্বীকার করেন। অন্য একজন পণ্ডিত হামাদ সাঈদান মত পোষণ করেন যে, শেষ দিকের সংকলনগুলিতে দুশমনরা ছহীহ বুখারীতে বহু মওযূ বা জাল হাদীছ জুড়ে দিয়েছে'। বস্তুতঃ একথা বলে তিনি নিজেকে অজ্ঞ ও হাদীছ দুশমনদের কাতারে শামিল করেছেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর কোন কোন বইয়ে কবর আযাবের সর্বসম্মত আক্বীদার ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করেছেন। যে বিষয়টি মু'তাযিলাগণ ব্যতীত কোন মুসলমান অস্বীকার করেনি।

ডঃ হাসান তোরাবী ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার দণ্ড, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ প্রভৃতিকে অস্বীকার করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর বই সমূহে রয়েছে ভয়ংকর ভ্রান্তিসমূহ। অথচ এই ব্যক্তিই সুদানে শরী'আতী আইন কায়েম করার জন্য সোচ্চার। জানিনা সুন্নাতে নববীকে বাদ দিয়ে এবং হাদীছ শাস্ত্রকে অস্বীকার করে তিনি কার শরী'আত দেশে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

আরব বিশ্বের নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্যে ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যিনি সবচাইতে নগ্ন হামলা চালিয়েছেন, তিনি হ'লেন মিসরের অন্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডঃ ত্বহা হুসাইন (১৩০৭-১৩৯৩ হিঃ/১৮৮৯-১৯৭৩ খৃঃ)। রাসূলের মর্যাদার উপরে আঘাত হেনে তাঁর লিখিত বই على هامش السيرة ('চরিত্রের আশেপাশে')-এর ৫০ পৃষ্ঠায় شوق الحبيب إلى الحبيب 'প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়তমের আকর্ষণ' শিরোনামে উম্মুল মু'মেনীন যায়নাব বিনতে জাহশের সাথে রাসূলের বিবাহের ঘটনা অত্যন্ত নগ্ন ভাষায় পেশ করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই বইটি মিসরীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেদেশের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের অন্ধ সমর্থক ও নাস্তিক্যবাদী দর্শনের অনুসারী অন্যতম মিসরীয় সাহিত্যিক নজীব মাহফূয (জন্মঃ ১৯১১) সম্ভবত ইসলাম সম্পর্কে কপট লেখরের পুরস্কার হিসাবেই ১৯৮৮ সালে আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। যার বিষদুষ্ট বই সমূহ এখন বাজারে বহুল প্রচলিত।

ভারতীয় স্কুলঃ

১. স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃঃ)ঃ

আরব বিশ্বে মিসরীয় পণ্ডিত মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ফিৎনার সমসাময়িককালে ভারত উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃঃ) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এই ফিৎনার সূতিকাগার হিসাবে গণ্য হয়।

ডঃ আহমাদ আমীনের ভাষায়, هو فى الهند أشبه شئ بالشيخ محمد عبده فى مصر 'মিসরে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু-র ন্যায় তিনি ছিলেন ভারতে'। তিনি বলেন, والإصلاح عند هما إصلاح العقلية 'তাদের দু'জনের সংস্কার কার্য ছিল যুক্তিবাদ ভিত্তিক সংস্কার'।

সৈয়দ আহমাদ খান যদিও ভারতে ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন। তথাপি তিনি তাদের খৃষ্টানীকরণের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে ও ইসলামের পক্ষে জোরালো কলমী যুদ্ধ চালিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কুরআন-হাদীছের চাইতে মানতিক্ব ও যুক্তিবাদের উপরে অধিক নির্ভর করেছেন। তাঁর জ্ঞান তাঁর ইলমের চাইতে বেশী ছিল। কুরআনের যুক্তি ভিত্তিক তাফসীর করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'কুরআন যখন সঠিকভাবে বুঝা যাবে, তখন তা জ্ঞানের সাথে মিলে যাবে। ... অতএব জ্ঞান ও রুচির আলোকে তাফসীর করা ওয়াজিব'।

এর ফলে তিনি তাঁর জ্ঞান ও রুচি বিরোধী বহু আয়াত ও ছহীহ হাদীছের ভুল অর্থ ও দূরতম তাবীল করেছেন। জ্ঞান মোতাবেক না হওয়ায় তিনি নবীদের মু'জেযাকে অস্বীকার করেছেন এবং বহু ছহীহ হাদীছকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর আক্বীদা সমূহের ছিটেফোঁটা নিম্নরূপঃ

(১) হৃদয়ের বিশ্বাসকেই মাত্র ঈমান বলা হয়। যদি কেউ হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, সে ব্যক্তি মুমিন। যদিও সে অন্য ধর্মের বাহ্যিক নিদর্শনাদির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যেমন হিন্দুদের ন্যায় গলায় ও বগলের নীচ দিয়ে পৈতা ঝুলানো, ইহুদী-খৃষ্টান ও মজূসীদের ন্যায় কোমরে বেল্ট বা শিকল পরিধান করা কিংবা গলায় ক্রুস (বা তার সদৃশ বস্তু) ঝুলানো, তাদের পূজা-পার্বণ, বড়দিন ইত্যাদি উৎসবাদিতে যোগদান করা (২) 'নবুঅত' উন্নত চরিত্রের একটি দৃঢ় স্বভাবগত ক্ষমতার নাম (৩) নবীদের মু'জেযা তাঁদের নবুঅতের প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত নয় (৪) কুরআন উন্নত ভাষা ও অলংকারের জন্য معجز বা হতবুদ্ধিকারী নয়; বরং হেদায়াত ও শিক্ষা সমূহের কারণে (৫) কুরআনের কোন আয়াত শব্দগত, অর্থগত বা হুকূমগত কোন দিক দিয়েই 'মনসূখ' বা হুকূম রহিত নয় (৬) আসমানী কোন কেতাবে কখনই কোন 'তাহরীফ' বা শাব্দিক পরিবর্তন হয়নি (৭) রাসূলের পরবর্তী খলীফাগণ 'নবুঅতের প্রতিনিধি' নন ইত্যাদি।

তাঁর এই অতি যুক্তিবাদী ও মুক্তকচ্ছ ধ্যান-ধারণা বহু বিলাসী পণ্ডিতের মনোজগতে নাড়া দেয় এবং তারাও একই পথ ধরে হাদীছ অস্বীকারের চোরা পথ বেছে নেন। যেমন মৌলবী চেরাগ আলী, আবদুল্লাহ চকড়ালবী, আহমাদ দ্বীন অমৃতসরী প্রমুখ পণ্ডিত প্রকাশ্যে বলতে থাকেন যে, দ্বীনী বিষয় সমূহে কুরআনই যথেষ্ট, হাদীছের কোন প্রয়োজন নেই। তবে যেগুলি তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে হ'ত, সেগুলিকে তারা গ্রহণ করতেন।

২. চেরাগ আলীঃ

সৈয়দ আহমাদ খানের চিন্তাধারার অনুসারী মৌলবী চেরাগ আলী বলেন, 'সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা চূড়ান্ত বিচারে হাদীছের উপরে ভরসা করা সম্ভব নয়'।

ইসলামের মূল ভিত্তির উপরে এ ধরনের নগ্ন হামলা করে গেছেন মুক্ত চিন্তার নামে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী এইসব নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

৩. আব্দুল্লাহ চকড়ালবীঃ

সৈয়দ আহমাদ খানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে হাদীছ অস্বীকারের আন্দোলন শুরু করেন এবং বেশ কিছু বই রচনা করেন। তিনি বলেন, 'লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার নামে হাদীছ বর্ণনা করেছে'। তিনি তাঁর দলীয় লোকদের জন্য ছালাতের নতুন নিয়ম জারি করেন এবং বলেন যে, আযান ও এক্বামত দেওয়া বিদ'আত। এধরনের আরও কিছু বিদ'আতী নিয়ম তিনি চালু করেন।

৪. মুহিব্বুল হক আযীমাবাদীঃ

সৈয়দ আহমাদ খানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইনি পাটনাতে ইনকারে হাদীছের আন্দোলন শুরু করেন, যেমন আব্দুল্লাহ চকড়ালবী লাহোরে আন্দোলন শুরু করেন।

৫. নাযীর আহমাদ দেহলভীঃ

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি হাদীছের রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এরা মূর্খ। এরা হাদীছের মূল তাৎপর্য বুঝে না'। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কুরআন হেফয করেন এবং উর্দূ ভাষায় কুরআনের তরজমা করেন। তাঁর উক্ত তাফসীরের মধ্যে অগ্রাহ্য কথা সমূহ ভরে দিয়েছেন।

৬. আহমাদ দ্বীন অমৃতসরীঃ

আব্দুল্লাহ চকড়ালবীর সহযোগী এই ব্যক্তি পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরে ইনকারে হাদীছের আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। 'আল-উম্মাতুল ইসলামিয়াহ' (ইসলামী দল) নামক দলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

৭. এনায়াতুল্লাহ মাশরেক্বীঃ

লণ্ডনের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এই পণ্ডিত আধুনিকতার ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন ও সালাফে ছালেহীনের পথ থেকে বিচ্যুত হন। তিনি আলেমদের থেকে ও তাঁদের অনুসৃত ইসলাম থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি হাদীছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তার বই সমূহে দ্বীনের মূলনীতি সমূহের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেন। তিনি শুধুমাত্র কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মূলনীতি তৈরী করেন। তিনি ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য ১০টি উছূল বা মূলনীতি নির্ধারণ করেন এবং ধারণা করেন যে, এগুলিই হ'ল কুরআনের সারবস্তু ও রিসালাতের মূল কথা।

৮. ক্বাযী মুহাম্মাদ শফী'ঃ

হাদীছ সম্পর্কে তার লেখনীসমূহে বহু বিচ্যুতি রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, 'বহু হাদীছ এমন রয়েছে, যা যৌন

সাহিত্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে' (নাঊযুবিল্লাহ)।

৯. আসলাম জয়রাজপুরীঃ

হাদীছ অস্বীকারকারীদের মধ্যে উপমহাদেশে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। ইনি হাদীছ অস্বীকারকারীদের নেতা গোলাম আহমাদ পারভেয-এর প্রধান সহযোগী, বরং উস্তায ছিলেন। ইনিই হাদীছের বিরুদ্ধে তার নষ্ট চিন্তাধারা সমূহ 'মাক্বামে হাদীছ' নামে উর্দূতে দু'খণ্ডে বই আকারে প্রকাশ করেন।

১০. গোলাম আহমাদ পারভেযঃ

'আহলে কুরআন' নামক হাদীছ বিরোধী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এই ব্যক্তি তার সংগঠনের মুখপত্র 'তুলূ'এ ইসলাম' (ইসলামের উদয়) নামক পত্রিকার মাধ্যমে এবং হাদীছ-এর বিরুদ্ধে বহু বই ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইনকারে হাদীছের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কুরআন ও হাদীছের ইল্‌মে অজ্ঞ কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিত বিজাতীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাদীছের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতা শুরু করেন। তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লঃ আধুনিক যুগে প্রাচীন যুগের ফেলে আসা হাদীছের অনুসরণ বাতিল'। ডঃ মুহাম্মাদ মুছত্বফা আ'যমী বলেন, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল মুনকিরে হাদীছ ছালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয সমূহ ও এসবের ক্রিয়ানুষ্ঠানসমূহ কবুল করে নিয়েছে। কিন্তু 'আহলে কুরআন' গ্রুপ এমন কট্টর হাদীছ দুশমন যে, তারা এসব সর্বজন গ্রাহ্য ইবাদত সমূহকেও অস্বীকার করেছে। তারা বলে যে, 'কুরআন আমাদের বারবার ছালাতের ও যাকাতের হুকুম করেছে। এভাবে পুনরুক্তি না করে আল্লাহ ইচ্ছা করলে এসবের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন এবং বলতে পারতেন 'তোমরা যোহর, আছর ও এশা চার রাক'আত, মাগরিব তিন রাক'আত ও ফজর দু'রাক'আত পড়; কিন্তু তিনি এসব বলেননি। অতএব আনুষ্ঠানিকভাবে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতের কোন বাধ্যবাধকতা নেই'।

এতেই বুঝা যায়, তারা হাদীছের বিরোধিতায় কতদূর পৌঁছে গেছে। তারা বুঝে না যে, কুরআন ও হাদীছ উভয়ের বর্ণনাকারী হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং উভয়ের বাহক ও প্রচারক হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম। তারা হাদীছকে অস্বীকার করে পরোক্ষভাবে রাসূলকেই অস্বীকার করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)।

হাদীছ দুশমনদের উক্ত কাতারে অগ্রণীদের মধ্যে উর্দূ পত্রিকা 'নুকার' (نُكَار 'নিষ্কৃতি')-এর সম্পাদক নিয়ায ফতেহপুরী এবং ইনকারে হাদীছ বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকার লেখক গোলাম জীলানী বারক্ব ছিলেন অন্যতম। হাদীছের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে তাদের বহু অমার্জনীয় ও ভ্রান্তিকর লেখনীসমূহ রয়েছে। তবে তারা উভয়ে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে গেছেন (আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করুন!)। কিন্তু যে সকল লেখনী তাদের বেরিয়ে গেছে, যা লোকদের জন্য স্থায়ী ভ্রান্তির উৎস হয়ে আছে, সেগুলি পড়ে যেন কোন অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি বিভ্রান্ত না হন, সেদিকে পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[৫]

হাদীছ বিরোধীদের অভিযোগ সমূহঃ

হাদীছ বিরোধী পণ্ডিতগণের অভিযোগ সমূহ প্রধানতঃ পাঁচটি। যা মূলতঃ মু'তাযিলা পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। সেখান থেকে আধুনিক প্রাচ্যবিদগণ নিয়েছেন। অতঃপর সেখান থেকে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ নামে খ্যাত কিছু মুসলিম পণ্ডিত নিয়েছেন। নিম্নে এগুলির সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হ'লঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ হয়নি।

(২) ছাহাবীগণ হাদীছ লেখার ব্যাপারে রাসূলের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বলেই তাঁরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করেননি।

(৩) রাসূলের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে প্রথম হাদীছ সংকলিত হয়। পরে তা হারিয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে এসে লোকদের মুখ থেকে শুনে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(৪) জাল হাদীছ সমূহ ছহীহ হাদীছ সমূহের সাথে মিশে যায়। যা পরে পৃথক করা সম্ভব হয়নি।

---

৫. নিয়ায ফাতেহপুরী রচিত উর্দূ 'ছাহাবিয়াত' বইটি 'মহিলা সাহাবী' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।প্রকাশকঃ আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা। যেখানে ৪১ জন মহিলা ছাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। আলোচনায় লেখক তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক রেখেছেন। যেমন মা আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনী আলোচনা শেষে 'একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে তিনি বলেন, তিনি (অর্থাৎ আয়েশা (রাঃ) যা কিছু বলতেন, যে ব্যাখ্যা করতেন, তা ছিল সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যুক্তি নির্ভর। তাঁর এমন বর্ণনা খুব কমই পাওয়া যাবে, যা বিশ্বাস করার জন্য অহেতুক ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে।... তিনি ছিলেন অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী। রাসূলে খোদার কথা ও কাজের সত্যিকার তাৎপর্যে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন তিনি। শরীয়তে সবচেয়ে যুক্তি যুক্তের অনুবর্তনের যে প্রবল ধারা তার বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হয়, তা সাধারণতঃ অন্য কারো বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় না'। =(মহিলা সাহাবী পৃঃ ৬৫)। পাঠক! নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, লেখক এখানে মা আয়েশা (রাঃ)-এর যুক্তিবাদী মেধাকেই অগ্রগণ্য করছেন। তাঁর হাদীছ অনুসরণকে নয়। অথচ আলী (রাঃ) বলছেন, যদি দ্বীন মানুষের 'রায়' বা জ্ঞান মোতাবেক হ'ত, তাহ'লে মোযার নীচে মাসাহ করা উত্তম হ'ত মোযার উপরে মাসাহ করার চাইতে' =(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৭ 'মাসাহ' অনুচ্ছেদ নং ৬৩)। নিঃসন্দেহে ইসলাম জ্ঞান ও যুক্তিবাদী ধর্ম। কিন্তু তাই বলে তার সবকিছুই সর্বদা সকলের যুক্তি ও জ্ঞান মোতাবেক হ'তে হবে, এমনটি কখনোই নয়। কেননা মানুষের জ্ঞান সবার সমান নয় এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞান তুলনীয় নয়। অতএব চোখ-কান খোলা রেখে এসব লেখকদের বই পড়তে হবে। নইলে নিজের অজ্ঞাতেই এদের পাতানো ফাঁদে আটকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

(৫) মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ হাদীছ বাছাইয়ের যে সব মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তার সমস্তটাই সনদ ও রাবীদের সমালোচনায় কেন্দ্রীভূত। মতনের (Text) আসল-নকল যাচাইয়ের প্রতি তাঁরা যথাযথ নযর দেননি।

অথচ উক্ত অভিযোগগুলির সবই মিথ্যা। বরং সূর্যের মুখে ধুলা ছিটানোর শামিল। হাদীছ শাস্ত্রের একজন সাধারণ পাঠকও এসব কথার জবাব দিতে পারেন।

হাদীছ বিরোধীদের কেন্দ্রস্থলঃ

উপমহাদেশে হাদীছ বিরোধীদের কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের আলীগড়, অমৃতসর প্রভৃতি শহর। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এটি পাকিস্তানের লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে বসে তারা ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ভারতেও এর রেশ চলতে থাকে। পাশ্চাত্য বিশ্বেও এর অপপ্রচার ব্যাপ্তি লাভ করে। উর্দূভাষী না হওয়ায় বাংলাভাষী মুসলমানগণের অধিকাংশ এদের কালো থাবা থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদের কারু কারু বই বাংলাভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপকহারে প্রচারিত হওয়ায় তরুণ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকে প্রতারিত হচ্ছেন এবং দেশে হাদীছ বিরোধী মনোভাব ক্রমে মাথাচাড়া দিচ্ছে।

বর্তমানে হাদীছ বিরোধীদের কয়েকটি ফের্কা পাকিস্তানে সংগঠিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমনঃ

১. আহলে কুরআনঃ

আব্দুল্লাহ চকড়ালবী প্রতিষ্ঠিত এই দলের পুরা নাম 'আহলুয্যিকরে ওয়াল কুরআন' যার বর্তমান নেতা হলেন মুহাম্মাদ আলী রাসূল লাক্ভী। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এর অফিস রয়েছে। এ দলের মুখপত্র 'বালাগুল কুরআন' পত্রিকার মাধ্যমে এদের ভ্রান্ত আক্বীদা পাকিস্তানে সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। অথচ কুরআনেরই নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহ'লে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(আলে ইমরান ৩১)*।

২. 'উম্মাতে মুসলিমাহ'

আব্দুল্লাহ চকড়ালবীর অনুসারী খাজা আহমাদ দ্বীন প্রথমে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরে এই দলের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৪৭-এর পরে এই দল লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানেই তাদের প্রধান কেন্দ্র এবং 'ফায়যে ইসলাম' পত্রিকা তাদের প্রধান মুখপত্র।

৩. তাহরীকে তা'মীরে ইনসানিয়াত (মানবতার পুনর্গঠন আন্দোলন)

আব্দুল খালেক মালূহ কর্তৃক লাহোরে প্রতিষ্ঠিত এই দলের তরুণ ও তুখোড় নেতা ক্বাযী কেফায়াতুল্লাহ উর্দূ, আরবী ও ইংরেজীতে বহু বই লিখে তার দলের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন।

৪. ফের্কা তুলূ'এ ইসলাম

গোলাম আহমাদ পারভেয কর্তৃক প্রথমে হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠিত এই দলটির নেতারা ১৯৪৭-এর পরে লাহোরে এসে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার শুরু করেন এবং পাকিস্তানের প্রায় সকল শহরে শাখা কায়েম করেন। ইউরোপের বিভিন্ন শহরেও এ দলের শাখা রয়েছে। যেখান থেকে হাদীছ বিরোধী আক্বীদা সমূহ নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদ পারভেয ৩০টির উপর বই লেখেন। যার কোন কোনটি ৩ বা ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। তবে এই দলের দবদবা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে দলের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে প্রায় এক হাযার ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিতভাবে 'কুফরী' ফৎওয়া প্রদানের কারণে। করাচীর 'মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়াহ' এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উপরোক্ত দল সমূহের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও তিনজন আহলেহাদীছ বিদ্বান সর্বাধিক জোরালো ভূমিকা পালন করেন তাঁদের পরিচালিত তিনটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার মাধ্যমে। (১) মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালবী (মৃঃ ১৯২০ খৃঃ) স্বীয় 'ইশা'আতুস সুন্নাহ' পত্রিকার মাধ্যমে (২) মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) স্বীয় 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার মাধ্যমে এবং (৩) মাওলানা আত্বাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (১৩২৭-১৪০৮ হিঃ/১৯১০-১৯৮৮ খৃঃ) স্বীয় 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার মাধ্যমে। সাথে সাথে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ সংগঠন সমূহ এবং তাঁদের লিখিত বিভিন্ন বই ও পুস্তিকা সমূহ হাদীছের প্রামাণিকতার পক্ষে এবং হাদীছ বিরোধীদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু এঁরা নন। বরং উপমহাদেশের সকল আহলেহাদীছ বিদ্বান যুগে যুগে হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ চালিয়ে গেছেন। যেকোন নিরপেক্ষ গবেষক এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

হাদীছে সন্দেহবাদীদের কয়েকজনঃ

অমুসলিমদের কেউ হাদীছের বিরুদ্ধে লিখলে মুসলমানেরা তা সহজে গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে মুসলিম পণ্ডিতগণের কেউ যখন হাদীছের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লেখেন, তখন মুসলমানদের অধিকাংশ তা গ্রহণ না করলেও কিছু লোক অবশ্যই তা গ্রহণ করেন। কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেছেন, ইসলামের পক্ষে জান-মাল, সময় ও শ্রমের কুরবানী দিচ্ছেন, অথচ ইসলামী আইনের অন্যতম মূল স্তম্ভ 'হাদীছ' এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একদিকে তিনি হাদীছের পক্ষে কথা বলছেন, অন্যদিকে

তার লেখনী ও বক্তব্য হাদীছ বিরোধীদের পক্ষে মযবুত দলীল হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে, এমন ধরনের ইসলামী চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র আক্বীদা ও আমলের সর্বাধিক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এমনি ধরনের দু'একজন সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী আলেমের দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃঃ)ঃ

সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের আওরঙ্গাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে তিনি 'জামা'আতে ইসলামী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'তারজুমানুল কুরআন' (কুরআনের মুখপত্র) নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অসংখ্য বই ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ লেখনী বহু লোকের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয় ও তারা ইসলামের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৯৪৭-এর পরে তিনি পাকিস্তানের লাহোরে হিজরত করেন ও পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) তাঁর বই সমূহ অনুবাদ করেন। ফলে বাংলাদেশে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে এই দল বর্তমানে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাওলানা মওদূদী বিভিন্ন বিষয়ে বেশুমার লেখনীর অধিকারী ছিলেন। ফলে অনেক কিছু ভুল হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তিনি নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এর প্রথম সংস্করণের অনেক বিষয় তিনি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করেছেন। যেমন সূরা বাক্বারাহ ২০৩ আয়াত ও সূরা নিসা ১১ আয়াতের ভুল তাফসীর তিনি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পত্রিকা 'তারজুমানুল কুরআনে' (*৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯৫৫ পৃঃ ৩৭৯।*) যখন তিনি মোতা' বা ঠিকা বিবাহ জায়েয ফৎওয়া দিলেন, তখন ওলামায়ে কেরামের প্রতিবাদের মুখে পরে তিনি তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বীয় 'রাসায়েল ও মাসায়েল' বইয়ের মধ্যে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। যদিও শী'আরা তাঁর উক্ত ফৎওয়া নিজেদের পক্ষে ও সুন্নীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু 'তাফহীমুল কুরআনে' আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় তিনি মু'তাযিলাদের অনুকরণে যেসব তাবীল করেছেন, তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি। অনুরূপভাবে মু'জেযা সংক্রান্ত কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি তাবীলের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন সূরা আম্বিয়া ৭৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'পাহাড় সমূহ ও পক্ষীকুলকে আমি দাঊদ-এর জন্য অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাসবীহ পাঠ করে'-এর ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করেছেন যে, দাঊদ (আঃ) যখন তাঁর সুন্দর কণ্ঠে আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন, তখন পাহাড় সমূহ তাঁর মিষ্টিমধুর 'আওয়াযের কারণে কেঁপে কেঁপে উঠত এবং পক্ষীকুল দাঁড়িয়ে যেত'। 'পর্বত সমূহের অনুগত হওয়া'কে 'সুর লহরীতে প্রকম্পিত হওয়া'র এই কাল্পনিক ব্যাখ্যার জন্য খ্যাতনামা মুফাসসির আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এটি তাফসীর নয়, বরং তাহরীফ অর্থাৎ কুরআনের অর্থ পরিবর্তন' *(দ্রঃ তাফসীরে মাজেদী)*। এধরনের আরও বহু উদাহরণ বিদ্বানগণ উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ভুল ধরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাবর্তন করেননি। অথচ এসব ভুলের মূল কারণ হ'ল, কুরআনের তাফসীর করার সময় হাদীছের প্রতি গুরুত্ব কম দেওয়া এবং যুক্তিবাদের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়া।

অনুরূপভাবে তিনি হাদীছ শাস্ত্র, হাদীছের প্রামাণিকতা, সনদ ও মতনের বিশুদ্ধতা যাচাই ইত্যাদি বিষয়ে মুহাদ্দেছীনের গৃহীত নীতিমালা সম্পর্কে অযৌক্তিক সন্দেহবাদ আরোপ করেছেন। বরং তাঁদের তীব্র সমালোচনায় তিনি এতদূর পৌঁছে গেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছ অস্বীকারকারীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। ফলে হাদীছ অস্বীকারকারী দলের নেতা গোলাম আহমাদ পারভেয মাওলানা মওদূদীর বক্তব্যকে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন। যেমন গোলাম আহমাদ পারভেজ স্বীয় পত্রিকায় লিখেছেন যে, 'হাদীছ অস্বীকারের ব্যাপারে আমার ও মওলানা মওদূদীর আক্বীদা একই রূপ। অতএব জামা'আতে ইসলামী যেন এব্যাপারে আমার সাথে বেশী ঝগড়া না করে'।[৬]

গোলাম আহমদের উক্ত মন্তব্য সত্য নয় এবং মাওলানা মওদূদীও নিঃসন্দেহে হাদীছ অস্বীকারকারী নন। কিন্তু হাদীছ সংক্রান্ত তাঁর লেখনী সমূহ পরীক্ষা করে দেখলে তা পাঠককে হাদীছ অস্বীকারের চূড়ান্ত সীমায় চলে যেতে বাধ্য করে। এর কারণ (১) তিনি হাদীছ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের গৃহীত মূলনীতি ও পদ্ধতি সমূহের তোয়াক্কা না করে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন (২) 'কেবল রেওয়ায়াতের দিকে মুহাদ্দিছগণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন দেরায়াতের দিকে রাখেননি' বলে হাদীছ অস্বীকারীদের সুরে সুর মিলিয়ে তাঁদের উপরে অযথা তোহমত দিয়েছেন (৩) বুখারী ও মুসলিমের কতিপয় হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছেন (৪) খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছ সমূহের বিশাল ভাণ্ডারকে 'ধারণা নির্ভর' হওয়ার দোষ চাপিয়ে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। অথচ উপরের দাবীগুলির কোনটিই তাঁর নিজস্ব নয়, বরং বিগত যুগের মু'তাযিলা দার্শনিক, আধুনিক কালের খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ ও তাদের বশংবদ মুসলিম পণ্ডিতগণ হাদীছের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ইতিপূর্বে উত্থাপন করেছেন, সেগুলিই মওলানা নিজের যুক্তিবাদী ভাষায় আরো জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। শুধু তিনিই নয়, তাঁর সাহিত্যের ভক্ত ও

৬. *তুলূ'এ ইসলাম' এপ্রিল-মে ১৯৫৫।*

আন্দোলনের অনুসারীদের চিন্তাধারায়ও তার স্পষ্ট ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। ফলে কুরআন-সুন্নাহ্র আইন কায়েম করার শ্লোগান নিয়ে মাঠে নামলেও তাদের মধ্যে সুন্নাতের পাবন্দী অতীব নগণ্য। ছহীহ হাদীছের প্রতি আকর্ষণবোধ বলা চলে শূন্যের কোঠায়। 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবকিছুকে তারা একাকার করতে চান। এমনকি শহীদ মিনারে যাওয়া ও সেখানে ফুল দেওয়ার মত শিরক ও বিদ'আতের বিষয়গুলিকেও তারা 'পাপও নেই পুণ্যও নেই' বলে হালকা করে দেখেন।[৭]

'হাদীছ' সম্পর্কে মওলানা মওদূদীর আক্বীদাঃ

হাদীছ ও হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ সম্পর্কে মওলানা মওদূদীর আক্বীদা লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'মাসলাকে এ'তেদাল' নামক নিবন্ধে, যা বাংলায় 'সুষম মতবাদ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হাদীছকে 'যান্নী' বা ধারণা নির্ভর বলে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। যদিও এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। তবুও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তিনি যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা এই যে, হাদীছের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই। কেননা বর্ণনাকারী রাবীগণ মানুষ হিসাবে কেউ ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। অতএব এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল ফক্বীহদের দূরদৃষ্টি ও তাঁদের সুষ্ঠু রুচিবোধ। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণকে তিনি সাংবাদিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলে মনে করেন, যারা কেবল সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করেন, কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবন করেন না। যেমন তিনি বলেন,

محدثین رحمهم الله کی خدمات مسلّم... کلام اس میں نهیں بلکه صرف اس امر میں هے که کلیةً ان پر اعتماد کرنا کهاں تك درست هے ، بهر حال تهے تو انسان هی... پهر آپ کیسے که سکتے هیں که جس کو وه صحیح قرار دیتے هیں وه حقیقت میں بهی صحیح هے؟... مزید برآں ظن غالب انْ کو جس بنا پر حاصل هوتا تها وه بلحاظ روایت تها نه که بلحاظ درایت- ان کا نقطه نظر زیاده تر أخباری هوتا تها، فقه ان کا اصل موضوع نه تها... یه ماننا پڑیگا که احادیث کے متعلق جو کچهـ بهی تحقیقات انهوں نے کی هے اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود هیں، ایك بلحاظ اسناد اور دوسرے بلحاظ تفقه-

'মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের খিদমত সর্বজন গৃহীত। ... এতে কোন কথা নেই। কথা কেবল এ বিষয়ে যে, পুরাপুরিভাবে তাঁদের উপরে ভরসা করা কতটুকু সঠিক হবে। হাযার হৌক তাঁরা তো ছিলেন মানুষই। ... অতএব কিভাবে আপনি একথা বলতে পারেন যে, তাঁরা যে হাদীছকে 'ছহীহ' সাব্যস্ত করেছেন, আসলেই সেটা ছহীহ। ... অধিকন্তু যার কারণে তাদের মধ্যে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটি হ'ল রেওয়ায়াতের (বর্ণনার) দৃষ্টিকোণ, দিরায়াতের (যুক্তি গ্রাহ্যতার) দৃষ্টিকোণ নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশীর বেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, ফিক্বহ বা তাৎপর্য অনুধাবন তাদের বিষয়বস্তু ছিল না। ... অতএব একথা মানতেই হবে যে, হাদীছ সমূহে যেসব গবেষণা তাঁরা করেছেন, তাতে দু'টি দিকে তাঁদের দুর্বলতা ছিল। ১- সনদের দিক দিয়ে ২- ফিক্বহের দিক দিয়ে'।[৮]

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কত সুন্দরভাবে তিনি ফিক্বহকে হাদীছের উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন। অথচ কে না জানে যে, হাদীছের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মুজতাহিদ ফক্বীহগণের মধ্যে সকল যুগে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু হাদীছের ভাষায় কোন পরিবর্তন হয়নি হবেও না ইনশাআল্লাহ। অতএব হাদীছের বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাই করাই হ'ল মুখ্য। আর বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য বর্ণনাকারীকে যাচাই করা সর্বাধিক প্রয়োজন। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ তাই সনদ যাচাইয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আর একারণেই তাবেঈ বিদ্বান ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেছেন,

الإسناد عندى من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء 'আমার নিকটে সনদ হ'ল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ যাচাই না হ'ত, তাহ'লে যে যা খুশী তাই বলত' (*মুক্বাদ্দামা মুসলিম*)। মুহাদ্দিছগণ সনদ যাচাইয়ের সাথে সাথে হাদীছের 'দিরায়াত' বা যুক্তিগ্রাহ্যতা সুক্ষ্মভাবে যাচাই করেছেন। উছূলে হাদীছের ছাত্রগণ তা ভালভাবেই জানেন। অতএব মাওলানার উপরোক্ত মন্তব্য হাদীছ বিরোধীদের উত্থাপিত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগেরই অনুরূপ। যদিও মাওলানা হাদীছ অস্বীকারকারী ছিলেন না।

তিনি বলেন, 'উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা বুঝা গেছে যে, হাদীছকে পুরাপুরি প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিগণ যেমন ভুলের উপরে আছে, তেমনি ঐ ব্যক্তিগণও ভুল থেকে নিরাপদ নয়, যারা হাদীছের কেবল রেওয়ায়াতের উপরে ভরসা করে থাকেন। সঠিক রাস্তা ঐ দু'টির মাঝখানে রয়েছে। আর সেটি হ'ল ঐ রাস্তা, যা মুজতাহিদগণ অবলম্বন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর ফিক্বহে আপনি এমন বহু মাসআলা দেখবেন, যা মুরসাল, মু'যাল ও মুনক্বাত্বা' (ইত্যাদি 'যঈফ') হাদীছ সমূহের উপরে ভিত্তিশীল। অথবা যেখানে শক্তিশালী সনদের হাদীছ বাদ দিয়ে দুর্বল সনদের

৭. জামায়াতের আমীর ও সহ-সেক্রেটারীর বক্তব্য দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইনকিলাব ১১.১০.০২ ও ২২.৬.০৩ ইং।

৮. তাফহীমাত (দিল্লী ছাপাঃ ১৯৭৯) ১/৩৫৬ পৃঃ।

হাদীছ গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা যেখানে হাদীছ কিছু বলছে, ইমাম আবু হানীফা কিংবা তাঁর শিষ্যগণ কিছু বলছেন। ইমাম মালেকের অবস্থাও অনুরূপ'।[৯]

একটু পরে গিয়ে মাওলানা হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের দ্বিতীয় মানদণ্ড (دوسری کسوٹی) নির্ধারণ করেছেন ফক্বীহদের নিজস্ব রুচিকে (خاص ذوق)। যার মাধ্যমে তাঁরা হাদীছ পরখ করেন এবং তাতে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করলে হাদীছটি গ্রহণ করেন। যদিও মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য হয়'।[১০] কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তিগত রুচিই যদি ছহীহ-যঈফ বাছাইয়ের ও হাদীছ কবুল করা বা না করার মানদণ্ড হয়, তাহ'লে একথার অর্থ কি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যঈফ হাদীছকে রায়-এর উপরে অগ্রাধিকার দিতেন? ছাহাবা, তাবেঈন, ও উম্মতের সেরা বিদ্বানমণ্ডলী ছহীহ হাদীছ পাওয়ার সাথে সাথে ইতিপূর্বেকার আমল ছেড়ে দিয়ে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়েছেন কেন? এবং কেনই বা তাঁদের 'রায়' পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হওয়ার জন্য অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন?

বস্তুতঃ মাওলানার উক্ত বক্তব্য একেবারেই কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, إياكم والقول فى دين الله بالرأى و عليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل– 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে 'রায়' অনুযায়ী কোন কথা বলো না। তোমাদের কর্তব্য হ'ল সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হবে'।[১১] আর ইমাম মালেক-এর বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলা রীতিমত তোহমত বৈকি! এইসব মহামতি ইমামগণ কখনোই জেনেশুনে হাদীছের বিরুদ্ধে নিজেদের 'রায়'-কে অগ্রাধিকার দেননি। বরং এ বিষয়ে তাঁদের সকলের বক্তব্য প্রায় একইরূপ ছিল যে, ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব।[১২]

মাওলানার উক্ত প্রবন্ধ মাসিক 'তারজুমানুল কুরআন' মে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হ'লে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে প্রমাণ চেয়ে পত্র লিখলে তিনি জবাবে লিখেন যে, اس وقت میرے پیش نظر مطلوبہ نظیر نہیں ہے اور ویسے بھی نظیریں پیش کرنے سے بحث کا سلسلہ دراز ہوتا ہے 'এ মুহূর্তে আমার সম্মুখে অনুরূপ কোন প্রমাণ নেই। তবে এসব প্রমাণ পেশ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে যায়'।[১৩]

মাওলানা তাঁর আলোচনায় ছহীহ হাদীছের উপরে মুজতাহিদগণের রায় ও তাঁদের ব্যক্তিগত রুচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকেই সঠিক পথ বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চিরন্তন নীতি হ'ল এই যে, إذا ورد الأثر بطل النظر 'যখনই হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই যুক্তি বাতিল হবে'। তাছাড়া ফক্বীহগণের পরস্পরের মতভেদে ফিক্বহের কিতাব সমূহ ভরপুর। এমনকি ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর হিসাব মতে খোদ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সমস্ত ফৎওয়ার দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)। যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নিজের ব্যাপারে তার প্রধান শিষ্যকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, لا ترو عنى شيئا فإنى والله لا أدرى مخطئ أنا ام مصيب 'তুমি আমার পক্ষ থেকে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। কেননা আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা আমি নিজ সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক' সেক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী কিভাবে বলতে পারেন যে, মুজতাহিদগণের রায় ও তাঁদের ব্যক্তিগত রুচিই হ'ল নিশ্চিত জ্ঞানলাভের সঠিক উপায়। তিনি কি তাহ'লে মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট পথ থেকে বের করে ইসলামী চিন্তাবিদগণের পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার জালে আবদ্ধ করতে চান? এটা নিঃসন্দেহে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথ হ'তে বিচ্যুতি। যে পথে ভ্রান্তি আছে, হক নেই। অশান্তি আছে, প্রশান্তি নেই।

এদিকে ইঙ্গিত করেই খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১৮৪৮-১৮৮৬) হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের 'হেদায়া' ও 'আল-ওয়াজীয' প্রভৃতি বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থগুলির অমার্জনীয় হাদীছ বিরোধিতা সম্পর্কে বলেন যে, এগুলি (مملؤ من الأحاديث الموضوعة، لاسيما الفتاوى) 'মওযূ' বা জাল হাদীছ দ্বারা পরিপূর্ণ. বিশেষ করে ফাৎওয়া সমূহের ক্ষেত্রে'।[১৪] উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীছের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন *(হিজর ৯, ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً 'আমি তোমাদের নিকটে এসেছি একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে'।[১৫] যার রাত্রি হ'ল দিবসের ন্যায় আলোকিত। এই আলোকিত দ্বীনকে সন্দেহবাদের অন্ধকারে ঢেকে দেবার অপপ্রয়াস থেকে প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে।

দুর্ভাগ্য এই যে, যুক্তিবাদের ধাঁধানো চোখে আমরা অনেক সময় অন্ধকার দেখি। ফলে সহজ চিন্তার স্নিগ্ধ আলোকে

---

৯. তাফহীমাত ১/৩৬০ পৃঃ।
১০. ঐ, ১/৩৬১।
১১. শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী ছাপাঃ ১২৮৫ হিঃ) ১/৬৩ পৃঃ।
১২. মীযান ১/৬০।
১৩. তাফহীমাত ১/৩৬৬।
১৪. মুক্বাদ্দামা নাফে' কবীর পৃঃ ১৩।
১৫. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ'।

আমরা অহি-র বিধানের প্রকাশ্য রাস্তা খুঁজে পেতে অনেক সময় ব্যর্থ হই। যে জন্য মাওলানা মওদূদীর ন্যায় ইসলামের একজন সিপাহসালারের অতি যুক্তিবাদী চক্ষু এমনকি বুখারী শরীফের হাদীছ সমূহের বিশুদ্ধতাও খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہونچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے، مثلاً بخاری، جسکے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنیوالا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو چھ سات ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے – 'কোন শরীফ লোক এ কথা বলতে পারে না যে, হাদীছের যে সমষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার সবটা অকাট্যভাবেই ছহীহ। যাকে আল্লাহর কেতাবের পরে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধতম কেতাব বলা হয়, হাদীছের অতি বড় ভক্তও এ কথা বলতে পারে না যে, এর মধ্যে যে ছয়-সাত হাযার হাদীছ সংকলিত আছে, তার সবটাই ছহীহ'।[১৬] অথচ এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'ছহীহায়েন অর্থাৎ ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু'য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মারফূ' যত হাদীছ রয়েছে, সবই অকাট্যভাবে ছহীহ। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে সে বিদ'আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীকার অনুসারী'।[১৭]

অথচ হাদীছের সনদ এবং বর্ণনাগত ও তাৎপর্যগত বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ব্যাপারে ও ফিক্বহ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) -এর কঠোর শর্তাবলী ও তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধ। হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'যার হাতে ওমরের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর রূহ কবয করেননি এবং 'অহি' উঠিয়ে নেননি, যতক্ষণ না তঁর উম্মত সকল প্রকার 'রায়' তথা যুক্তিবাদ হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছে'।[১৮] অতএব মুজতাহিদগণের 'রায়' নয়, বরং মুহাদ্দিছীনের গৃহীত ছহীহ হাদীছই হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড।

'যান্নী'-এর ব্যাখ্যাঃ

খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ ও তাদের অনুসারী মুসলিম পণ্ডিতগণ হাদীছ শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ না করার ফলে 'যান্ন' (ظن) -এর ব্যাখ্যায় দারুণভাবে ভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাঁরা 'যান্ন' -এর আভিধানিক অর্থ ধারণা বা কল্পনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী তাঁরা হাদীছকে 'যান্নী' বা 'ধারণা নির্ভর' হিসাবে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। অথচ আসল অর্থ তা নয়।

উর্দূতে 'যান্ন' কল্পনা বা ধারণা অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও আরবীতে বিনা কারণে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যেমন রাগেব ইসফাহানী বলেন, الظن اسم لما يحصل عن أمارة، متى قويت ادت إلى العلم و متى ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم 'যে জ্ঞান নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে 'যান্ন' বলা হয়। নিদর্শন ও প্রমাণাদি যখন শক্তিশালী হয়, তখন তা ইল্ম বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে উপনীত হয়। আর যখন নিদর্শন ও প্রমাণাদি খুবই দুর্বল হয়, তখন তা ধারণার সীমা অতিক্রম করে না' *(মুফরাদাত)*। কুরআনে উপরোক্ত দুই অর্থেই 'যান্ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঈমানদারগণের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাত লাভ করবে এবং তারা তাঁরই নিকটে ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ৪৬)*।

অন্যত্র যেমন জিনেরা বলেছিল, وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا– 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমরা কখনোই পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়ে গিয়েও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না' *(জিন্ন ১২)*।

এর বিপরীতে ধারণা অর্থেও কুরআনে এসেছে। যেমন إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ 'অধিকাংশ লোক ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ১১৬)*। وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا– '(ফেরেশতা) বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' *(নাজম ২৮)*। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ হাদীছকে যে 'যান্নী' বলেছেন, তার অর্থ হ'ল প্রথমোক্ত 'যান্ন'। তার অর্থ কখনোই নিছক ধারণা বা কল্পনা নয়।

ইসলামী শরী'আতে প্রথমোক্ত 'যান্ন' -এর গুরুত্ব অপরিসীম। চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অপরাধের বিচার ও শাস্তি বিধানের জন্য আদালতের বিচারক বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম তদন্তের পর আসামীর ব্যাপারে ধারণা নিশ্চিত হবার পরেই তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়।

১৬. *যাওয়াবে' পৃঃ ১৪৫, গৃহীতঃ আল-ই'তিছাম লাহোর, ২৭ মে ও ৩ জুন ১৯৫৫।*
১৭. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১০৬ পৃঃ মিসরী ছাপা ১৩২৩ হিঃ।*
১৮. *মীযান ১/৬২।*

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সর্বযুগের তাবৎ বিচার ব্যবস্থাই নির্ভর করছে ধারণার উপরে। ধারণার ভিত্তিতেই মানুষের জেল-ফাঁস হচ্ছে। ইসলাম উক্ত রূপ নিশ্চিত ও প্রমাণসিদ্ধ ধারণাকে শুধু সমর্থনই দেয়নি, বরং গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন মৃত্যুকালীন অছিয়তকালে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখার কথা কুরআনে নির্দেশ দান করার পরে বলা হচ্ছে, 'যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে ছালাতের পরে থাকতে বলবে। তারপর উভয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করবে যে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনরূপ স্বার্থ হাছিল করব না, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয় এবং তারা বলবে যে, আমরা আল্লাহ্র (নামের) সাক্ষ্য গোপন করব না, (যদি করি, তাহ'লে) সে অবস্থায় আমরা গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব'। 'অতঃপর যদি জানা যায় যে, উক্ত দু'জন সাক্ষী কোন পাপে লিপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে), তাহ'লে অন্য দু'জন তাদের স্থলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দু'জনে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে যে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই ঐ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা সত্য এবং আমরা সীমা লংঘনকারী নই। তাহ'লে সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিতভাবে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব' *(মায়েদাহ ১০৬-১০৭)*।

উক্ত আয়াতে সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সাক্ষ্য 'যান্নী' বা ধারণা নির্ভর প্রমাণিত হয়েছে। তথাপি পুনরায় সঠিক সাক্ষ্যের মাধ্যমেই বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বিবাহের সাক্ষী, চুরির সাক্ষী, ব্যভিচারের সাক্ষী, হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করতে বলা হয়েছে। যদিও সাক্ষ্যের মধ্যে সত্য-মিথ্যার আশংকা বিদ্যমান থাকে। বিচারক চূড়ান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিশ্চিত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করবেন, এটাই সর্বদা কাম্য থাকে এবং বাদী-বিবাদী সকলেই উক্ত রায় মেনে নেন ও সেমতে ফাঁসির দড়ির নীচে আসামী নিজের গলা বাড়িয়ে দেন। একইভাবে চিকিৎসক তাঁর সর্বোচ্চ ধারণার ভিত্তিতেই রোগ নির্ধারণ করেন ও ঔষধ নির্বাচন করেন বা রোগীর অস্ত্রোপচার করেন। রোগী নির্বিবাদে তা মেনে নেন এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও বণ্ড লিখে দিয়ে ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের টেবিলে নিজেকে সমর্পণ করেন।

হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ চিকিৎসক ও বিচারকের ন্যায় চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কেবল বর্ণনাকারীকে নয় বরং সনদ, মতন ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যাচাই করেই তারা হাদীছটি সত্য সত্যই রাসূলের কি-না সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা লাভে সচেষ্ট হন। যেসব হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চিত হন, সেগুলি 'ছহীহ' বলে সাব্যস্ত হয় এবং যেগুলিতে নিশ্চিত হ'তে পারেন না, সেগুলি 'যঈফ' সাব্যস্ত হয়। বর্ণনাকারীর সংখ্যা সর্বস্তরে অগণিত হলে এবং তাতে মিথ্যার কোন অবকাশ না থাকলে এবং সেগুলি সর্বযুগে কবুলযোগ্য হ'লে সেগুলিকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী একজন বা একাধিক হ'লে তাকে 'আহাদ' বলা হয়।

ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন,

القسم الثانى من الأخبار ما نقله الواحد من الواحد فهذا اذا اتصل برواية العدول الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وجب العمل به و وجب العلم بصحته ايضًا -

'যদি একজন সত্যনিষ্ঠ রাবী আরেকজন সত্যনিষ্ঠ রাবী থেকে বর্ণনা করেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সনদ বা বর্ণনাসূত্র পাওয়া যায়, তবে তার উপরে আমল ওয়াজিব হবে এবং তাকে বিশুদ্ধ জানাও ওয়াজিব হবে'। তিনি বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে এবং ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, দাঊদ প্রমুখ বিদ্বানগণ থেকেও একই কথা প্রমাণিত হয়েছে'।

তিনি বলেন, পরবর্তী যুগের কিছু লোক 'খবরে ওয়াহেদ' সম্পর্কে সন্দেহবাদ আরোপ করতে চেয়েছেন। অথচ তারা বলে থাকেন যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, যা সূরায়ে মায়েদাহ ৩ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহ নিজেই কুরআন ও হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, যা সূরা হিজর ৯ ও ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯ আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে আধুনিক চিন্তাবিদগণের ধারণা মতে উক্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে যদি সন্দেহ সৃষ্টি করা হয় এবং তাতে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যায় ও তা পার্থক্য করার সুযোগ না থাকে, তাহ'লে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ দ্বীন কিভাবে হবে? বরং উক্ত সন্দেহবাদ আরোপের মাধ্যমে দ্বীনের সুদৃঢ় ইমারতকে ধ্বংস করা হবে। অতএব এটাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সত্য কথা যে, ন্যায়নিষ্ঠ রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীছ অকাট্ট ও বিশুদ্ধ এবং তার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস ও আমল দু'টিই ওয়াজিব'।[১৯]

মওলানা মওদূদী 'মুতাওয়াতির' হাদীছগুলিকে 'ইয়াক্বীনী' বা নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। কিন্তু 'আহাদ' হাদীছগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য বলেননি। এখানে গিয়ে তিনি মুজতাহিদগণের রায় ও তাদের রুচিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অথচ অল্প সংখ্যক 'মুতওয়াতির' হাদীছ ব্যতীত ইসলামী শরী'আতের বিশাল ভাণ্ডারের প্রায় সবটুকুই নির্ভর করে 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছ সমূহের উপরে। ফলে 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ সমূহকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করা অর্থ পূরা ইসলামী শরী'আতকে অবিশ্বাস করা। জানিনা সুন্নাহকে বাদ দিয়ে এঁরা দেশে কিসের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন!

মূলতঃ 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছ সমূহে যদি সত্যতা ও নিশ্চয়তার প্রমাণাদি মওজূদ থাকে, বিদ্বানগণ তা কবুল

১৯. *ইসমাঈল সালাফী, হুজ্জিয়াতে হাদীছ' (লাহোর ১৯৮১) পৃঃ ১১৬-১১৭, গৃহীতঃ আল-ইহকাম ১/১০৮, ১১৪, ১২৩, ১২৪।*

করে থাকেন এবং খোদ সংকলক যদি হাদীছের বিশুদ্ধতার অপরিহার্যতাকে নিজের জন্য শর্ত করে থাকেন, তবে ঐ হাদীছ নিঃসন্দেহে কবুলযোগ্য। চাই সেটা আক্বীদা বিষয়ে হৌক বা আহকাম বিষয়ে হৌক। যেমন বুখারী-মুসলিম সংকলিত ও হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বর্ণিত বিখ্যাত হাদীছ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল'। হাদীছটির একমাত্র রাবী ওমর (রাঃ) এবং এটি 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ। হাদীছটি উম্মতের সকল বিদ্বান কবুল করে নিয়েছেন এবং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংকলক মুহাদ্দিছগণ নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ছাদাক্বাতুল ফিৎর ফরয হওয়ার হাদীছ, ফরয গোসলের হাদীছ প্রভৃতি খবরে ওয়াহেদের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, মূলতঃ ১ম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহ, খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া সকলে খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কবুল করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে মু'তাযিলা দার্শনিকগণ ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করে এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ও বিতর্কে লিপ্ত হন'।[২০]

পরবর্তীকালে এদের কুটতর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন বহু বিদ্বান এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করেছেন প্রাচ্যবিদ খৃষ্টান পণ্ডিতগণ। আবার তাদেরই যুক্তিবাদের ধূম্রজালে আটকা পড়েছেন বহু আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ।

নিম্নে আল্লামা ইসমাঈল গুজরানওয়ালা প্রদত্ত যুগে যুগে হাদীছ অস্বীকারকারীদের তালিকাটি বিধৃত হ'লঃ

১. খারেজীঃ এরা প্রধানতঃ রাসূল পরিবারের মর্যাদায় বর্ণিত হাদীছগুলিকে অস্বীকার করেছে।

২. শী'আঃ এরা ছাহাবীগণের মর্যাদায় বর্ণিত হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করেছে।

৩. মু'তাযিলা ও জাহ্মিয়াঃ এরা আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করেছে।

৪. ক্বাযী ঈসা ইবনে আবান ও তার অনুসারীগণ এবং পরবর্তী ফক্বীহদের মধ্যে ক্বাযী আবু যায়েদ দাবূসী প্রমুখ তাদের দৃষ্টিতে গায়ের ফক্বীহ ছাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছকে তারা অস্বীকার করেছেন। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে এদের আর্বিভাব ঘটে।

৫. মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের সাথে ফক্বীহদের একটি ছোট দল। ৫ম শতাব্দী হিজরীতে এরা উছূল ও ফুরূ' তথা মূল ও প্রশাখাগত সকল বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ জাতীয় হাদীছ সমূহের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

৬. পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভীত ও হীনমন্য ইসলামী পণ্ডিতগণ। যেমন মৌলবী চেরাগ আলী, স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও তাদের অনুসারী বৃন্দ। ১৪৩শ শতাব্দী হিজরীর কাছাকাছি সময়ে এদের আবির্ভাব ঘটে। এরা হাদীছ শাস্ত্রে আনকোরা। তাদের চাহিদামত তারা কিছু গ্রহণ করেছেন ও কিছু বর্জন করেছেন।

৭. মৌলবী আব্দুল্লাহ চকড়ালবী, মিস্ত্রী মুহাম্মাদ রামাযান গুজরানওয়ালা, মৌলবী হাশমত আলী লাহেরী, মৌলবী রফীউদ্দীন মুলতানী। ১৪শ শতাব্দী হিজরীর এই সকল বিদ্বান হাদীছ সমূহকে পুরাপুরি অস্বীকার করেছেন।

৮. মৌলবী আহমাদ দ্বীন অমৃতসরী, গোলাম আহমাদ পারভেয। এরা স্যার সৈয়দ আহমাদের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু মূর্খ ও অসভ্য। ১৪শ শতাব্দীর এই ব্যক্তিগণের নিকটে কুরআন, হাদীছ ও পুরা দ্বীনটাই একটা খেলা মাত্র। বরং বেশীর বেশী এটাকে একটা রাজনৈতিক দর্শন মনে করা যেতে পারে। যাকে যখন-তখন বদলানোর অধিকার আমাদের আছে। তবে মৌলবী আহমাদ দ্বীন কোন কোন 'মুতাওয়াতির' আমলকে এগুলি থেকে পৃথক মনে করতেন।

৯. মাওলানা শিবলী নো'মানী (১৮৫৭-১৯১৪), হামীদুদ্দীন ফারাহী, আবুল আ'লা মওদূদী, আমীন আহসান ইছলাহী এবং নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ-এর বিদ্বানমণ্ডলী। তবে সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) ব্যতীত।

শেষোক্তগণ হাদীছের অস্বীকারকারী নন। তবে তাঁদের চিন্তাধারায় হাদীছের প্রতি গুরুত্বহীনতা প্রকাশ পায় এবং তাঁদের আলোচনায় হাদীছ অস্বীকারের জন্য রাস্তা খুলে যায়।[২১]

২. মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (১৮৯৮-১৯৮২ খৃঃ)ঃ

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (১৩০৩-১৩৬৩/১৮৮৫-১৯৪৪) -এর নির্দেশক্রমে অন্যতম নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী সাহারানপুরী 'তাবলীগী নেছাব' প্রণয়ন করেন। যাতে হেকায়াতে ছাহাবা এবং ফাযায়েলে নামায, তাবলীগ, যিকর, কুরআন, রামাযান, দরূদ, ছাদাক্বাত ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

তাবলীগী নেছাবঃ

আহলেহাদীছের নিকটে 'ছহীহায়েন'-এর যে মর্যাদা, তাবলীগীদের নিকটে 'তাবলীগী নেছাব' ও 'হেকায়াতে ছাহাবা'র সেই মর্যাদা। তাবলীগী নেছাবের লেখক 'শায়খুল হাদীছ' নামে খ্যাত। অথচ হাদীছের সাথে মিষ্টিমুখে যে দুশমনী তিনি করেছেন, তা অন্য কারু পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি-না সন্দেহ। কুরআনের আয়াত ও হাদীছের অপব্যাখ্যার সাথে সাথে তিনি যেসব উদ্ভট ও কাল্পনিক মা'রেফতী গল্পসমূহ জুড়ে দিয়েছেন, তা একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যথেষ্ট। দুর্ভাগ্য যে, এই কেতাবটি বিভিন্ন মসজিদে জামা'আত শেষে ইমাম অথবা তাবলীগের লোকেরা মুছল্লীদেরকে অতি বিনয় ও নম্রতার

২০. হজ্জিয়াতে হাদীছ' পৃঃ ১১২, গৃহীতঃ আল-ইহকাম ১/১১৪।

২১. হজ্জিয়াতে হাদীছ পৃঃ ১১৩-১১৪।

সাথে পড়ে শুনিয়ে থাকেন ও শেষে দলবদ্ধভাবে প্রার্থনা করে থাকেন।

এগুলি পড়লে আল্লাহভক্তির স্থান দখল করে নেয় তথাকথিত মুরব্বী ও বুযর্গ ভক্তি। কুরআন-হাদীছের সুউচ্চ মর্যাদার স্থান দখন করে নেয় বিভিন্ন তরীকার ছূফী ও তাদের কাশ্‌ফ ও কারামতের মিথ্যা ও অলীক কাহিনী সমূহ। মুছল্লীর মাথার মধ্যে তখন ঐসব ভিত্তিহীন কল্পকথা ঘুরপাক খেতে থাকে। আর ভাবে কখন চিল্লায় গিয়ে ঐ ছূফী বুযর্গের ন্যায় উচ্চমর্যাদা লাভে ধন্য হব। আশ্চর্যের বিষয় দারুল উলূম দেউবন্দের মসজিদেও নাকি এ কিতাবটি পড়ে মুছল্লীদের শুনানো হয় এবং এ যাবত তারা এই বইটির প্রতিবাদে কোন বই প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় নি। উপমহাদেশের বিশাল হানাফী জামা'আতের হাযার হাযার হানাফী আলেম এ বইটিকে কিভাবে নীরবে সমর্থন দিয়ে চলেছেন ভেবে আশ্চর্য হই। যে ইসরাঈলে ইসলামী বইপত্র নিষিদ্ধ, সেখানেও এ কিতাবের রয়েছে অটুট প্রবেশাধিকার এবং এ কিতাবের প্রচারক তাবলীগী ভাইদের রয়েছে সেদেশে নির্বিঘ্নে পদচারণার ঢালাও অনুমতি। একইভাবে অনুমতি রয়েছে সেখানে কাদিয়ানীদের ব্যাপক প্রবেশাধিকার। দু'টি আন্দোলনেরই মূল কেন্দ্র ভারত উপমহাদেশ এবং দু'টিরই জন্ম বৃটিশ আমলে। কাদিয়ানীরা ধর্মদ্রোহী কাফের। কিন্তু তারা ইসলামের নামেই দেশে ও বিদেশে বিকৃত ইসলামের প্রচার করে থাকে। পক্ষান্তরে তাবলীগীরা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই ইসলামের বিকৃত রূপ দেশ-বিদেশে প্রচার করে। আখেরাতে মুক্তির সন্ধানী হুঁশিয়ার মুমিনগণ সাবধানে পা ফেলবেন, এটাই কাম্য।

তাবলীগী নেছাবের অন্য বিষয় বাদ দিয়ে কেবল তাদের হাদীছ প্রচারের কয়েকটি নমুনা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হ'লঃ

১. ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম (আঃ) অপরাধ করার পর আল্লাহ্‌র আরশের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানে লেখা আছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। তখন তিনি মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর আল্লাহ আদমকে বলেন, যদি উনি না হ'তেন, আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'। অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ উক্ত মর্মে প্রচলিত আছে, *'লাওলা-কা লামা খালাক্বতুল আফলা-কা'*।[২২] হাদীছটি মওযূ বা জাল।

২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা আবু বকর (রাঃ) স্বীয় চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুতে দুঃখিত বদনে রাসূলের দরবারে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তুমি তাকে মৃত্যুকালে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র তালক্বীন করিয়েছিলে? বললেন, হাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, জীবিতদের জন্য এর ফযীলত কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি তাদের পাপরাশিকে ধ্বসিয়ে দেয়, এটি তাদের পাপরাশিকে ধ্বসিয়ে দেয়'।[২৩] হাদীছটি জাল।

৩. ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে'। অন্য বর্ণনায় 'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পরে আমাকে যিয়ারত করবে, সে ব্যক্তি যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করল'। অন্য বর্ণনায় 'যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অথচ আমার কবর যিয়ারত করল না, সে আমার উপর যুলম করল'।[২৪] হাদীছগুলি মওযূ বা জাল।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ছালাত ক্বাযা করবে, যদিও সে তা পরে আদায় করে তথাপি সময় মত ছালাত আদায় না করার কারণে ঐ ব্যক্তি এক হোকবা জাহান্নামে থাকবে। এক 'হোকবা' হ'ল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর।[২৫] পাঠক স্মরণ রাখুন, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) -এর পর পর কয়েক ওয়াক্ত ছালাত এবং খায়বার যুদ্ধে ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও ছালাত ক্বাযা করার বহু প্রমাণ দেখা যায়। তাহ'লে তাঁদের অবস্থা কি হবে?

৫. (ক) জিহাদের গুরুত্ব হালকা করে তিনি বিনা সনদে বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) নাজদে সৈন্য পাঠান। তারা দ্রুত যুদ্ধ জয় করে গণীমতের মালামাল সহ ফিরে আসেন। এত দ্রুত ফিরে আসায় লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও কম সময়ে এর চাইতেও বেশী গণীমত লাভকারী দল সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তারা হ'ল ঐসব লোক, যারা ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে। অতঃপর সূর্যোদয়ের পরে দু'রাক'আত ইশরাক্বের ছালাত আদায় করে'।[২৬] তিনি ইশরাক্বের দু'রাক'আত ছালাতকে জিহাদের বিজয়ের চাইতেও উত্তম গণ্য করেছেন।

(খ) অনুরূপভাবে শহীদের মর্যাদাহানি করতে গিয়ে তিনি সনদ বিহীনভাবে লেখেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একটি গোত্রের দু'জন ছাহাবীর মধ্যে একজন জিহাদে শহীদ হয়ে গেলেন। অন্যজন তার একবছর পরে মারা গেলেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একবছর পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণকারী ছাহাবী জিহাদে যোগদানকারী শহীদ ছাহাবীর আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। এতে বিস্মিত হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তার নেকী কত বেশী হয়েছে তা কি তুমি দেখ না? এক রামাযানের পুরা ছিয়াম এবং এক বছরের ছয় হাযার রাক'আত ছালাতের নেকী তার বৃদ্ধি পেয়েছে'।[২৭]

---

২২. *মওযূ'আতে কবীর; ফাযায়েলে যিকর (মূল উর্দূ) পৃঃ ৯৫।*

২৩. *ফাযায়েলে যিকর (উর্দূ) পৃঃ ১০১।*

২৪. *ফাযায়েলে হজ্জ (উর্দূ) ৯৬, ৯৭, ৯৮ পৃঃ।*

২৫. *আব্দুর রহমান ওমরী, তাবলীগী জামা'আত পৃঃ৮২।*

২৬. *ফাযায়েলে নামায, পৃঃ ২০।*

২৭. *ফাযায়েলে নামায ১/১৫ পৃঃ।*

(গ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর এরশাদ এই যে, তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বলতার কারণে রাত জেগে ইবাদত করতে, কৃপণতার কারণে আল্লাহ্র রাস্তায় মাল খরচ করতে এবং ভীরুতার কারণে জিহাদে শরীক হ'তে না পারবে, তাদের উচিত হ'ল বেশী বেশী যিকর করা'। উক্ত সনদ বিহীন হাদীছ উল্লেখ করার পরে তিনি মন্তব্য লিখেন এই মর্মে যে, নফল ইবাদত সমূহের যাবতীয় ত্রুটি আল্লাহ্র অধিক অধিক যিকরের মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যায়।[২৮] এখানে তিনি জিহাদকেও নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(ঘ) 'ত্বাঊস বলেন, বায়তুল্লাহ দর্শন করা উত্তম হ'ল ঐ ব্যক্তির ইবাদতের চাইতে যিনি ছিয়াম পালনকারী, রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী'।[২৯] এখানে বায়তুল্লাহ দর্শনকেই তিনি জিহাদের চাইতে উত্তম বলতে চেয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত তাদের মধ্যে এই মওযূ হাদীছটি খুবই প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر। 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম'। এর দ্বারা তারা তাদের হালক্বায়ে যিকরের মজলিসগুলিকে 'বড় জিহাদ' এবং সশস্ত্র জিহাদের ময়দানকে 'ছোট জিহাদ' হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন।[৩০]

তাবলীগীদের উদ্ভট কাহিনী সমূহের কিছু নমুনাঃ

১. ছূফী সাইয়িদ আহমাদ রিফাঈ হজ্জের পরে রাসূলের কবর যিয়ারত করেন ৫৫৫ হিজরীতে এবং সেখানে গিয়ে রাসূলের প্রশংসায় দু'লাইন কবিতা পাঠ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তাঁর দু'হাত বের করে দিলেন ও রিফাঈ তাতে চুমু খেলেন'। লেখক শায়খুল হাদীছ (?) মাওলানা যাকারিয়া এক ধাপ বাড়িয়ে বলেন যে, ঐ সময় সেখানে প্রায় ৯০,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন, যারা উক্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। যাদের মধ্যে ('বড় পীর') আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ) উপস্থিত ছিলেন'।[৩১]

২. মাওলানা যাকারিয়া নিজের 'দালায়েলুল খায়রাত' বইটি লেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি একদা সফর অবস্থায় ওযূর পানির সংকটে পড়েন। দড়ি না থাকার কারণে তিনি কূয়া থেকে পানি উঠাতে পারছিলেন না। একটি মেয়ে এ দৃশ্য দেখে কূয়ার নিকটে এসে তাতে থুথু নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে কূয়ার পানি কিনারা পর্যন্ত উঠে এলো। লেখক বিস্মিত হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, এটি দরূদ শরীফের বরকত। এ ঘটনার পর আমি উক্ত বইটি লিখি'।[৩২]

২৮. *ফাযায়েলে যিকর ১/৩৬ পৃঃ।*
২৯. *ফাযায়েলে হজ্জ ২/৭৭ পৃঃ।*
৩০. *তাবলীগী জামা'আত পৃঃ ৮৪।*
৩১. *ফাযায়েলে হজ্জ (মূল উর্দূ, দিল্লী ছাপা, মদীনা বুক ডিপো, তারিখ বিহীন) ২/১৩০-১৩১ পৃঃ।*
৩২. *ফাযায়েলে দরূদ পৃঃ ৮৩।*

পাঠকগণ ভালভাবেই জানেন যে, হিজরতের পর পানির কষ্টে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম মদীনায় কিভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে ওছমান (রাঃ) একটি কূয়া খরিদ করে সেটি মুসলমানদের জন্য দান করে দেন। অথচ একটি সাধারণ বালিকার থুথু নিক্ষেপে কূয়া ভরে গেল। গল্প আর কাকে বলে!!

৩. শায়খ আবুল খায়ের আক্বত্বা' বলেন, আমি পাঁচদিন যাবত কিছু খেতে না পেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ অন্তে তাঁর মেহমান হিসাবে তাঁর কবরের নিকটে ঘুমিয়ে গেলাম। এমতাবস্থায় স্বপ্নে আমার নিকটে রাসূল (ছাঃ) তাঁর তিন সাথী আবুবকর, ওমর ও আলী (রাঃ)-কে নিয়ে এলেন এবং আমাকে একটি রুটি দান করলেন। অর্ধেক রুটি খাওয়া শেষ না হ'তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন দেখি যে, বাকী অর্ধেক রুটি আমার হাতে ধরা আছে'।[৩৩]

তাবলীগী নেছাবের প্রতিটি পৃষ্ঠায় এ ধরনের ভিত্তিহীন গল্প সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। যা পাঠককে পথভ্রষ্ট করে মাত্র।

চিল্লা প্রথাঃ

প্রচলিত বিদ'আতী তবলীগকে শরী'আত সিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য তারা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বর্ণিত أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -এর অপব্যাখ্যা করে এটাকেই কুরআনী নির্দেশ বলতে চেয়েছে। শায়খ তাক্বিউদ্দীন হেলালী বলেন, 'এদের এই বিদ'আতী প্রথাটি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ধর্ম থেকে নেওয়া। যারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে তাদের ভগবানকে খুশী করতে চায়। এটাই হ'ল ভারতীয় মূর্তি পূজারীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। যেটাকে তাবলীগীরা ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে'।[৩৪]

হাদীছ পরিবর্তনে মাযহাবী আলেমগণঃ

(১) **শাফা'আতঃ** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَفَاعَتِىْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِىْ 'আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মতের কবীরাহ গোনাহগারদের জন্য'।[৩৫] মু'তাযিলা বিদ্বানগণের মতে কবীরা গোনাহগারগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা শাফা'আতের হকদার নয়। অতএব তারা এ হাদীছে 'কাবায়ের' অর্থ করেছে 'ছালাওয়াত' অর্থাৎ 'ছালাত সমূহের অধিকারীদের জন্যই আমার শাফা'আত হবে'। কেননা 'ছালাত' হ'ল সবচেয়ে বড় ইবাদত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ 'ছালাত নিশ্চয়ই বড় বিষয়, বিনত বান্দাগণের উপরে

৩৩. *ফাযায়েলে হজ্জ ১২৮ পৃঃ।*
৩৪. *যাওয়াবে' পৃঃ ২২২, ২২৩।*
৩৫. *আবুদাঊদ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮।*

ব্যতীত' *(বাক্বারাহ ৪৫)*।

(২) বিতরঃ ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এবং শেষ রাক'আত ব্যতীত বসতেন না' *(মুস্তাদরাকে হাকেম)*। কিন্তু জনৈক হিন্দুস্তানী হানাফী আলেম তাঁদের মুদ্রিত মুস্তাদরাকে নিজেদের মাযহাবের অনুকূলে সেখানে لاَ يَقْعُدُ পাল্টিয়ে لاَ يُسَلِّمُ করেছেন। অর্থাৎ তিনি শেষ রাক'আত ব্যতীত 'সালাম ফিরাতেন না'। কেননা হানাফীগণ তিন রাক'আত বিতরের দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করে থাকেন।

(৩) তারাবীহঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ্র কোন হাদীছ নেই। অতএব ওমর ফারূক (রাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণের জন্য আবুদাঊদে বর্ণিত عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لَيْلَةً -কে করা হয়েছে হিন্দুস্তানে মুদ্রিত আবুদাঊদ গ্রন্থে। অর্থাৎ 'বিশ রাত্রি'-কে 'বিশ রাক'আত' বানানো হয়েছে। হাদীছটি হ'লঃ হাসান বলেন যে, ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'বের ইমামতিতে তারাবীহ্র ছালাতে সবাইকে একত্রিত করেন এবং তিনি তাদেরকে ২০ রাত্রি ছালাত আদায় করান'...।[৩৬] উল্লেখ্য যে, আরব জগতের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ আলী ছাবূনী স্বীয় 'তারাবীহ' সংক্রান্ত বইয়ের ৫৬ পৃষ্ঠায় মুগনী ইবনু কুদামার বরাতে عشرين ركعة লিখেছেন। এর দ্বারা তিনি উদ্ধৃতিতে 'তাহরীফ' করেছেন। কেননা মুগনীতে عشرين ليلة রয়েছে। আহলেহাদীছগণের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ আলী ছাবূনীর বিদ্বেষ বিদ্বানগণের নিকটে বহুল পরিচিত। আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত তাঁর আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধী।[৩৭]

(৪) উছূলে ফিক্বহ বা 'ফিক্বহের মূলনীতি সমূহ' নামে উছূলুশ শাশী, নূরুল আনওয়ার প্রভৃতি যেসব গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে এবং যেগুলি উপমহাদেশের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য বই হিসাবে গৃহীত হয়েছে, সেগুলিতে নিজেদের রচিত মূলনীতি বিরোধী ছহীহ হাদীছ সমূহকে ন্যাক্কারজনকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন 'নূরুল আনওয়ার' গ্রন্থের 'খাছ' অধ্যায়ে বর্ণিত ছালাতে তা'দীলে আরকান ফরয হওয়ার বিষয়ে বুখারী ও মুসলিম-এর ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা সহ অন্যান্য উদাহরণ। এ কারণেই উছূলে ফিক্বহ-কে 'হাদীছ কাঁটা কাঁচি' বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এমনিভাবে অন্যান্য মাসআলার ব্যাপারেও হাদীছের মতন (Text) পরিবর্তন করা হয়েছে স্রেফ মাযহাবী গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে। এমনকি কুরআনের কোন কোন আয়াতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে দুঃসাহসিকভাবে। এছাড়াও রয়েছে হাদীছের একাংশ যা নিজ মাযহাবের অনুকূলে সেটুকু গ্রহণ করা ও বাকী অংশ যা স্বীয় মাযহাবের প্রতিকূলে তা বর্জন করার অসংখ্য প্রমাণ। এমনকি ছহীহ হাদীছের অর্থ নিজ মাযহাবের অনুকূলে বিকৃত করার নযীরের কোন অভাব নেই। অনুরূপভাবে স্বীয় ইমামের পক্ষে ও অন্য মাযহাবের ইমামের বিরুদ্ধে নোংরা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে হাদীছ বানানোর বহু প্রমাণ পেশ করা যাবে। বলা বাহুল্য, এগুলি হাদীছ অস্বীকার করার চাইতে কোন অংশে কম নয়। বরং তার চাইতে মারাত্মক। এছাড়াও রয়েছে যঈফ ও মওযূ হাদীছে ভরা, সাথে সাথে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যায় ভরপুর কিতাবসমূহ। অথচ সেগুলির প্রচলন জনসাধারণের মধ্যে খুবই বেশী। এ দেশের প্রেক্ষাপটে ইতিপূর্বে আলোচিত লেখকদের অধিকাংশ বই ছাড়াও ইমাম গাযযালীর 'এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও রয়েছে কম ইল্ম ধমীয় লেখকদের এবং মা'রেফতী ছূফীদের অসংখ্য ভ্রান্তিকর লেখনী, যা হর-হামেশা মানুষের ঈমান ও আমলকে ত্রুটিপূর্ণ করে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে উক্ত লেখনী সমূহ নাস্তিক্যবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী লেখকদের সহায়ক হিসাবে কাজ করছে। অতএব আমাদের চোখ-কান সর্বদা খোলা রাখতে হবে। নইলে চোরাবালিতে হারিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে। সম্ভবতঃ একারণেই খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেছেন, إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم 'নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইল্মটাই হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

পরিশেষে বলব, হাদীছ হ'ল ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় মূল স্তম্ভ। কুরআন ও হাদীছ উভয়েরই হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। অতএব, হাদীছের প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আমাদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাযত করুন-আমীন!

[শুকরিয়া সহ গ্রন্থপঞ্জীর নামঃ (১) ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ প্রণীত زوابع فى وجه السنة قديما و حديثا (২) ডঃ মুছত্বফা সাবাঈ প্রণীত السنة و مكانتها فى التشريع الإسلامى (৩) ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবু শাহবাহ প্রণীত دفاع عن السنة قديما و حديثا (৪) শায়খ আলবানী প্রণীত حجية الحديث بنفسه فى العقائد و الأحكام। (৫) শায়খ ইসমাঈল গুজরানওয়ালা প্রণীত حجيت حديث (৬) মাওলানা আব্দুর রঊফ নেপালী প্রণীত صيانة الحديث (৭) হামূদ বিন আব্দুল্লাহ তাওজীরী প্রণীত القول البليغ فى التحذير من تبليغى نصاب ايك (৮) তাবেশ মাহদী রচিত جماعة التبليغ (৯) মাওলানা মওদূদী রচিত مطالعه تفهيمات (১০) মাওলানা যাকারিয়া প্রণীত فضائل اعمال ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থাবলী।]

৩৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯৩ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ, হাদীছ যঈফ।*
৩৭. *যাওয়াবে' পৃঃ ৩২৫-৩৩১।*

Contents

প্রবন্ধ

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কুরআন মাজীদের প্রভাবঃ একটি সমীক্ষা

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

কুরআন মাজীদ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সুসমন্বিত বিন্যাসশৈলী, সৌকুমার্য, সাবলীলতা, অলংকার, বাচনভঙ্গির অভিনবত্ব, যাদুকরী প্রভাব বিস্তার ক্ষমতা, স্থায়ীত্ব ও চিরন্তনতা, মর্মস্পর্শী সুরঝংকার, শাব্দিক দ্যোতনা ঈদৃশ গুণাবলীর সমাহারে পরিপূর্ণ কুরআন মাজীদ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করে আরবী ভাষাকে যেভাবে সুষমামণ্ডিত করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই।

সাহিত্যিক আহমাদ আল-হাশেমী যথার্থই বলেছেন,

وللقرآن فضل على اللغة فقد أثر فيها ما لم يؤثره أى كتاب سماويا كان أو غير سماوى فى اللغة التى كان بها-

অর্থাৎ 'আরবী ভাষার উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আরবী ভাষার উপর কুরআন যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনভাবে আসমানী বা অ-আসমানী কোন গ্রন্থই তাতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি'।[১]

আরবী সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব বিস্তারের দিকসমূহঃ

১. আরবী ভাষার ঐক্য সাধনঃ

আরবী ভাষা দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (১) আরবে বায়েদার ভাষা (২) বাকী আরবের ভাষা। আরবে বায়েদার প্রধান তিনটি গোত্র হ'ল- ছামূদিয়া, ছাফাবিয়াহ ও লাহয়ানিয়াহ। এ তিনটি গোত্র ব্যতীত আরব উপদ্বীপে অন্য যেসব গোত্রের ভাষা প্রচলিত ছিল তারা হ'ল- কুরাইশ, তামীম, ত্বাই, হুযাইল প্রভৃতি। কিন্তু এসব গোত্রের উপভাষার মধ্যে কুরাইশদের ভাষাই ছিল শ্রেষ্ঠ এবং কুরাইশরা ছিল আরবের সবচেয়ে শুদ্ধভাষী সম্প্রদায়।

বাকী গোত্রসমূহের ভাষা ছিল উচ্চারণে ভারী শব্দে পরিপূর্ণ। তাছাড়া বেশ কিছু গোত্র শব্দের উচ্চারণে বিকৃতি ঘটাত। যেমন-

১. তামীম গোত্র শব্দের শুরুর 'হামযা'কে (ء) 'আইন' (ع) উচ্চারণ করত। যথা- أَسْلَمَ কে عَسْلَمَ এবং أُذُنٌ কে عُذُنٌ

২. রাবী'আহ গোত্র স্ত্রীলিংগের সম্বোধনসূচক 'কাফ' (ك) বর্ণকে 'শীন' (ش) উচ্চারণ করত। যথা- عَلَيْكِ কে عَلَيْشِ এবং مِنْكِ কে مِنْشِ

৩. হাওয়াযিন গোত্র পুংলিঙ্গের সম্বোধনসূচক 'কাফ' (ك) বর্ণকে 'সীন' (س) উচ্চারণ করত। যেমন- اَبُوْكَ কে اَبُوْسَ এবং اُمُّكَ কে اُمُّسَ

৪. ক্বায়েস গোত্র অক্ষরকে যেরের দিকে ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করত।

৫. হুযাইল গোত্র 'হা' (ح) বর্ণকে 'আইন' (ع) উচ্চারণ করত। যেমন- اَحَلَّ اللّٰهُ الْحَلَالَ কে اَعَلَّ اللّٰهُ الْعَلَالَ

আরো কিছু গোত্র এ ধরনের উচ্চারণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাত।[২]

এমত পরিস্থিতিতে আরবী ভাষা সংরক্ষণের প্রথম উপায় ছিল আরব উপদ্বীপে প্রচলিত উপভাষাগুলির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সমস্ত গোত্রকে এক ভাষার দিকে আকর্ষণ করা। ফলে কুরআন মাজীদ কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয় এবং কুরআনের প্রভাবে সমগ্র আরব জাতি কুরাইশদের পঠনরীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, জাহেলী যুগে উত্তর আরবের গোত্রসমূহের মাঝে কুরাইশী পঠনরীতি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু তখনো সে প্রভাব পুরোমাত্রায় স্থায়িত্ব লাভ করেছিল না। কিছু কিছু গোত্র অন্য পঠনরীতিতে কথা বলত। কুরআন মাজীদই প্রথম কুরাইশী পঠনরীতিকে পুরোপুরি প্রচলন করে উহাকে পূর্ণ নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল।[৩]

২. আরবী ভাষার বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণঃ

কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষা আরব উপদ্বীপের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন কুরআন অবতীর্ণ হ'ল তখন আরবদের মন এক অজানা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ জয় করল এবং তথাকার অধিবাসীদের মাঝে কুরআন শিক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটাল। ফলে বিজিত রাজ্যের অধিবাসীরা কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হ'ল, উহার আয়াত সমূহ কণ্ঠস্থ করতে লাগল এবং আরবী ভাষায় তা পাঠ করতে লাগল।[৪] ফলশ্রুতিতে আরবী ভাষা আরব উপদ্বীপের চৌহদ্দি পেরিয়ে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। এ সম্পর্কে The Home University Encyclopedia গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- "Through the koran, Arabic was spread over large tracts of Asia, Africa, several islands of the Mediterranean Sea, and Spain".

---

* বি,এ (অনার্স), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদব (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিইয়াতুল কুবরা, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

২. ডঃ ফাহদ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আর-রূমী, খাছায়িছুল কুরআনিল কারীম (রিয়াযঃ মাতাবিউল ফুরাযদিয়া, ৫ম সংস্করণঃ ১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৬০-৬১।

৩. ডঃ শাওকী যাইয়িফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, আল-আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃঃ ৩১।

৪. খাছায়িছুল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৬৩।

অর্থাৎ 'কুরআনের মাধ্যমে আরবী ভাষা এশিয়ার বৃহৎ অঞ্চল, আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরের বেশ কিছু দ্বীপ এবং স্পেনে বিস্তৃতি লাভ করে'।[৫]

ইরাক, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলসমূহ আরবত্ব গ্রহণ করল। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড বিস্তৃত হ'ল। এর সাথে সাথে আরবী ভাষাও এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করল যারা ইতিপূর্বে সে ভাষার সাথে পরিচিত ছিল না। এমনকি কালক্রমে আরবী ভাষার বিস্তৃতির ফলে অনারবদের মধ্যে এমন সব পণ্ডিতের আবির্ভাব হ'ল যারা আরবদেরকেই তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে লাগল। তাদের ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিতে লাগল। অনারবদের মধ্য থেকে বালাগাত ও ফাছাহাতের পণ্ডিত মনীষীর আবির্ভাব ঘটল। মনে হয় যেন তারা আরবীয় প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা আরবের সন্তান এবং আরবী ভাষার আলালের ঘরের দুলাল।[৬]

কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা বিশ্বভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। বর্তমানে সঊদী আরব, কুয়েত, ইরাক, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমীরাত, ওমান, ইয়েমেন, সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তীন, মিসর, সূদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, জিবুতি, মরক্কো, লেবানন, কাতার, সোমালিয়া, মৌরতানিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। তাছাড়া জাতিসংঘ স্বীকৃত ৬টি ভাষার মধ্যে আরবী অন্যতম।

৩. নতুন পরিভাষা সৃষ্টিঃ

কুরআনের প্রভাবে অনেক আরবী শব্দ নতুন পারিভাষিক অর্থ লাভ করে। এ সমস্ত শব্দের মধ্যে ঈমান (الإيمان), কুফর (الكفر), নিফাক্ব (النفاق), ছালাত (الصلاة), ছিয়াম (الصيام), যাকাত (الزكاة), রুকূ (الركوع), সিজদা (السجود), ওযূ (الوضوء), গোসল (الغسل), হজ্জ (الحج), ফুরক্বান (الفرقان), শিরক (الإشراك), ইসলাম (الإسلام), তায়াম্মুম (التيمم) প্রভৃতি অন্যতম।[৭]

জাহেলী যুগে 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ, 'কুফর' শব্দের অর্থ ঢেকে ফেলা ও আচ্ছাদিত করা, 'নিফাক্ব' শব্দের অর্থ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গোপন রাস্তা, 'ঈমান' শব্দের অর্থ শুধু বিশ্বাস করা বুঝাত। ইসলামী যুগে এ শব্দসমূহ নতুন পারিভাষিক অর্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়।[৮] ফলে এ শব্দগুলির তখন দু'টো অর্থ দাঁড়ায়। একটি আভিধানিক, অন্যটি পারিভাষিক।

৪. বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভবঃ

কুরআন মাজীদের তাকীদের ফলেই আরবদের মাঝে জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কুরআনের প্রভাবেই ইলমে ক্বিরাআত, ইলমে নাহু, তাফসীর, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, ইতিহাস, ইলমে ফারাইয, ইলমে বায়ান, ইলমে মা'আনী, ইলমে বাদী প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে।[৯] কুরআন অবতীর্ণ না হ'লে এসব বিদ্যার অস্তিত্ব কখনো কল্পনা করা যেত না।[১০]

K.A. Fariq যথার্থই বলেছেন-

"The Quran became the nucleus of all the religious and philological sciences cultivated by the Muslims, such as the science of jurisprudence (ilm al-fiqh), the science of inheritance (ilm al-faraid), the science of rhetoric (ilm al-bayan) and the science of the figures of speech (ilm al-badi)".[১১]

৫. আরবী সাহিত্য সমালোচনায় প্রভাবঃ

কুরআন মাজীদকে কেন্দ্র করে আরবী সাহিত্য সমালোচনার (النقد الادبى العربى) উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ কেবলমাত্র কুরআন মাজীদের ভাষার শৈল্পিক অনবদ্যতার দিক নিয়েই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং আরবদের সাধারণ ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনা পদ্ধতি, নাহু, ছরফ, ইলমুল বাদী, ইলমুল বায়ান, ইলমুল মা'আনী, ভাষাতত্ত্ব (فقه اللغة) ইত্যাদির অতিসূক্ষ্ম বিষয় ও জটিল সমস্যাগুলিও তাঁদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।[১২]

৬. আরবী ভাষায় সৌকর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টিঃ

কুরআন মাজীদ আরবী ভাষাকে অপরিচিত, অপ্রচলিত, বিদঘুটে ও জটিল শব্দ মুক্ত করে উহাকে মার্জিত ভাষায় পরিণত করেছে। কুরআনের এ ভাষা সৌকর্য ও সৌন্দর্যের কারণেই বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মন জয় করতে আরবরা সক্ষম হয়েছিল। ফলে কোন অঞ্চল জয় করার পর তথাকার অধিবাসীরা তাদের ভাষা পরিত্যাগ করে কুরআনের ভাষা গ্রহণ করেছে। কুরআনের এই বিস্ময়কর ভাষাশৈলীই আরবী ভাষার পৃষ্ঠকে উহার সূচনালগ্ন থেকে সোজা রেখেছে। আর এ পথ ধরেই পরবর্তীতে বাগ্মী, লেখক, কবি-সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যকর্মকে রঞ্জিত করেছেন।[১৩]

সাহিত্যিক আল-জাহিয বলেন, وكانوا يستحسنون أن يكون فى الخطب يوم الحفل وفى الكلام يوم

---

৫. *The Home University Encyclopedia (New York: Books INC, 1963), Vol. I, p. 231.*
৬. *খাছায়িছুল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৬৪।*
৭. *ইবরাহীম আলী আবুল খাশাব ও আব্দুল মুনঈম খাফাজী, তুরাছুনাল আদাবী (কায়রোঃ দারুত তিবা'আহ আল-মুহাম্মাদিইয়া, তাবি), পৃঃ ১৪৯; আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৩২।*
৮. *নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান কন্নৌজী, আল-বুলগাহ ফী উছূলিল লুগাহ, তাহক্বীকঃ নাযীর মুহাম্মাদ মাকতাবী (বৈরুতঃ দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিইয়াহ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), পৃঃ ১৭৯-৮০।*
৯. *মোস্তফা ছাদেক্ব আর-রাফেঈ, তারীখু আদাবিল আরাব (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণঃ ১৩৯৪ হিঃ/১৯৭৪ খৃঃ), ২য় খণ্ড, ১১৭-১৯ পৃঃ।*
১০. *জাওয়াহিরুল আদব ২/১০৪ পৃঃ।*
১১. *K.A. Fariq, History of Arabic Literature (Delhi: Vikas Publications, 1972), p.98-99.*
১২. *কুরআন পরিচিতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃঃ ৩৭৫।*
১৩. *আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৩৩-৩৪।*

الجمع أى من القرآن فان ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار وسَلَسَ الموقع-

অর্থাৎ 'তারা মাহফিলে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এবং জুম'আর দিনে খুতবায় কুরআনের আয়াত ব্যবহার করা ভাল জ্ঞান করতেন। কেননা কুরআনই বাক্যের সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, কোমলতা ও সাবলীলতা সৃষ্টি করেছে'।[১৪]

৭. আরবী গদ্যে প্রভাবঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবী গদ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা ছিল না। সেদিক থেকে কুরআনই প্রথম এবং আদর্শ গদ্য রূপে অদ্যাবধি গণ্য হয়ে আসছে।[১৫]

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Ella Marmura বলেন, "Besides being a religious testament, the Quran is the finest achievement of the Arabic language, expressed in a distinctive genre of prose all its own." অর্থাৎ 'কুরআন ধর্মীয় গ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি আরবী ভাষার চূড়ান্ত কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক গদ্যরীতিতে প্রকাশিত হয়েছে'।[১৬]

কুরআন মাজীদ শুধু আরবী গদ্যের স্টাইলকে প্রভাবিত করেছে, রক্ষা করেছে এবং এর মানোন্নয়ন করেছে তাই নয়; বরং ইসলামী সাহিত্যের সকল শ্রেণীর বিকাশ সাধনে পালন করেছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা।[১৭]

৮. আরবী ভাষার স্থায়িত্বঃ

আরবী ভাষাকে পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে উহাকে স্থায়িত্ব দানের ক্ষেত্রে কুরআনের প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। হালাকু, চেঙ্গিস, ক্রুসেডারদের মুহুর্মুহু আক্রমণ সত্ত্বেও আরবী ভাষা আজো স্বমহিমায় টিকে আছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুতরুসুল বুস্তানী বলেন, ولولا القرآن لتلاشت العربية بغارات التتر والاتراك অর্থাৎ 'কুরআন না থাকলে তাতারী ও তুর্কীদের আক্রমণে আরবী ভাষা বিলীন হয়ে যেত'।[১৮]

উইলিয়াম রাইট Comparative Grammar of the Semitic Languages গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান কালের আরবী দু'হাযার বছর পূর্বের আরবীর এক ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি। সে তুলনায় ইতালী বা ফরাসী ভাষা ল্যাটিন হ'তে অনেক আলাদা এক ভাষা'।[১৯]

P.K. Hitti বলেন, "Its literary influence may be appreciated when we realize that it was due to it alone that the various dialects of the Arabic-speaking peoples have not fallen apart into distinct languages, as have the Romance languages".

অর্থাৎ 'এর (কুরআন) সাহিত্যগুণ আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, কেবলমাত্র এরই প্রভাবে আরবীভাষী জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন কথ্য ভাষা চালু থাকা সত্ত্বেও রোমান ভাষাগুলির মত বহু ভাষায় বিভক্ত হয়ে পড়েনি'।[২০]

৯. কবি-সাহিত্যিকদের উপর প্রভাবঃ

কবি-সাহিত্যিকদের উপর কুরআনের যথার্থ প্রভাব পড়েছে। তারা তাদের রচনায় কুরআনের শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য যুক্ত করেছেন এবং কুরআনের ভাব নিজেদের রচনায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাস্সান বিন ছাবিত, লাবীদ বিন রাবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কা'ব বিন যুহাইর, কা'ব বিন মালিক, হারিছ প্রমুখ ইসলামের প্রথম যুগের কবিদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২১]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে কুরআন মাজীদের রয়েছে অপরিসীম প্রভাব। এ সম্পর্কে H.A.R. Gibb বলেন, "The influence of the koran on the development of Arabic literature has been incalculable, and exerted in many directions. Its ideas, its language, its rhythms pervade all subsequent literary works in greater or lesser measure". [২২]

কুরআন মাজীদের প্রভাবেই আরবী ভাষা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এক জীবন্ত ভাষা হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাইতো বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক মোস্তফা ছাদেক্ব আর-রাফেঈ বলেছেন,

لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته، ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذى وقع ولم يكن منه بد،... ثم يكون مصير هذه اللغات الى العفاء لا محالة-

অর্থাৎ 'যদি কুরআন ও তার বর্ণনা রহস্য না থাকত, তবে আরবরা কখনোই তাদের ভাষার উপর ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারত না। আর ঐক্যবদ্ধ না হ'লে তাদের ভাষা বিভিন্ন ভাষায় মিশ্রিত হ'ত এবং এ ভাষার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠত'।[২৩]

---

১৪. তদেব, পৃঃ ৩৪।
১৫. P.K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan and Co LTD, 1961), P. 127.
১৬. Introduction to Islamic Civilization Edited by: R.M. Savory (London: Cambridge University Press, 1976), P. 62.
১৭. History of Arabic Literature, P. 133.
১৮. বুতরুসুল বুস্তানী, উদাবাউল আরাব ফিল-জাহেলিইয়াহ ওয়া ছাদরিল ইসলাম (বৈরুতঃ দারু নাযীর আব্বূদ, ১৯৮৯), পৃঃ ৩৮৫।
১৯. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃঃ ২৪২।
২০. History of the Arabs, P. 127.
২১. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৩৬।
২২. H.A.R. Gibb, Arabic Literature (Oxford: Clarendon press, 1963), P. 36.
২৩. মোস্তফা ছাদেক্ব আর-রাফেঈ, প্রাগুক্ত, ২/৮০ পৃঃ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সাপ ও স্বপন

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

কোন এক দেশের রাজা স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর ঘরের ছাদ থেকে একটি খেঁকশিয়াল ঝুলে রয়েছে। স্বপ্ন দেখার পর রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মনে করলেন, নিশ্চয়ই এই স্বপ্নের কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তাই তিনি ঘোষণা দিলেন, স্বপ্নে ছাদ থেকে খেঁকশিয়াল ঝুলে থাকার যার ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

ফলে দলে দলে লোক স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়ে পুরস্কার লাভের আশায় রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ঘটনা শুনে এক চাষীও যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তার দেরি হওয়ায় পাহাড়ী সোজা পথ ধরে সে চলতে লাগল। পাহাড়ের এক গর্ত থেকে একটি সাপ তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কোথায় এবং কেন যাচ্ছে। চাষী সাপকে রাজার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনাল এবং তার কাছ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। সাপ বলল, 'আমি এই স্বপ্নের যথার্থ অর্থ বলে দিতে পারি। তবে শর্ত হ'ল, পুরস্কারের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে'। চাষী এই শর্তে রাযী হয়ে গেল। সাপ বলল, 'খেঁকশিয়াল চালাকীর প্রতীক। দেশ এখন জাল-জুয়াচুরিতে ভরে যাবে এবং লোকে লোককে ঠকাতে থাকবে'। সাপের ব্যাখ্যা মনে রেখে চাষী রাজদরবারে হাযির হ'ল।

এদিকে বিভিন্ন লোক রাজাকে স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুনাল। কারো ব্যাখ্যাই রাজার মুনঃপূত হ'ল না। অবশেষে চাষীর ব্যাখ্যা তাঁর নিকট সঠিক বলে মনে হ'ল। ফলে রাজা চাষীকে পুরস্কৃত করলেন।

পুরস্কার নিয়ে চাষী পাহাড়ের কাছাকাছি আসলে তার মনে ফাঁকির প্রবণতা দেখা দিল। সে নিজ মনে বলল, 'সামান্য একটা সাপকে পুরস্কারের ভাগ দিতে হবে? না, কখনও না। সে সাপকে ফাঁকি দিয়ে অন্য পথে বাড়ী ফিরে এল। দেশেও ফাঁকি-জুঁকি পুরোদমে চলতে লাগল।

এর কিছুদিন পর রাজা স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর ছাদ থেকে একটি তলোয়ার ঝুলে রয়েছে। রাজা আগের মত ঘোষণা দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। এবারও বহু লোক রাজদরবারে হাযির হ'ল স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনানোর জন্য। চাষী সাপের শরণাপন্ন হয়ে আগের কৃত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে রাজার দেখা স্বপ্নের তাৎপর্য জানতে চাইল। সাপ বলল, 'তলোয়ার যুদ্ধের প্রতীক। বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। রাজা যেন সৈন্য-সামন্ত-অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকেন।

পূর্বের ন্যায় কোন লোকের ব্যাখ্যা রাজার ভাল লাগেনি। চাষীর ব্যাখ্যাই রাজার মনঃপূত হ'ল। তাই তিনি চাষীকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন এবং তিনি তখন থেকেই আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। চাষী পাহাড়ী পথেই এল। কিন্তু সাপকে দেখে তাকে মারতে ধাওয়া করল। সাপ ভয়ে গর্তে লুকাতে লুকাতে চাষী এক অস্ত্রাঘাতে তার লেজের অগ্রভাগ কেটে ফেলল। বহিঃশত্রু সত্যি সত্যি দেশ আক্রমণ করল। কিন্তু রাজা আগে থেকেই প্রস্তুত থাকাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

এর কিছুদিন পর রাজা আবার স্বপ্ন দেখলেন। এবার তিনি দেখলেন, ছাদ থেকে একটি ভেড়া ঝুলে রয়েছে। রাজা পূর্বের মত ঘোষণা দিয়ে স্বপ্নের তাৎপর্য জানতে চাইলেন।

আগের মত বহু লোক রাজদরবারে হাযির হ'ল। চাষী জানে, সাপ ছাড়া কেউ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অগত্যা চাষী সাপের কাছে গিয়ে তার দু'বারের আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। সাপ বলল, 'ভেড়া নিরীহ প্রাণী এবং শান্তির প্রতীক। দেশে এখন আর কোন অসুবিধা নেই। লোকে এখন শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে'।

চাষীর ব্যাখ্যা শোনার জন্যই রাজা উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। চাষীর ব্যাখ্যা শুনে রাজা খুব প্রীত হ'লেন এবং চাষীকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কার দিলেন।

পুরস্কার নিয়ে চাষী সাপের কাছে এল এবং এবারের সমুদয় পুরস্কার সাপকে দিয়ে আগের দু'বারের আচরণের কারণে ক্ষমা করার জন্য সাপকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। সাপ বলল, তোমার আগের দু'বারের আচরণের জন্য তোমার মোটেই দোষ নেই। শুনে চাষী বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি কথা? প্রথমবার তোমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য পথে বাড়ী চলে গেলাম। দ্বিতীয়বার তোমার লেজের অগ্রভাগ কেটে দিলাম। অথচ তুমি বলছ, অপরাধ হয়নি? সাপ হেসে বলল, 'প্রথমবার তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ এই কারণে যে, তখন দেশে ফাঁকির যুগ চলছিল। তাই আমাকে ফাঁকি দিয়েছ। আর দ্বিতীয়বার যুদ্ধের বাজনা ও অস্ত্রের ঝনঝনানির যুগ ছিল। তাই তুমি অস্ত্রাঘাতে আমার লেজের খানিকটা কেটে ফেলেছ। এখন শান্তি এসে গেছে। তাই তুমি সরল মনে এবারের সমুদয় পুরস্কার আমাকে দিয়েছ। কিন্তু আমি সাপ। অর্থ দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। এই বলে সাপ গর্তে ঢুকে গেল।

* সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬; বাসাঃ ৭৭৩০৪২

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ধর্ম পালন করলে যদি মৌলবাদী বলা হয় তবে আমরা সবাই মৌলবাদী

-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইসলামের এ পাঁচ স্তম্ভকে পালন করলে যদি মৌলবাদী বলা হয়, তাহ'লে আমরা সবাই মৌলবাদী। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস করলেই মানুষ মৌলবাদী হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২৫ জুলাই রাতে পটুয়াখালী যেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশ জমিয়াতে হিজবুল্লাহ'র পটুয়াখালী যেলা নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, ইসলামের উপর যত অত্যাচার, অবিচার, হামলা করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের উপর তা করা হয়নি। তারপরও ইসলাম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। খোদ আমেরিকাতেও দিনে দিনে বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করছে।

বিজ্ঞানের নয়; কুরআনের আলোকেই বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করতে হবে

- সেমিনারে বক্তাবৃন্দ

মহাবিশ্বের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি মহাবিজ্ঞানী। তাঁর বাণী আল-কুরআন মহা বিজ্ঞানময়। আল-কুরআনের প্রতিটি বক্তব্যই বৈজ্ঞানিক সত্য। বিজ্ঞানীরা সে সত্যে উপনীত হ'তে পারুক আর নাই পারুক তাতে কিছু যায় আসে না। মানব গবেষণায় কুরআনের সকল তত্ত্ব ও তথ্যই একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবে। গত ২৮ জুলাই রাজধানীর হামদর্দ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি' আয়োজিত 'আল-কুরআন ও বিজ্ঞান' শীর্ষক সেমিনারে বক্তাগণ একথা বলেন।

কলিকাতায় বাংলাদেশী জাল নোটের কারখানা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়ায় বাংলাদেশী নকল টাকা তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, গত ২৮ জুলাই হাওড়ার সাকরাইল থেকে পুলিশ নকল টাকা ও মুদ্রা তৈরির যন্ত্রসহ বেশ কিছু নকল ভারতীয় রূপী এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালের আসল টাকা উদ্ধার করেছে। এজন্য পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই চক্রের সাথে আন্তর্জাতিক হুণ্ডিচক্রের যোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশী জাল নোট ভারত থেকে মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বিশেষ করে, দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ভারত থেকে আসা বাংলাদেশী ৫শ' ও ১শ' টাকার জাল নোট অনেকবার ধরা পড়েছে।

এক শ্রেণীর ভারতীয় ব্যবসায়ী চোরাচালানীর মাধ্যমে বাংলাদেশী ৫শ' ও ১শ' টাকার জাল নোট বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণকে প্রতারিত ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডে আঘাত হানার জন্য তারা এ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

৫০ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

৫০ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর কোন শহরে এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। ঢাকা শহরের বয়স কিছুদিন পর ৪০০ বছরে পদার্পণ করবে।

গত ২৭ জুলাই নয়াবাজারস্থ ঢাকা মহানগরী সমিতি কার্যালয়ে 'পুরাতন ঢাকায় পরিবেশ দূষণঃ প্রতিকার ও করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অধিক গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে।

চার বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্তরা চাকরিতে পূর্বে অনার্স ও মাষ্টার্স প্রাপ্তদের সমান বিবেচিত হবেন

গত ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান চার বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বের তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাষ্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সাথে সমপর্যায়ে প্রথম শ্রেণীর সকল চাকরিতে ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী বিবেচিত হবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওছমান ফারূক বলেন, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরির ক্ষেত্রে চার বছরের অনার্স কোর্স আগের অনার্স-মাষ্টার্সের সমতুল্য হবে।

সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার পার্থক্য থাকছে না; ফাযিল-কামিল স্তর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে

অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ শিক্ষা আর মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য থাকবে না। দেশের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও। সেভাবেই শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নের প্রস্তাব সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করেছেন জাতীয় মাদরাসা শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন কমিটি। গত ২ আগষ্ট এ প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওছমান ফারূকের নিকটে।

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের মান বৃদ্ধিতে আরো একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসাবে ফাযিল ও কামিল স্তরকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

উল্লেখ্য, দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যকার তফাৎ ক্রমন্বয়ে কমিয়ে আনার জন্য ২০০২ সালের ২০ আগষ্ট বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিম স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়নে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত এই আহ্বায়ক কমিটি প্রায় এক বছর সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে তিনটি স্তরের জন্য পৃথক পৃথক কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে।

বিদেশ

জ্যাক শিরাকের বিশ্বশান্তি পুরস্কার লাভ

ফরাসী প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক গত ২২ জুলাই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদের নিকট থেকে 'কুয়ালালামপুর বিশ্বশান্তি পুরস্কার' গ্রহণ করেন। সম্প্রতি মালয়েশিয়া সরকার পুরস্কারটি প্রবর্তন করেন। যুদ্ধ, বিশেষ করে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধিতা এবং মযলূমদের পক্ষে সাহসী অবস্থান গ্রহণের জন্য প্রথমবারের মত এই পুরস্কারের জন্য ফরাসী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

যুদ্ধ বাধালে যুক্তরাষ্ট্রকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হবে

-উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, নতুন করে যুদ্ধ বাধালে তাদেরকে শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে। কোরীয় যুদ্ধ সমাপ্তির ৫০তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে গত ২৬ জুলাই উত্তর কোরিয়ার চীফ অব জেনারেল ফিম ইয়ং চুন বলেন, অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও পিয়ংইয়ং শক্তিশালী অস্ত্র নির্মাণ করেছে।

একটি সূত্রে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে প্রস্তুত রয়েছে। পিয়ংইয়ং'য়ের উচ্চাভিলাষী অস্ত্র কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধ নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। একটি জাপানী পত্রিকা জাপান ও উত্তর কোরীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা জানায়।

পেন্টাগনেও ঘুষ চলে!

পেন্টাগনেও ঘুষ চলে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ১১ জুলাই দু'জন সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। তারা ঘুষ হিসাবে বিভিন্ন ঠিকাদারের নিকটে থেকে ১৫ লাখ ডলারের মত অর্থ নিয়েছেন। অভিযুক্ত একজন হ'লেন রবার্ট লি নিল জুনিয়র (৫০)। ক্লিনটন প্রশাসনের আমলে তিনি সরকারের এমন এক কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করতেন যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে বছরে ২ কোটি ৮০ লাখ ডলারের মত বিতরণ করা হ'ত।

নিল জুনিয়রের উর্ধ্বতন সহযোগী ৪১ বছর বয়স্ক ফ্রান্সিস ডিলানো জোনস জুনিয়রও বসের পদাংক অনুসরণ করেন। তার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হ'লে নিলের সর্বোচ্চ ১২৫ ও জোনসের ১২০ বছর জেল হ'তে পারে।

গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার বিচারের উদ্যোগ নেয়ায় এ্যামনেস্টি প্রধানকে ভিসা দেয়নি ভারত

ভারত সরকার লণ্ডনভিত্তিক 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে'র মহাসচিব আইরিন খান জুবেইদাকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র খবরে বলা হয়, গত বছর গুজরাটে দাঙ্গার ঘটনার বিচার শুরু এবং বেষ্ট ভেকারি মামলার পুনর্বিচার করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানানোর কারণে সংস্থার প্রধানের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হ'ল।

খবরে বলা হয়, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার লংঘন, গুজরাটে মহিলাদের জন্য ন্যায়বিচারদানে অস্বীকৃতি এবং নর্মদা বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি সদস্যদের পুনর্বাসন প্রশ্নে ভারত সরকারের সমালোচনা করে আসছে।

ইরাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে মামলা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে ইরাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে ২০০২ সালের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি নয়া আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। 'এথেন্স বার এসোসিয়েশনে'র সদস্যগণ এ মামলা দায়ের করেছেন। অন্যান্য যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তারা হ'লেন, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিওফ হুন, আর্মড ফোর্সেস মন্ত্রী এ্যাডাম ইনগ্রাম এবং চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল স্যার মাইক জ্যাকসনসহ আরো ৫ জন।

লন্ডনে সর্বোচ্চ গতির ইউরোস্টার ট্রেন চালু হচ্ছে

লন্ডনের ৪০ মাইল পূর্বে কেন্টের রোসেস্টারের কাছে পাতাল রেল পথের একটি নতুন শাখায় ইউরোস্টার ট্রেন চালু হচ্ছে। এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিসীমা হবে ঘন্টায় ২০৮ মাইল। বৃটেনে ট্রেনের গতিসীমায় এটি সর্বোচ্চ রেকর্ড। এই রেল পথ চালু হ'লে লন্ডন থেকে প্যারিস ভ্রমণের সময়সীমা ২০ মিনিট কমে যাবে এবং দুই ঘন্টা ৩৫ মিনিটে গন্তব্যে পৌছা যাবে।

দু'শো বছরের মধ্যে এথেন্সে প্রথম অনুমোদিত মসজিদ

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে আইনসম্মত কোন মসজিদ নেই। গ্রীক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রথম অনুমোদিত মসজিদ ও একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে। আর এটা হবে প্রায় দু'শ' বছরের মধ্যে প্রথম অনুমোদিত মসজিদ। গত ২৯ জুলাই একটি সূত্র জানায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে গ্রীস স্বাধীনতা লাভের পর রাজধানী এথেন্সে সরকারীভাবে কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। রাজধানী এথেন্সের উত্তরের শহর পিনিয়ায় মসজিদ নির্মিত হ'লে হাযার হাযার মুসলমানের ছালাতের জন্য এটাই অন্যতম ধর্মীয় স্থানে পরিণত হবে। এই বিশাল মসজিদের চত্বরের জন্য ৩০ হাযার বর্গমিটার জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হবে লাখ লাখ ডলার। সউদী আরব এই ব্যয়ভার বহন করবে। এটি নির্মাণে এক বছর সময় লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আরব দেশগুলির রাষ্ট্রদূতগণ প্রায় ৩০ বছর ধরে একটি যথাযথ মসজিদ নির্মাণে গ্রীক সরকারকে রাযী করানোর চেষ্টা করে আসছেন। এথেন্সে ফিলিস্তীনী প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ বলেন, আলবেনিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এথেন্সে আগত মুসলিম অভিবাসীর সংখ্যা বাড়লেও এখানে আজ পর্যন্ত একটি আইনসম্মত মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি।

চেচেন তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে রুশ কর্ণেলের কারাদণ্ড

রুশ সেনাবহিনীর একজন কর্ণেল ইউরি বুদানভ যখন চেচনিয়ায় মোতায়েন ছিলেন, তখন ১৮ বছরের এক চেচেন তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সামরিক আদালতে অভিযোগ করা হয় যে, ৩ বছর আগে ঐ তরুণীকে তার বাড়ী থেকে জোর করে ধরে রুশসেনা ছাউনিতে নিয়ে উক্ত কর্ণেল মারধর এবং ধর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ চেচেন তরুণীকে গলাটিপে হত্যা করেন।

মুসলিম জাহান

সাদ্দাম হোসাইনের দুই পুত্র উদে ও কুশের মৃত্যু

গত ২২ জুলাই মঙ্গলবার মসুলে মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসাইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদে ও কনিষ্ঠ পুত্র কুশে নিহত হয়েছেন।

জানা গেছে, সেদিন লড়াই হয়েছে ৬ ঘন্টা। মার্কিন সৈন্যরা মসুলে আল-ফালাহ আবাসিক এলাকায় সাদ্দাম হোসাইনের চাচাতো ভাই শেখ যাইদানের বাসভবনে ঢুকতে চাইলে বাসভবনের ভেতর থেকে তাদের উপর রকেটচালিত গ্রেনেড হামলা করা হয়। এরপর মার্কিন ১০১তম ছত্রী ডিভিশনের একটি ব্রিগেড এ বাসভবনে হামলা চালায়। ৪টি এ্যাপাচি হেলিকপ্টার ও ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। সকাল ৯-টায় এ অপারেশন শুরু হয় এবং শেষ হয় বেলা দেড়টায়। হেলিকপ্টারের সহায়তাপুষ্ট এক ব্রিগেড মার্কিন সৈন্যের ৬ ঘন্টাব্যাপী অভিযানে আল-ফালাহ ভবনে নিহত হয় মাত্র ৪ জন। নিহতের মধ্যে ছিলেন উদে, কুসে, কুসের ছেলে মোস্তফা এবং দেহরক্ষী আবদুহু ছামাদ।

গত ২৩ জুলাই রাজধানী বাগদাদে একদল সাংবাদিক ও টেলিভিশন কর্মীকে উদে ও কুশের লাশ দেখাতে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। লাশ দু'টির প্রত্যেকটিতে ২০টিরও বেশী ক্ষত ছিল। লাশ দু'টিতে অনেক ক্ষত থাকায় সেগুলি সেলাই করা হয়েছে। মাথায় গুলীর আঘাতে উদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কুশের মাথায় দু'টি গুলী বিদ্ধ হয়। ১টি মাথার মধ্যে এবং অপরটি ঠিক তার ডান কানের পেছন দিয়ে বিদ্ধ হয়। গত ২৪শে জুলাই মার্কিন নিয়ন্ত্রিত ইরাকী টিভি, সিএনএন এবং দু'টি আরব স্যাটেলাইট টেলিভিশন নেটওয়ার্কে এ খবর প্রচারিত হয়।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে গত ২ আগষ্ট সাদ্দামের নিজ শহর তিকরিতে তার দুই ছেলে উদে ও কুশের লাশ দাফন করা হয়। ইরাকী রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির নিকট লাশ হস্তান্তর করা হ'লে রেডক্রিসেন্টই তাদের মৃতদেহ তিকরিতে নিয়ে যায়।

মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টে সঊদী আরবকে অন্যায়ভাবে জড়ানো হয়েছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ১১ সেপ্টেম্বর হামলা বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টের অপ্রকাশিত অংশ প্রকাশের জন্য সঊদী আরবের আহ্বান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। উক্ত রিপোর্টের অপ্রকাশিত অংশে সঊদী আরব প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে এবং কার্যতঃ ১১ সেপ্টেম্বর হামলার সঙ্গে সঊদী আরবকেও দায়ী করা হয়েছে।

উক্ত রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আল-কায়েদা বিষয়ে সঊদী আরব মার্কিন সতর্কতা সত্ত্বেও যথাযথ ভূমিকা নেয়নি এবং এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালানো সম্ভব হয়েছে। বলা হয়েছে, সঊদী আরব কার্যতঃ এ হামলার দায় এড়াতে পারে না।

মার্কিন এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সঊদী আরব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এই রিপোর্টের নিন্দা জানান। তিনি বলেন, ভুলক্রমে এবং অযথাই সঊদী আরবকে জড়ানো হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সঊদ আল-ফায়ছাল বলেছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একটি রিপোর্টে ঐ হামলার বিমান ছিনতাইকারীদের সংগে উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন সঊদী নাগরিকের উল্লেখ করায় তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, ২৭ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করায় আমি মর্মাহত।

কুর্দী ছদ্মবেশে মার্কিন সৈন্যরা ইরাক থেকে পালাচ্ছে

ইরাকে হানাদার মার্কিন বাহিনী কুর্দী নাগরিকদের ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে যাচ্ছে। গত ২৯ জুলাই '০৩ পর্যন্ত ২৫০০ মার্কিন সৈন্য ইরাক থেকে পালিয়ে গেছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য সাম্প্রতিককালে ইরাকী এবং আরবদের ঐতিহ্যবাহী ঢিলেঢালা পোশাক 'দশদশা' কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। এদিকে একজন মার্কিন কর্ণেলও এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, আপনজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সৈন্যরা উদগ্রীব থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সম্প্রতি ইরাকের বিভিন্ন পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) ইরাকে নিয়োজিত বেশ কিছু মার্কিন সৈন্য ইরাকের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেফতার করেছে।

ইরাকে নিয়োজিত মার্কিন সৈন্যরা গত ১৭ জুলাই প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয় যে, তারা মনোবল হারিয়ে ফেলেছে এবং অধিনায়কদের উপর থেকে তাদের আস্থা উঠে গেছে।

ইরানে ৩টি নতুন তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার

ইরানে নতুন ৩টি তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব তৈল ক্ষেত্রে ৩ হাযার ৮শ' কোটি ব্যারেলেরও বেশী তেলের মওজুদ রয়েছে। একজন সিনিয়র তেল কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে 'কাইহান' সংবাদপত্রটি গত ১৪ জুলাই এ খবর প্রকাশ করে। ইরানের পেট্রোল, প্রকৌশল ও উন্নয়ন কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান আবুল হাসান খামুশী বলেন, আমাদের প্রাথমিক হিসাবে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, কোহমন্দ তৈলক্ষেত্রে ৬ লাখ ৬৩ হাযার কোটি ব্যারেল, জাগে হ'তে ১ লাখ ৩০ হাযার কোটি ব্যারেল এবং ফিরদাউসে ৩০ লাখ ৬০ হাযার কোটি ব্যারেল তেলের মজুদ রয়েছে।

মিসরে ৮৮ হাযার মসজিদে জুম'আর ছালাতে সরকারী খুৎবা চালু

মিসর সরকারের আওক্বাফ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের ৮৮ হাযার মসজিদের ইমামকে ১ আগষ্ট (শুক্রবার) থেকে জুম'আর ছালাতে সরকার নির্ধারিত একই ধরনের খুৎবা পাঠ করতে হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের অংশ হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোন মসজিদের ইমাম সরকার নির্ধারিত খুৎবার বাইরে ভিন্ন কোন খুৎবা পাঠ করলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। মন্ত্রণালয় জানায়, ১ আগষ্ট থেকে কোন মসজিদের ইমাম জুম'আর খুৎবায় স্বাধীনভাবে কোন ওয়ায-নছীহত করতে পারবেন না। এতদিন মিসরের মসজিদগুলিতে ইমামগণ জুম'আর খুৎবায় স্বাধীনভাবে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নছীহত করতেন।

[মিসরের এই অন্যায় উদ্যোগের আমরা কঠোর ভাষায় নিন্দা করছি এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ যেন অনুরূপ অনৈতিক ও অশুভ উদ্যোগ গ্রহণ না করে, সেজন্য হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। - সম্পাদক]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চাঁদে জমি বিক্রি!

চাঁদে জমি বিক্রি হচ্ছে। হ্যা, মাত্র ১ হাযার ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এক একর জমি। ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক লুনার অ্যামবেসি কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেনিস হোপ বলেছেন, তিনিই হচ্ছেন চাঁদসহ আরও আটটি গ্রহের ভূসম্পত্তির একমাত্র এবং বৈধ স্বত্বাধিকারী। জমি কেনার সাথে সাথেই জমির ক্রেতাকে দেয়া হবে জমি বিক্রির চুক্তিনামা, পূর্ণাঙ্গ ভূমির মানচিত্র, খনিজ সম্পদের অধিকার এবং সম্পত্তির মালিকানার আসল ঘোষণাপত্র। এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১১ লাখ ৩৮ হাযার ২ শত ৪৩ জন চাঁদে জমি ক্রয় করেছেন বলে হোপ জানান। যারা এ জমি কিনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বৃটেনের রাজ পরিবার, নাসা'র সাবেক নভোচারীগণ, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবীদ, সাবেক দুই মার্কিন প্রেসিডেন্ট, জর্জ লুকাস, টম হ্যাংকস, টম ক্রুজ, মেগ রায়ান, নিকোল কিডম্যান, হারিস ফোর্ড এবং জন ট্রাভোল্ডার মত হলিউডের খ্যাতিমান তারকাবৃন্দ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ চাঁদ নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা চাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে তারা একটি ছক তৈরী করেছেন, যে ছক অনুযায়ী পৃথিবীতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে ২০৪০ সাল নাগাদ চাঁদে তৈরী হবে লুনার ভিলেজ। অন্যদিকে চাঁদে একটি সুরম্য হোটেল নির্মাণের কাজ শেষ হবে ২০৫০ সাল নাগাদ।

তবে ২০৫০ সাল নাগাদ চাঁদে দল বেঁধে ভ্রমণে যাওয়ার প্রথম সুযোগটা আসবে। তবে একেক ভ্রমণের জন্য ৫০ হাযার ডলার করে খরচ হবে। সেখানে বাড়ীঘর তৈরী করা হবে। তবে চাপ এড়ানোর জন্য বাড়ীঘরগুলো নির্মাণ করা হবে গোলাকৃতিতে। বিকিরণের কবল থেকে রক্ষার জন্য ঘরগুলোকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৫ মিটার গভীরে নির্মাণ করা হবে। এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যেতে হবে গুহার ভেতর দিয়ে। শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। থাকবে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা। এছাড়া চাঁদে থাকবে সিভিক সেন্টার নামে একটি বিনোদন কেন্দ্র। আরও থাকবে সুইমিং পুল, খাবারের দোকান, ইনডোর স্টেডিয়াম ইত্যাদি। অন্যদিকে চাঁদে বসবাসরত মানুষের খাবারের যোগান মহাকাশ থেকেই হবে। শহরের পাশে ফাঁকা এলাকায় চাষাবাদ করা হবে। সেখানে ১৬০ একর জমি চাষাবাদ করলে ১০ হাযার লোকের এক বছর চলে যাবে। এদিকে কৃষিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, চাঁদে বেশী জন্মাবে গম ও টমেটো। সয়াবিনের চাষও সেখানে করা যাবে। পুকুর থাকবে, তাতে চলবে গোসলের কাজ। এছাড়া পুকুরে মাছ চাষ করা হবে। ডিম আর গোস্তের জন্য হাঁস-মুরগী আর ছাগলের খামার থাকবে। তবে বেশী থাকবে সাদা রঙের ছাগল।

হাতে বহনযোগ্য ইসিজি মেশিন হার্টপেট

যন্ত্রটির নাম 'হার্টপেট'। বাংলায় একে 'হৃদয়বান্ধব' বলা যায়। যন্ত্রটি তৈরি করেছে জাপানের খ্যাতনামা ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম নির্মাণ প্রতিষ্ঠান 'তোশিবা'। যন্ত্রটি আসলে একটি হাতে বহনযোগ্য ইসিজি (ইকোকার্ডিওগ্রাম) মেশিন। মাত্র ১২ সেঃ মিঃ লম্বা ও প্রস্থ ৬ সেঃ মিঃ। যন্ত্রটি রোগীর হৃদযন্ত্রে অনিয়ম নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী রোগীকে পরামর্শ দিতে সক্ষম। গত ১৫ জুলাই টোকিওতে কোম্পানীর শো-রুমে যন্ত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। যন্ত্রটির দাম মাত্র ৩শ' ২২ ডলার, যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১৯ হাযার টাকা।

অষ্ট্রিয়ায় প্রথম সফল জিহ্বা প্রতিস্থাপন

বিশ্বে এই প্রথম সফলভাবে জিহ্বা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। অষ্ট্রিয়ার একদল সার্জন ৪২ বছর বয়স্ক এক রোগীর জিহ্বা প্রতিস্থাপন করেন। এই রোগী জিহ্বার ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ভিয়েনার জেনারেল হাসপাতালের একজন মুখপাত্র এ ঘোষণা দেন। মুখপাত্র জানান, গত ১৯ জুলাই অস্ত্রোপচার করা হয় এবং এতে সময় লাগে ১৪ ঘন্টা। রোগী বর্তমানে স্বাভাবিক ও সুস্থ। তিনি আরো জানান, অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তাররা কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হননি। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বিভাগ বলেছে, সব ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করানোর পর রোগী নিজেই জিহ্বা প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে জিহ্বাটি কোথা থেকে পাওয়া গেছে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

ঘড়ির সময় সব দেশে এক রকম নয় কেন?

আমাদের দেশে যখন দিন তখন আমেরিকাতে রাত। এ রকম সময়ের হেরফের সব দেশের সাথে সব দেশেরই এমনকি এক অঞ্চল হ'তে অন্য অঞ্চলের সাথেও রয়েছে। এর কারণ সূর্য তার নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে যে সময় লাগায় তার কারণে পৃথিবীর উপর সূর্যের আলো পড়া ও না পড়ার ক্ষেত্রে হেরফের হয় বলে সময়ের পার্থক্য ঘটে। সূর্যের প্রদক্ষিণের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অক্ষকে ২৪ ভাগে ভাগ করেছেন। তার প্রতি ভাগের নাম হ'ল মেরিডিয়ান (Meridian) বা মধ্যরেখা। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত মেরিডিয়ান একের পর এক নেমে গেছে। মূলতঃ এটি লণ্ডনের কাছে গ্রীনিজ নামের জায়গা। আর ১৮০ ডিগ্রী মেরিডিয়ান হ'ল উত্তরে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণে খাওয়ায় দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরের ও অন্য বহু দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে নীচে নেমে গেছে। এর নাম আন্তর্জাতিক সময় রেখা, এখান থেকে পার হবার সময় পুরো একদিন আগ-পিছ হয়ে যায়। এখন এই মেরিডিয়ানের পূর্বে যে দেশ তার সময় এক ঘন্টা পিছিয়ে থাকছে আর এর পশ্চিমে যে দেশ সেখানে এক ঘন্টা সময় এগিয়ে থাকছে। এজন্য ঢাকাতে যখন সকাল ৮-টা, দিল্লীতে তখন সাড়ে ৮-টা আর লাহোরে বাজে ৯-টা। এভাবেই ঘড়ির সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

পাঠকের মতামত

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতিকে মুবারকবাদ!

সম্পাদকীয় একটি পত্রিকার প্রাণ হিসাবে বিবেচিত। এটা কেবল মনগড়া বানাওয়াট ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত কোন বাক্যসমষ্টি নয়। সম্পাদকীয় হ'তে পারে একটি মননশীল প্রবন্ধ। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের জন্য হ'তে পারে আদর্শ মাইলফলক। একটা ভালমানের সম্পাদকীয় পত্রিকার মান যেমন সমুন্নত করে, তেমনি সমাজ ও জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতেও এর ভূমিকা অনন্য।

একটি বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদকীয় যেমন একজন আলেয়ায় ডুবন্ত মানুষের সেরা রাহবার হিসাবে গণ্য হ'তে পারে, তেমনি এটি বদলে দিতে পারে সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস। Oxford Dictionary-তে Editorial (সম্পাদকীয়)-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, "an important article in a news paper, that expresses the editor's opinion about an item of news or an issue." অর্থাৎ 'সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ, যা কোন সংবাদ বা কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকের মতামত প্রকাশ করে'।*

'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদকীয় মানেই অনুধাবন করতে হবে যে,সেখানে আলাদা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে গভীর জ্ঞান, সুচিন্তিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চেতনা এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তুর এক অনুপম সমাহার ঘটে।

আমার বিবেচনায় গত আগষ্ট ২০০৩-এর সম্পাদকীয়টি (ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম) একটি অনন্য ও বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ বটে। আমাদের সমাজে বর্তমানে যে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাহার, চতুর্দিকে দুর্নীতি, খুন, ছিনতাই, সন্ত্রাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিলীন, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মাঝে বিবাদমান পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি নিরসন করে একই প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার যে আহ্বান সম্ভাব্য তপদ্ধতিসমূহের উল্লেখসহ বিবৃত হয়েছে, তা যুগশ্রেষ্ঠ আহ্বান বলেই মনে হয়। আমি মনে করি কেবল আহলেহাদীছগণের জন্যই নয়; বরং হানাফী, শী'আ ও অন্য ধর্মাবলম্বী সকলের জন্য এই বৈপ্লবিক আহ্বান সমানভাবে কল্যাণকর সফলতা বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ। তাই এমন সুন্দর মনোভাবের জন্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলমানদেরকে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে একই প্লাটফরমে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানোর জন্য আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি মহোদয়কে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ!

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন কল্পে তিনি যে অনুপম পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন, তা বাস্তবায়ন হ'লে নিঃসন্দেহে সমাজে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিময় জীবন ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। মানুষ ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভে ধন্য হবে।

তিনি সকল দলের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'মদীনা সনদ' এর অনুকরণ ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ-এর যে মৌলিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন এবং সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য, শান্তি ও শৃংখলা এবং উভয়কালীন সফলতা লাভের যে পথের দিশা তিনি দান করেছেন, তা সময়োপযোগী ও শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রাণের দাবী।

পরিশেষে এমন বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক ও সার্বজনীন কল্যাণকর সম্পাদকীয় উপস্থাপনের জন্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতিকে আবারও প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই। কামনা করি তাঁর সুদীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন ও সঠিক পথ অনুসরণের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

মাসঊদ আহমাদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

* *A.S. Horsby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, sixth edition: 2001), p. 401.*

'দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি' সম্পর্কে অভিমত ও বিজ্ঞান গবেষণার পরামর্শ

জনাব সম্পাদক মণ্ডলীর মুহতারাম সভাপতি! সালাম পর- আমি সাধারণ মানের এক বৃদ্ধ নাগরিক। জুলাই '০৩ সংখ্যা মাসিক 'আত-তাহরীক' -এর দরসে কুরআন 'দ্বীন কায়েমে সঠিক পদ্ধতি' পাঠ করেছি। আপনার তথ্য ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত। আপনার বক্তব্যের পরিপোষক হিসাবে আমিও কিছু বক্তব্য পেশ করতে আগ্রহী।

দাওয়াত হচ্ছে একটি সংগঠনের প্রাণ বা শক্তি। কোন সংগঠনের শক্তি যতই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হবে ততই দ্রুততর সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। সংগঠনের আওতায় প্রতিটি ব্যক্তি সমান শক্তিশালী হ'লে তবেই আশা করা যায় সংগঠনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার। প্রতিটি ব্যক্তির প্রাণ বা শক্তির বাহন তার দেহ। দেহ দুর্বল হ'লে তার প্রাণশক্তিও দুর্বল হবে। শক্তিহীন দেহ সম্বলিত সংগঠনের শক্তিও দুর্বল হ'তে বাধ্য।

জীবন রক্ষার্থে পাঁচটি মৌলিক দাবী যথার্থভাবে পূরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এই মৌলিক দাবী যথাযথভাবে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন প্রতিটি জনশক্তিকে কর্মীতে রূপান্তর করা। বিজ্ঞান সাধনাই নিত্য নতুন কর্মসংস্থানের সম্প্রসারন করতে সক্ষম। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি এর প্রমাণ। আব্বাসীয় শাসন কাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতি স্পেনের কর্ডোভা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং শেষ যবনিকাপাতেরও সূচনা হয়েছিল। ইউরোপ এই জ্ঞান বর্তিকা থেকে দীপশিখা জ্বালিয়ে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আজ তারা সারা বিশ্বে প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে। আমাদের অবক্ষয় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব বর্জনই আমাদের অধঃপতনের কারণ বলে মনে করি।

বস্তুর গুণাগুণ না জানলে কিভাবে মানুষ সৃষ্টির সেবায় কাজে লাগাবে? বিজ্ঞান সাধনাই বস্তুর বিশ্লেষণ করার একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্র প্রেরিত খলীফা হিসাবে 'হক্কুল ইবাদে'র এ খেয়ানতের কী জবাব আছে? পশ্চিমা বিশ্ব এ দায়িত্ব পালন করলেও বস্তুবাদের খপ্পরে পরে যেমন ভাল তেমনি দানবীয় শক্তিরও অধিকারী হয়েছে। মুসলমানদের হাতে এই বিজ্ঞান সাধনা কল্যাণকর কাজেই ব্যবহৃত হ'ত। দুঃখজনক যে, আজকাল ইসলামকে ক্ষমতা লাভের এক যোগ্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরিশেষে আমার অনুরোধ আপনাদের সংগঠনের দাওয়াতের সঙ্গে বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাওয়াতও পেশ করুন। বিত্তশালীদের উদ্বুদ্ধ করুন। ভোগকে ত্যাগের দীক্ষার পরামর্শ দিন। সংগঠনের কর্মীদের তাদের আয়ের একটা পার্সেন্টেজ নিয়মিত দানের পরামর্শ দিন। সংগঠনের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসাবে ভেজালশূন্য খাঁটি মালের কারখানা দিন। জনগণকে অনুপ্রেরণা দিন কারখানার মাল কেনা-বেচা করতে।

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে অক্ষম বিবেচনায় আমাকে যেটুকু জ্ঞান দান করেছেন আমি সক্ষম বিবেচনায় যাঁকে জানিয়ে দিলাম তাঁকে সাহায্য করুন এবং বরকতময় করুন- আমীন।

সৈয়দ সরওয়ারুদ্দীন
খাজাবাগ, নুরিয়া স্কুলের পিছনে
দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল- ৮২০০।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জয়পুরহাট ও কুষ্টিয়া সফর

মহিলা সমাবেশঃ

জয়পুরহাট ১৭ই জুলাই '০৩ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য পূর্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় স্থানীয় কালাই কমপ্লেক্স ২য় তালায় জামে মসজিদে যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, মা-বোনেরা মণিকাঞ্চনের উৎস। পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল মায়েদের কোলেই মানুষ হয়েছেন। স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা যা করতে পারেন, শক্তি দিয়ে পুরুষেরা তা করতে পারে না। নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা ব্যতীত সমাজ এক পা চলতে পারে না। তাদের স্বচ্ছন্দ গতির জন্যই আল্লাহ পাক উভয়ের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছেন। নেগেটিভ ও পজেটিভ দু'টি বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে যেমন পর্দা থাকা অপরিহার্য, নইলে আগুন ধরে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী, অনুরূপভাবে নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দা থাকা অপরিহার্য নইলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

তিনি বলেন, পর্দা বজায় রেখে নারী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারে এবং লেখা-পড়া, চাকুরী-বাকুরী, মসজিদে ছালাত আদায় সবই করতে পারে। তবে তাদের প্রকৃত কর্মস্থল হ'ল তাদের গৃহকোণ এবং সেখানেই তারা বাস্তবিক অর্থে নিরাপদ ও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারের নারীই একক কর্ত্রী।

তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের নামে পুরুষের পাশাপাশি সর্বত্র নারীকে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়ার যে মরণ খেলায় সরকার নেমেছে, তা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত বিদ্রোহ বৈ কিছুই নয়। তিনি বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নারীদের দূরে রাখার জন্য জোট সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান। সাথে সাথে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-র অন্তর্ভুক্ত সকল মা-বোনকে সকল রাজনৈতিক দলবাজী ও বিদ'আতপন্থী মহিলা সংগঠন সমূহ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। তিনি পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আন্দোলনে মহিলাদেরকে শরীক ও জামা'আতবদ্ধ করার জন্য মহিলা সংস্থার সদস্যাদের পরামর্শ দেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা সদস্য জনাব ডঃ মুছলেহুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা হাফীযুর রহমান, তাবলীগ সম্পাদক জনাব শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে সাড়ে তিন শতাধিক মহিলা সমবেত হন। যারা পর্দার মধ্যে থেকে বক্তব্য শোনেন। এতদ্ব্যতীত শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদ উদ্বোধনঃ

কালাই কমপ্লেক্সে মহিলা সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১০ কিলোমিটার দূরে নবনির্মিত বেগুনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ছালাত শেষে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠাই বড় কথা নয়, মসজিদ আবাদ করাই হ'ল বড় কথা। যার হৃদয় মসজিদের সঙ্গে লটকানো থাকবে, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পেয়ে ধন্য হবে। মসজিদ মানুষকে আখেরাতমুখী করে এবং ক্লাব ও বাযার মানুষকে দুনিয়ামুখী করে। তিনি মসজিদ আবাদ করার সাথে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে গৃহীত দৈনিক ও সাপ্তাহিক কর্মসূচী নিয়মিত ভাবে অনুসরণের বিষয়ে উপস্থিত মুছল্লীদের নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেন।

মহিলা মাদরাসা পরিদর্শনঃ

বেগুনগ্রাম থেকে সুধী সমাবেশে যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জয়পুরহাট হাউজিং এস্টেট সংলগ্ন নবপ্রতিষ্ঠিত মহিলা দাখিল মাদরাসা পরিদর্শন করেন। এ সময় মাদরাসার সুপার ও অন্যান্য শিক্ষকগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সুধী সমাবেশঃ

বিকাল ৪-টা থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত জয়পুরহাট টাউন হলে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে বিরাট সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ উপলক্ষ্যে যেলা শহরে ব্যাপকভাবে পোষ্টারিং ও মাইকিং করা হয়। প্রথমবারের মত টাউন হলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক আয়োজিত অত্র সুধী সমাবেশে ব্যাপক কর্মী ও সুধীবৃন্দের সমাবেশ ঘটে।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তির তোপের মুখে রয়েছে। বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের মাটির নীচে রয়েছে বিশ্বের সেরা তৈল ও গ্যাস সম্পদ। যার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে হায়েনারা সবাই। তাই গণতন্ত্রের নামে একদিকে পাশ্চাত্যের বিভেদাত্মক ও বস্তুবাদী রাজনৈতিক মতবাদের মাধ্যমে যেমন আমাদের ঘরে ঘরে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি করা হচ্ছে, অন্যদিকে ভোগবাদী ও পুঁজিবাদী দর্শনের মাধ্যমে গাছতলা ও পাঁচতলার অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিম্নবিত্ত ও ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে আখেরাত বিশ্বাসের শিথিলতার কারণে মানুষ ক্রমেই পশুত্বের নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পরিষ্কার নয়। কেবলমাত্র মৌখিকভাবে কালেমার স্বীকৃতি দানই ঈমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করে আমলবিহীন শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া আক্বীদার লোকসংখ্যা দেশে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে খারেজীদের চরমপন্থী আক্বীদার প্রসার ঘটিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র জিহাদের নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া ও চরমপন্থী খারেজী উভয় দলের বাইরে মধ্যপন্থী হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানায়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় ভাষণের শেষদিকে জয়পুরহাট প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ছাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করে জয়পুরহাটের ৯ লাখ মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করে হেপাটাইটিস-বি ইনজেকশন প্রোগ্রাম জয়পুরহাট থেকে প্রত্যাহার না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। যেলা সভাপতি মাওলানা হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা সদস্য জনাব ডঃ মুছলেহুদ্দীন। সমাবেশে দলমত নির্বিশেষে বহু সুধী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমণ ঘটে।

সমাবেশ শেষে যেলা সভাপতির আরামনগরস্থ বাসায় উপস্থিত জয়পুরহাট ও বগুড়া যেলা নেতৃবৃন্দের সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বৈঠকে মিলিত হন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অন্যান্য আন্দোলনের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। অতঃপর সেখান থেকে রাত্রি সাড়ে ১০-টার আন্তঃনগর ট্রেন ধরে পরের দিন সকালে কুষ্টিয়ার সুধী সমাবেশের উদ্দেশ্যে পোড়াদহ রওয়ানা হন। অতঃপর রাত্রি পৌনে ৩-টায় পেড়াদহে নামলে এলাকা সভাপতি জনাব মুবারক সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এলাকা সভাপতির বাসায় রাত্রি যাপন শেষে পরদিন সকালে যেলা সভাপতি ডঃ লোকমান হোসায়েন, সেক্রেটারী জনাব বাহারুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মীগণ এসে তাঁকে কুষ্টিয়া নিয়ে যান।

কুষ্টিয়া সুধী সমাবেশ

১৮ই জুলাই শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় স্থানীয় যেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব ডঃ লোকমান হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো বস্তুবাদী আদর্শের মায়া-মরীচিকায় আত্মভোলা মুসলমানদের এখুনি নিজ আদর্শমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যরূরী। তিনি বলেন, জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদের যিঞ্জীরে আবদ্ধ মুসলমান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকোজ্জ্বল রাজপথ থেকে ছিটকে পড়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এমনকি আমরা এখন ছহীহ হাদীছের উপরে সন্দেহবাদ আরোপ করে যুক্তিবাদের নিকটে আত্মসমর্পণ করছি। তিনি বলেন, বহু প্রাচীন গ্রীক দর্শনের অতি যুক্তিবাদী ঢেউ বহু মুসলিম পণ্ডিতকে ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত করেছে। ইসলামী আন্দোলনের বহু নেতা যুগে যুগে এর দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলার যমীনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ আন্দোলন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বাস্তবায়ন দেখতে চায়। সেজন্য রাসূলের দেখানো পথেই জনগণের সমর্থন নিয়ে তারা দ্বীন কায়েম করতে চায়। তিনি বলেন, প্রচলিত দলতন্ত্র ও প্রার্থী ভিত্তিক ভোটাভুটির গণতন্ত্রই সামাজিক শোষণ-নির্যাতন, সন্ত্রাস, অন্যায় ও অশান্তির মূল কারণ। এর বিপরীতে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতিই স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। তিনি বলেন, দলীয় প্রশাসন কখনোই নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে না। অথচ আমরা প্রত্যেকেই চাই নিরপেক্ষ শাসন। তিনি রাজনীতিবিদগণকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে ও সর্বোপরি পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ইসলামী ইমারত ও শূরা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাতিল মতবাদসমূহের সাথে আপোষ করে কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই এ আন্দোলন যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। ভবিষ্যতেও করে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সুধী সমাজকে আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে নিরপেক্ষ গবেষণার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মজলিসে আমেলা সদস্য ডঃ মুছলেহুদ্দীন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলী। সমাবেশে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের অনুসারী শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকাল সংবাদ

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের বিরল কৃতিত্ব

গত ২৮ জুন শনিবার 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২-২০০৩ যেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় 'দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা'র ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে। ক্বিরাআত, আযান, রচনা, ইসলামী জ্ঞান, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে মোট ৩০টি পুরস্কারের মধ্যে ১২টি পুরস্কার অত্র মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা পায়। উল্লেখ্য যে, গত ১৯ জুন'০৩ তারিখে সাতক্ষীরা সদর উপযেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩০টি পুরস্কারের মধ্যে অত্র মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা মোট ২১টি পুরস্কার পেয়ে যেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জনাব মুছলেহুদ্দীনের পি-এইচ, ডি লাভ

ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ,ডি গবেষক জনাব মুছলেহুদ্দীন সম্প্রতি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। আল-হামদুলিল্লা-হ। ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিলঃ Shah Waliullah's Contribution to Hadith literature: A critical study. ('হাদীছ সাহিত্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র অবদানঃ একটি সূক্ষ্ম পর্যালোচনা')। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আবদুল বারী এম,এ,ডি,লিট এবং পরীক্ষকমণ্ডলী ছিলেন প্রফেসর ডঃ ইজতিবা নাদভী (জামে'আ মিল্লিয়া, নয়াদিল্লীর সাবেক অধ্যাপক) এবং প্রফেসর ডঃ ইহতিশামুল হক নাদভী (কেরালার কালিফট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক)।

টাঙ্গাইল যেলার গোপালপুর উপযেলাধীন ভাদুরীর চর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মাওলানা শায়খুল ইসলামের প্রথম পুত্র মাওলানা মুছলেহুদ্দীন ইতিপূর্বে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা হ'তে হাদীছ ও ফিক্বাহ প্রথম শ্রেণীতে কামিল পাশ করে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদ-এর ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি,এ ও এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন। 'বাংলাদেশে সালাফী আন্দোলন' বিষয়ে এম,এ-তে তাঁর বিশেষ গবেষণাপত্র ছিল।

প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৪.৮.২০০৩ রবিবার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ১৬ ও ১৫ পৃষ্ঠার ১ম কলামে নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রের বরাতে 'আহলেহাদিস সংগঠনের ছদ্মাবরণে চলছে জামা'আতুল মুজাহেদীনের সব কার্যক্রম' এই মর্মে আহলেহাদিস আন্দোলন, তাওহীদ ট্রাষ্ট, রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (কুয়েত) ও আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (সঊদী আরব)-কে জঙ্গী সংগঠন আখ্যায়িত করে, দৈনিক 'আজকের কাগজে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক, সুসাহিত্যিক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্মীয় মাসিক 'আত-তাহরীক' -এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বর্তমানে সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে জড়িয়ে এবং দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে জড়িয়ে যে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর প্রকাশ করা হয়েছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, উপরোক্ত সংগঠন সমূহ কখনোই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করেনি, আজও করে না। বরং উক্ত সংগঠনগুলি শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে বহু মসজিদ, মাদরাসা, নলকূপ ও ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা ছাড়াও দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের নিঃস্বার্থ সেবা ও পরিচর্যার মাধ্যমে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহে বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্নমুখী ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে অবদান রেখে চলেছে। যেকোন দেশপ্রেমিক সচেতন ব্যক্তি তা ভালভাবেই জানেন। আমরা উক্ত ভিত্তিহীন ও মিথ্যা খবর পরিবেশনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। সাথে সাথে উপরোক্ত সংগঠনগুলিকে 'ওয়াহাবী মতাবলম্বী' অখ্যায়িত করে দৈনিক 'আজকের কাগজের' (২৪.৮.০৩) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রকাশ করছি।

আমরা সব ধরনের সন্ত্রাস ও চরমপন্থী তৎপরতাকে সব সময় ঘৃণা করি এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আন্দোলনে বিশ্বাস করি। এই সাথে আমরা ইসলামের সত্যিকারের খিদমতে নিয়োজিত দেশের ইসলামী সংগঠন সমূহ এবং নিঃস্বার্থ সমাজ সেবায় নিয়োজিত দেশী-বিদেশী ইসলামী এনজিও গুলিকে অহেতুক হয়রানি না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
নায়েবে আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
ও তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)

এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪২৬)ঃ যাকাত আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন নাকি সাপে দংশন করবে? ছহীহ দলীলের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হামযাহ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে, যাকাত না দেওয়া সম্পদগুলি সাপের আকৃতি ধারণ করে মালিকের গলায় পেঁচিয়ে থাকবে। তবে দংশন করবে কি-না সেকথা স্পষ্ট পাওয়া যায় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত সম্পদ মাথায় টাকপড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলায় বেড়ী দিয়ে থাকবে এবং সে তার মুখের দু'ধারের চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, যার অর্থঃ 'আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন অবশ্যই একথা না ভাবে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। কেননা তাদের কৃপণতার জন্য এই মাল অতিসত্ত্বর ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে' *(আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়)*। এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেড়ী পরানো হবে আযাবের জন্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়।

প্রশ্নঃ (২/৪২৭)ঃ আমি হজ্জে যাওয়ার মনস্থ করেছি। ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করতে হ'লে কোন্ বইটি অনুসরণ করব? আর কা'বা শরীফে প্রবেশের সময় 'আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা' বলা যাবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এহসানুল্লাহ
মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ ছহীহ-শুদ্ধভাবে এবং অতি সহজে বুঝার জন্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পড়াই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করছি। এছাড়াও শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায-এর 'মাসায়েলে হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পড়লে ভাল হয়।

মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ প্রকাশিত 'এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ' (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা ৫৪, ৫৫ পৃঃ) প্রবন্ধটিও পড়তে পারেন।

কা'বা শরীফে প্রবেশকালে ডান পা বাড়িয়ে নিম্নের দো'আটি পড়া সুন্নাত, بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَعُوْذُبِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- 'বিসমিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াস সালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা আ'উযুবিল্লা-হিল আযীম ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৪৯ মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

তবে দো'আটি মুখস্থ না থাকলে প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আটি পড়লেও চলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪২৮)ঃ সফর অবস্থায় সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে মাগরিব ও এশাকে একত্র করা যাবে কি?

-আছগর আলী
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময়ের পূর্বে ছালাত জমা করা জায়েয নয়। সফর অবস্থায় 'জমা তাক্বদীম' ও 'তাখীর' করে ক্বছর ছালাত আদায় করা যায়। যার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিব ও এশাকে একত্র করতেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা একত্র করে পড়তেন' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/২৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪২৯)ঃ কোন্ ধরনের গান ও গযল গাওয়া শরী'আতে জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
কাযীপুর. গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শিরক-বিদ'আত মুক্ত ও বাদ্য-বাজনা বিহীন এমন সব রুচিশীল গযল, কবিতা, গান গাওয়া শরী'আতে জায়েয, যা মানুষকে আখেরাতমুখী, নীতিবান ও ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এগুলি সুরের সাথে গাওয়াও শরী'আতে জায়েয আছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮০৫-৬, দারাকুৎনী,; মিশকাত হা/৪৮০৭ 'বায়ান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৩০)ঃ দেখতে প্রায় সাপের মত। আমরা তাকে কৈচার (কুঁচে) মাছ বলি। অনেকে সেটাকে খুব মজা করে খায়। আবার অনেকে খায় না। আমার প্রশ্ন- এটি খাওয়া যাবে কি?

-হাফীযুর রহমান
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুঁচে জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এটি এক প্রকার মাছ, সাপ নয়। কারো রুচি হ'লে এটি খেতে পারে। তবে কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমনটি নয়; বরং রুচি না হ'লে খাবে না। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গুঁই সাপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট 'যাব' রান্না করা গোশত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বলেন, এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। এটি আমার এলাকায় নেই। তখন খালিদ (রাঃ) তা সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার দিকে দেখতে লাগলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৩১)ঃ ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অক্ষমতার কারণে ক্ষমা করে দিলে তার বদলা কি হবে?

-আবদুর রহমান
কানাইহাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সক্ষম ঋণদাতা অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করে দিলে তার জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মিশকাত হা/২৯০২)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণগ্রস্তকে সময় দান করবে অথবা ঋণ মওকূফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে তাকে মুক্তি দান করবেন'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ তা'আলা তাকে (হাশরের মাঠে) তাঁর (রহমতের) ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩-৪ 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৩২)ঃ কোন নেতা যদি বায়তুল মাল আত্মসাৎ করে, তাহ'লে মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া যাবে কি? তার শাস্তি কি হবে?

-সোহেল রানা
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তার জানাযা পড়া যাবে। তবে সাধারণ মানুষ পড়াবে। কোন আলেম পড়াবেন না। এ ধরনের লোকদের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক তার কোন বান্দাকে কারু উপরে নেতৃত্ব প্রদান করলে যদি সে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬-৭ 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৩৩)ঃ পরিষ্কার বিছানার চাদরের এক পার্শ্বে ঋতুবর্তী স্ত্রী শুয়ে থাকা অবস্থায় চাদরের অন্য পার্শ্বে স্বামী ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঙ্গাবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে মিলন ব্যতীত সব কিছু করা জায়েয। সেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত আদায় সিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫-৪৮ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন একটি চাদরে, যার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত। অথচ তখন আমি ঋতু অবস্থায় ছিলাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০ 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৩৪)ঃ জনৈক বক্তা আনাস (রাঃ)-এর হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, উট, গরু ও ছাগল দ্বারা আক্বীক্বা করা যাবে। উক্ত মর্মের হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আযহারুদ্দীন বিশ্বাস
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃঃ)*। ছহীহ হাদীছে রয়েছে, পুত্র সন্তান হ'লে দু'টি ছাগল ও কন্যা সন্তান হ'লে একটি ছাগল ৭ম দিনে আক্বীক্বা দিতে হবে *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪১৫২, ৫৭, ৫৮ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ১৪, ২১ তারীখে আক্বীক্বা দেয়া সংক্রান্ত হাদীছ যঈফ *(ইরওয়া হা/১১৭০)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৩৫)ঃ একটি ওয়ায মাহফিলে শুনলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য আসমান হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন এবং যমীন হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন। আসমান হ'তে আমার দু'জন উযীর হ'লেন জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ)। আর যমীন হ'তে দু'জন উযীর হ'লেন আবুবকর এবং ওমর। উল্লিখিত কথাগুলি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আব্দুল্লাহ
নাটাইপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি তিরমিযীর একটি যঈফ হাদীছের হুবহু অনুবাদ, যা 'আবু বকর এবং ওমর (রাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে *(দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬০৫৬; যঈফ তিরমিযী হা/৭৫৮; যঈফুল জামে' হা/৫২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৩৬)ঃ বেকার হয়ে বাড়ীতে বসেছিলাম। কিছুদিন পূর্বে একটি সূদী ব্যাংকে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু সূদী ব্যাংকে চাকরি করার জন্য পিতা খুব অসন্তুষ্ট এবং তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বলছেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আযাদ আলী
নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূদী চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করা জায়েয নয়। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদ

প্রদানকারী, সূদের হিসাব লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'পাপে তারা সবাই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। উক্ত অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ এবং পিতার নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব *(লুক্বমান ১৫)*।

উল্লেখ্য যে, হারাম রূযী থেকে তওবা করে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ তাকে হালাল রূযীর পথ খুলে দেবেন। অন্যদিকে পিতার আদেশ পালন করার মধ্যে অশেষ নেকী রয়েছে। তাঁর দো'আর বরকতে সন্তান নিশ্চয়ই হালাল রূযী প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭ 'সদাচরণ' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, তানক্বীহ ৩/৩২৮)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৩৭)ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে এবং বিভিন্ন নির্জন স্থানে ছাত্র ও ছাত্রী দু'জন দু'জন করে বসে গল্প করতে দেখা যায়। আমার প্রশ্ন- নির্জনে ছেলে ও মেয়ে এভাবে একত্রে বসার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সরকার কি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না?

-আব্দুল খাবীর
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ঢেউ লেগেছে মুসলিম দেশগুলিতে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় সহ স্কুল-কলেজ সমূহেও অনুরূপ অবস্থা চলছে। যার ফলে ব্যভিচার বর্তমানে একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে নির্জনে সাবালক ছেলে ও মেয়ে একত্রে বসা নিষিদ্ধ। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেন, 'কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একাকী হ'লেই শয়তান তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

সরকারের উচিৎ সব ধরনের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশেষ করে মেয়েদের অভিভাবকগণকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণকে কঠোরভাবে সচেতন থাকতে হবে এ ব্যাপারে। তাহ'লে অশ্লীলতা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং এই নোংরা অসভ্য সমাজ অনেকাংশে সভ্য সমাজে পরিণত হবে। সাথে সাথে দায়িত্বশীলগণও পরকালীন জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি পাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক স্তরের দায়িত্বশীলই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৩৮)ঃ আমরা অনেকেই জায়নামাযে ছালাত আদায় করে থাকি। জায়নামাযে ছালাত আদায় করার কি কোন দলীল আছে?

-হাজী মঈনুদ্দীন
দোগাছী, পাবনা।

উত্তরঃ জায়নামাযে ছালাত আদায় করার বহু ছহীহ দলীল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ জায়নামায ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'মসজিদ হ'তে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ত্বাহারাত' অধ্যায়)*। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৪৯ ও ৫১)*। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জায়নামায যেন খুব রংচংয়ের না হয়, যাতে ছালাতের মধ্যে দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয় ও খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৩৯)ঃ 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা কি ঠিক? অনেক আলেম বলে থাকেন যে, কিতাবগুলিতে অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ রয়েছে বিধায় 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে।

-যোবায়ের আহমাদ
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ কিছু ওলামায়ে কেরাম বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এসব মহামতি ইমামগণের হাদীছ গ্রন্থগুলিকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলে থাকেন। যার অর্থ হাদীছের ছয়টি ছহীহ কিতাব। মূলতঃ ছহীহ কিতাব শুধু বুখারী ও মুসলিম। যাকে একত্রে 'ছহীহায়েন' বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীছই ছহীহ। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই স্ব স্ব কিতাবের নাম 'ছহীহ' বলেই নামকরণ করেছেন। কিন্তু এর বাইরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এ চারটি কিতাবে অধিকাংশ হাদীছ 'ছহীহ' হ'লেও তাঁরা কেউই স্ব স্ব কিতাবকে 'ছহীহ' বলে নামকরণ করেননি। কারণ সেখানে অনেক যঈফ হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর হিসাব মতে এগুলিতে সর্বমোট তিন হাযারের অধিক 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। যেমন আবুদাঊদে ১১২৭, তিরমিযীতে ৮৩২, নাসাঈতে ৪৪০ এবং ইবনু মাজাহতে ৯৪৮টি, সর্বমোট ৩৩৪৭টি *(দেখুনঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ ও যঈফ ইবনু মাজাহ)*।

অতএব দ্বীনী আলেমদের উচিৎ এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলা। বরং একত্রে 'কুতুবে সিত্তাহ' বা পৃথকভাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানে আরবা'আহ' বলা উচিৎ। কারণ মুহাদ্দিছগণের নিকটে এ দু'নামই সমধিক পরিচিত।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৪০)ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে 'এলকোহল' ব্যবহার করা যাবে কি? বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিতে পোটেন্সি মেডিসিনগুলি এলকোহল ছাড়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
কারবোনা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এলকোহল সন্দেহযুক্ত হ'লেও উপায়হীন অবস্থায়

চিকিৎসার স্বার্থে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

ঔষধে ব্যবহৃত এলকোহল শরী'আতে হারাম ঘোষিত মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ শরী'আত শুধুমাত্র 'মুসকির' ও 'খাম্‌র' জাতীয় শরাব বা মদকে হারাম করেছে। যা পান করলে স্বাভাবিকভাবেই বিবেকশক্তি লোপ পায়। আর ঔষধে ব্যবহৃত এলকোহলে বিবেকশক্তি লোপ পায় না। সুতরাং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচলিত এলকোহল ব্যবহারে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই' *(মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৬৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৪১)ঃ ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে অন্য সূরা পাঠ করা অবস্থায় কোন মুছল্লী জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে 'ছানা' পড়তে হবে কি? তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া বুকে হাত বাঁধলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম
টিকলীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের তেলাওয়াত অবস্থায় কোন মাসবূক ছালাতে শরীক হ'লে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে শুধু সূরা ফাতেহাই পড়তে হবে, 'ছানা' পড়তে হবে না। কারণ সূরা ফাতেহা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*। অপরদিকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত ছালাত সঠিক হবে না। কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ছালাতের 'রুকন'। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছালাতে সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে' *(আবূদাউদ, তিরমিযী, সনদ হাসান মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারুৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৪২)ঃ আমি গ্রামের নতুন একটি মসজিদে ইমামতি করি। আমি ও আমার ছোট চাচা ব্যতীত সকল মুছল্লীই সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষে। তারা আমাকে ফরয ছালাতান্তে জোরপূর্বক দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করতে বাধ্য করে। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধ মোনাজাত জায়েয আছে কি?

-আনোয়ার হোসাইন
ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি (বিদ'আত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮২, বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক 'আত-তাহরীক', ফেব্রুয়ারী '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৬; ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ১৬/৪৯)*।

মতএব জনগণের চাপে পড়ে অথবা রুযী-রোযগারের ভয়ে কোন বিদ'আত করা যাবে না। কারণ রুযীর দায়-দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে *(হূদ ১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে যা তাতে নাই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০ কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৪৩)ঃ কোন মুসলিম পুরুষ পরপর পাঁচ জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করলে তার স্ত্রী নাকি তালাক হয়ে যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইহার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাযী রোমান সরকার
পুরিন্দা সরকার বাড়ী, সাত্তগ্রাম
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ-১৬০৩।

উত্তরঃ পাঁচ জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করলে স্ত্রী তালাক হয় না। তবে তিন জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ পরপর তিন জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন' *(আবূদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৭১, 'জুম'আর ছালাত ফরয' অনুচ্ছেদ)*। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৪৪)ঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী 'ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ)' গ্রন্থে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়তে হবে না বলেছেন। কিন্তু ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছাদেকুর রহমান
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়ে নীরব থাকবে মর্মের কথাটি তাঁর ইজতিহাদ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেছেন, ইমামের ক্বিরাআত সরবে হৌক কিংবা নীরবে হৌক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবেঃ

بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَ الْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَ مَا يُخَافَتُ-

'ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য সকল প্রকার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, মুক্বীম অবস্থায় হৌক বা মুসাফির অবস্থায় হৌক, জেহরী ছালাতে হৌক বা সেরী ছালাতে হৌক'। অতঃপর বিভিন্ন ছালাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে বহু হাদীছ জমা করেছেন *(বুখারী ১/১০৪ পৃঃ ও তার পরের পৃষ্ঠা সমূহ; বিস্তারিত দেখুনঃ সকল প্রকার ছালাতে সর্বাবস্থায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতা বিষয়ে ইমাম বুখারী প্রণীত 'জুযউল ক্বিরাআত')*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৪৫)ঃ মেয়েরা হাতে, নখে মেহেদী দিয়ে থাকে। এমনকি পায়ের নখেও দেয়। পুরুষেরা কি ঐরূপ মেহেদী ব্যবহার করতে পারে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মেয়েদের ন্যায় পুরুষদের হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ মেহেদী এক ধরনের রঙ। আর পুরুষদের জন্য রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রাখো যে, পুরুষদের খোশবূ এমন, যাতে সুগন্ধি আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের খোশবূ এমন, যাতে রং আছে কিন্তু তা থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় না' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৪৩ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।*

তবে পুরুষদের জন্য পাকা দাঁড়ি ও চুলে মেহেদী ব্যবহার করার কথা হাদীছে এসেছে, কিন্তু তাতে কালো রং ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন যে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২; দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১১/৭৬ ও সংশোধনী সহ আগষ্ট '৯৮ পৃঃ ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৪৬)ঃ ছালাত আদায়কালে কেউ যদি দু'সিজদার স্থলে একটি সিজদা দেয়, তবে কি তাকে শুধু সহো সিজদা দিতে হবে? না ঐ রাক'আত পুনরায় আদায় করতে হবে?

-মুহসিন খান
কাজিয়াতল, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে বা কমবেশী হয়ে গেলে অথবা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে 'সিজদায়ে সহো' দেয়া আবশ্যক হয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে' *(শাওকানী, আস-সায়লুল জার্রার ১/২৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩)*।

আর যদি 'রুকন' তরক হয়ে যায়, তবে সেই রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনরায় তা আদায় করে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সহো সিজদা' করতে হবে।

এক্ষণে সিজদা যেহেতু ছালাতের রুকন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু 'সহো সিজদা' দ্বারা তা পূরণ হবে না। বরং পুনরায় তা আদায় করে সহো সিজদা করতে হবে *(মুগনী ১/৭২৮-২৯, মাসআলা নং ৯২৫, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৪৭)ঃ 'পীর' শব্দটি আরবী না ফারসী? পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না, পীরেরা তাদের মুরীদদের হাশরের ময়দান পার করাবেন এ ধরনের কথা কি ঠিক? শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী কি 'বড় পীর' ছিলেন? পীরগণ যেহেতু মুরীদদের সঠিক পথের সন্ধান দেন, সেহেতু তাঁদের মান্য করতে বাধা কোথায়?

-হাসানুয্যামান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'পীর' শব্দটি ফারসী। অর্থঃ বৃদ্ধ, প্রাচীন, প্রবীণ, ধর্মগুরু ইত্যাদি *(ফারহাঙ্গে জাদীদ পৃঃ ২০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেঈ-তাবঈনের যুগে পীর-মুরীদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না, পীরেরা তাদের মুরীদদের হাশরের ময়দান পার করাবেন এ ধরনের কথাবার্তা কুরআন-হাদীছে নেই। আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) অতি বড় একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি 'পীর' ছিলেন না। তাঁকে 'বড় পীর' বলা নিতান্তই অন্যায়। কোন 'পীর' নয়, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী যোগ্য আলেমগণই মাত্র সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, অন্য কেউ নন।

রায়-ক্বিয়াস ও বিদ'আতপন্থী আলেম থেকে দূরে থাকার জন্য ওমর (রাঃ) সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এরাই হ'ল সুন্নাতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের মনমত কথা বলে। এরা নিজেরা ভ্রান্ত ও অন্যকে ভ্রান্ত করে'। এক স্থানে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় দু'জন আলেম থাকলে তাদের মধ্যে কার নিকট থেকে ফায়ছালা জিজ্ঞেস করতে হবে এরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, তুমি 'আহলুল হাদীছ' আলেমের নিকট থেকে ফায়ছালা নিবে, 'আহলুর রায়' আলেমের নিকট থেকে নয়' *(ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বায্ হিমাম (বৈরুত ছাপা ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ১২, ১১৯)*। এদেশের অধিকাংশ পীরই মূর্খ এবং কুরআন-হাদীছের বিষয়ে অজ্ঞ। পক্ষান্তরে যারা আলেম আছেন, তাঁরা প্রায় সবাই তাক্বলীদ ও রায়পন্থী। অতএব দ্বীনী বিষয়ে তাদের নিকট থেকে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৪৮)ঃ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি? যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন ঈদগাহে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-জি, ডি সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ
১২৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ ই, এম, ই কোম্পানী
মাঝিড়া ক্যান্টনম্যান্ট, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্তমানে যেভাবে কোন কোন ঈদগাহকে গেইট, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্য করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনে আব্বাস বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা চাকচিক্যময় করেছে *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ,*

মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)।

তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব, ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সাজ-সজ্জা নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৪৯)ঃ মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী অনূদিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম' (আগষ্ট ১৯৯৫)-এর ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মূর্তি বিনষ্ট করার জন্য দ্বিতীয়বার খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) উযযা দেবী মন্দিরে এবং সা'দ বিন যায়েদ (রাঃ) মানাত দেবী মন্দিরে উপস্থিত হ'লে বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট কালো উলঙ্গ মহিলা বেরিয়ে আসে। তাঁরা উভয়েই তরবারী দ্বারা উক্ত মহিলা দু'জনকে হত্যা করেন। এথেকে জানা যায় যে, এসব মূর্তি শুধু পাথরের ছিল না, এর ভিতর মানবী বা দানবীও ছিল। হাদীছের আলোকে এর বাস্তবতা জানতে চাই।

-ফয়েযুদ্দীন সরকার
সম্পাদক, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ দেব-দেবী মূলতঃ পাথরের তৈরী। এদের কোন প্রাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে খালিদ বিন ওয়ালীদ 'উযযা' দেবী মন্দিরে তাকে ধ্বংস করার জন্য উপস্থিত হ'লে দারোয়ানের আহ্বানে শয়তান মহিলার রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। ফলে খালিদ (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। অনুরূপ সা'দ (রাঃ)ও 'মানাত' মন্দিরে মহিলাকে হত্যা করেন।

ইবনে হিশাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, উযযা মূলতঃ শয়তানই ছিল। সে নাখলা মন্দিরে এসেছিল *(কুরতুবী ৯/৬৬পৃঃ, সূরা নাজম, আয়াত নং ১৯-এর তাফসীর)*।

প্রকাশ থাকে যে, শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমনভাবে ইবলীস 'নাজদের শায়খ'-এর রূপ ধারণ করে 'দারুন নাদওয়া'র পরামর্শ বৈঠকে কুরায়েশ-নেতাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আনফালের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৫০)ঃ আমার বড় ছেলে আমার বাড়ীতে বসবাস করে। তাকে বিয়ে দিয়েছি, তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। সে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বৌমা ছালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় ঐ ছেলেকে সপরিবারে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারি কি?

-আনীসুর রহমান
কৃষ্ণপুর, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয তরককারী অবাধ্য সন্তানকে সংসার থেকে পৃথক করে দেওয়াটাই শরী'আত সঙ্গত। কারণ সন্তান যদি শরী'আতের পাবন্দ না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেই আখেরাতে তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বাড়ীর মালিক তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। ছেলের স্ত্রী-কন্যা ছেলের সাথেই যুক্ত। সেকারণ অবাধ্য ছেলের জন্য প্রযোজ্য হুকুম তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপরেও বর্তাবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক স্ত্রী, চার কন্যা, চার ভ্রাতা ও তিন ভগ্নি রেখে যান। প্রথম অর্থাৎ নিজ মায়ের পক্ষের সহোদর তিন ভ্রাতা ও দুই ভগ্নি এবং দ্বিতীয় মায়ের পক্ষের এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নি। মোট সম্পত্তি ৩০ (ত্রিশ) একর এবং নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকা আছে। কে কতটুকু পাবে?

-আমীর হোসাইন
রাজারামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে স্ত্রী পাবে ৮ এর ১ অংশ, কন্যারা পাবে ৩ এর ২ অংশ এবং অবশিষ্টাংশ পাবে সহোদর ভাই-বোনেরা। উল্লেখ্য যে, সহোদর ভাই-বোন থাকার কারণে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনেরা অংশ পাবে না।

মাসআলা ২৪ দিয়ে করে তার ৩ ভাগ পাবে স্ত্রী, ১৬ ভাগ পাবে কন্যারা এবং সহোদর ভাই-বোনেরা পাবে অবশিষ্ট ৫ ভাগ এবং এই ৫ ভাগ তাদের মধ্যে '১ ভাই ২ বোনের সমান' এই নিয়মে ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষণে ৩০ একর জমি ও ৫০,০০০/= টাকার মধ্যে স্ত্রী পাবে ১১ বিঘা ৫ কাঠা জমি ও ৬২৪৯.৯৯ টাকা, ৪ কন্যা পাবে ৬০ বিঘা জমি ও ৩৩,৩৩৩.৩৩ টাকা, ৩ ভাই পাবে ১৪ বিঘা ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি ও ৭৮১২.৫৪ টাকা এবং ২ বোন পাবে ৪ বিঘা ১৩ কাঠা ১২ ছটাক জমি ও ২৬০৪.১৮ টাকা।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৫২)ঃ হাদীছের সনদ কোথা থেকে শুরু হয়? মুছান্নিফ থেকে না ছাহাবী থেকে? সনদের মধ্যে সমালোচিত রাবী থাকলে সেটা 'যঈফ' হয় কেন? হ'তে পারে তার উপরের রাবীগণ ছিক্বাহ (বিশ্বস্ত) এবং আসলে হাদীছটিও ছহীহ ছিল।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন
মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা।

উত্তরঃ হাদীছের সনদ শুরু হয় 'মুছান্নিফ' থেকে। যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকেই 'যঈফ' হাদীছ বলে *(মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ২০)*।

বর্ণনাকারীদের কোন স্তরে কোন দুর্বল রাবী থাকলে তার কারণে হাদীছের বিশুদ্ধতা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। সেকারণে তা 'যঈফ' বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে, (অতঃপর) দেখা যায় যে, সেটি মিথ্যা, তাহ'লে সে হবে

মিথ্যুকদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। অতএব, কোনরূপ সন্দেহযুক্ত ও মিথ্যার উপরে ইসলামী শরী'আত ভিত্তিশীল নয়।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৫৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চারটি কাজ করলে মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। সে চারটি কাজ কি কি?

-তহুরা আখতার
সাতুটা, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন (১) তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে (২) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে (৩) স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং (৪) স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নাঈম, আল-হিলইয়াহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৫৪)ঃ শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ছালাতের আযান দেওয়া এবং উক্ত আযানে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে কি?

-আবুল হাশেম
পাইনমাইল, ভাওয়াল মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা ছালাতের আযান বলে গৃহীত হবে না; বরং ছালাতের সময় হ'লে পুনরায় আযান দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। তবে পুনরায় আযান না দিয়ে ছালাত আদায় করলেও তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু আযান যেহেতু ফরযে কেফায়াহ, সেহেতু তা অনাদায় থেকে যাওয়ার গোনাহ উক্ত মসজিদের মুছল্লীদের সকলের উপর বর্তাবে *(আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জাবরীন, আহকামুল আযান, পৃঃ ১৭-১৮)*।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না, এ মর্মে সকল বিদ্বান একমত। তবে ফজরের আযান ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া যাবে বলে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ প্রমুখ বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ফজরের পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পরে তা পুনরায় দিতে হবে না। বরং ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া আযানই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলীল হ'ল বেলাল (রাঃ)-এর সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ফজরের আযান দেওয়া প্রসঙ্গে বুখারী, নাসাঈ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীছ। যেখানে বলা হয়েছে, উভয় আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল খুবই কম। একজন নামতেন, অন্যজন উঠতেন *(মির'আত ২/৩৮০)*।

ইমাম নববী শরহ মুসলিমে বলেন, 'বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন এই মর্মে যে, বেলাল ছুবহে ছাদিক-এর পূর্বেই আযান দিতেন। অতঃপর ফজর উদিত হওয়ার পর মিনার থেকে অবতরণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতূম পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল সেরে এসে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিতেন' *(তানক্বীহ শরহ মিশকাত ১/১৩০ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ হা/৬৮০-এর ব্যাখ্যা)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, ফজরের আযান ওয়াক্তের সামান্য পূর্বে (بِزَمَانٍ يَسِيْرٍ) দেওয়া যেতে পারে এবং তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব নয়' *(মির'আত ২/৩৮২)*।

তবে এ বিষয়ে আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছই যথেষ্ট বলে অনুমিত হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দেন যে, لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ وَ مَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا। 'তুমি আযান দিয়ো না যতক্ষণ না তোমার নিকটে ফজর স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বলে তিনি স্বীয় দুই হাত বিস্তৃত করে দেখালেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০০; নায়লুল আওত্বার ২/১১৮পৃঃ)*। অতএব ফজরসহ সকল ছালাতে ওয়াক্তের পরেই আযান দেওয়া কর্তব্য, পূর্বে নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৫৫)ঃ ফজর, মাগরিব এবং এশার ক্বাযা ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পাঠ করতে হবে, না নীরবে? ক্বাযা ছালাতের একামত দিতে হবে কি?

-আইয়ুব আলী বিন সিরাজুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত সের্রী হৌক বা জেহরী হৌক ওয়াক্তের সাথে আদায়কৃত ছালাতের ন্যায় একামত সহ আদায় করাই শরী'আত সম্মত।

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ঐরূপভাবে ছালাত আদায় কর যেরূপভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছো' *(মুজামুল আলাইহি, মিশকাত হা/৬৮৩ 'আযান' অনুচ্ছেদ; বুখারী ১/৮৮ পৃঃ 'আযান' অধ্যায়)*।

তাবেঈ বিদ্বান যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একস্থানে ফজরের সময়ের আগে অবস্থান করলেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ)-কে ছালাতের জন্য জাগানোর দায়িত্ব দিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে বেলাল (রাঃ)ও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য উদিত হওয়ার পর ঘুম ভাঙলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করে আযান ও একামতের মাধ্যমে ছালাত সম্পাদন করলেন।

এমতাবস্থায় ছাহাবীগণের ভীতি-বিহ্বলতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ আমাদের প্রাণ সমূহকে কবয করেছিলেন, অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ফেরত দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তাহ'লে ঘুম থেকে উঠে অথবা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে জলদী করে সে যেন ঐ ছালাত সেরূপভাবে আদায় করে যেরূপ যথাসময়ে আদায় করত' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুরসাল সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৮৭ 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, জেহরী ছালাত

যদি দিনের বেলায় জামা'আত সহকারে আদায় করে, তবে সরবে ক্বিরাআত করবে। পক্ষান্তরে যদি একাকী আদায় করে, তবে ইচ্ছা করলে নীরবে ক্বিরাআত করতে পারে *(মুগনী ১/৬০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৫৬)ঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী রচিত 'আর-রাহীকুল মাখ্তূম' এবং মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' পড়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। অথচ আমাদের দেশে ১২ই রবীউল আউয়ালকে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামী বইগুলিতেও ১২ই রবীউল আউয়াল দেখা যায়। আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দুনিয়ার ৮০ ভাগ লোক ১২ তারিখ পালন করে। কাজেই এটাই ঠিক। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
কোমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিন ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার, এটাই ঠিক। ১২ই রবীউল আউয়াল ভুল। দুনিয়ার ৮০ ভাগ লোক ১২ তারিখ পালন করে এটাও ভুল কথা। আর কারু জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করাটাও বিদ'আত। অধিকন্তু ধর্মের নামে রাসূল (ছাঃ) -এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা জঘন্যতম বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনোই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করেননি।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৫৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন? পেষ্ট ও ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
আল-মা'হাদ, উত্তরা, সেক্টর-৬, ঢাকা।

উত্তরঃ বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিসওয়াক ছিল আরাক, যায়তূন অথবা খেজুর ডালের। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ডাল দ্বারা মিসওয়াক করতেন এটা জানা যেমন যরূরী নয়, তেমনি সে ডাল দিয়ে মিসওয়াক করাও যরূরী নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে যেকোন পদ্ধতিতে দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮১)*। কাজেই বর্তমান পেষ্টগুলি যদি হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী হয় এবং দাঁতের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহ'লে তা দ্বারা মিসওয়াক করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৫৮)ঃ জনৈক মাওলানার মুখে শুনলাম, মুসলমান মৃত গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে বিক্রি করতে পারে। একথা কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ,এম, লিটন
কাযীগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত কথা সঠিক। মুসলমান মৃত গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে বিক্রি করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মায়মূনা (রাঃ)-এর দাসীকে একদা একটি ছাগল ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছিল। সে ছাগলটি মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া ছিলে নিচ্ছনা কেন? তোমরা এটা পবিত্র করে নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হবে। তারা বলল, ছাগলটি মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই ছাগলটি খাওয়া হারাম (কিন্তু তার চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম নয়)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৯ 'ত্বাহারত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৫৯)ঃ প্রচলিত তাবলীগ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগের মধ্যে পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মফীযুল ইসলাম
এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রচলিত তাবলীগ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগের মধ্যে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত তাবলীগের ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নের উপর। মাওলানা ইলিয়াস ১৩৪৪ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্জে যান। এই সময় মদীনায় অবস্থানকালে তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, 'আমি তোমার দ্বারা কাজ করে নিব'। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, আজকাল স্বপ্নে আমার উপর সঠিক জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটছে। সেজন্য তোমরা চেষ্টা কর যাতে আমার ঘুম বেশী আসে। অতঃপর তার মাথায় বেশী করে তেল মালিশ করা হয়, যাতে ঘুম বেশী হয়। তিনি আরো বলেন, এই তাবলীগের নিয়মও আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয় *(মালফূযা-তে মাওলানা ইলিয়াস পৃঃ ৫১, গৃহীতঃ আব্দুর রহমান উমরী, তাবলীগী জামা'আত (দরিয়াগঞ্জ, নয়াদিল্লীঃ দারুল কিতাব ১৯৮৮) পৃঃ১৩)*। প্রচলিত তাবলীগী নেছাব অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ এবং উদ্ভট কল্প-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগ ছিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের তাবলীগ *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন 'তাবলীগে দ্বীন' ডিসেম্বর '৯৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৬০)ঃ সূরা কাহফের ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। এখানে নাকি বলা হয়েছে 'পীর' ছাড়া সঠিক পথ পাওয়া যাবে না।

-মাহমূদা খাতুন
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ আয়াতটি হচ্ছে وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا– 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনও কোন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শনকারী পাবেন না'। আল্লাহ তা'আলা এখানে 'কাহফ' বা গুহাবাসীদের বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাই তাদের কেউ ভ্রান্ত করতে পারেনি। এখানে 'ওলী' ও 'মুরশিদ' অর্থ পীর নয়; বরং সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শক। বান্দার প্রকৃত সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক হ'লেন আল্লাহ।

তিনি সরাসরি অথবা কাউকে দিয়ে বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। এর অর্থ পীর-আউলিয়া নয়। পীরবাদ, গুরুবাদ, ছূফীবাদ ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বিদ'আতী দর্শন ও তরীকার অনুসারীরা উক্ত আয়াতকে নিজেদের স্বার্থে অপব্যাখ্যা করে থাকে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৬১)ঃ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা ওযূ করা যাবে কি?

-আবুল কালাম
উপজেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা ওযূ করা যাবে না। কারণ এর প্রমাণে কোন দলীল নেই। খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযূ করার প্রমাণে যে হাদীছ রয়েছে তা 'যঈফ' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৪, আহমাদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৮০ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*। পানি না থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মাটিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন *(মায়েদাহ ৬)*। অন্য কোন তরল পদার্থের কথা বলেননি।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৬২)ঃ কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'আসসালা-মু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়ালাকুম...' দো'আটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মূসা
নানাহার, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৩৩৭২; যঈফ তিরমিযী হা/১৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৫ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। কবর যিয়ারতে ছহীহ দো'আ নিম্নরূপঃ

(١) اَلسَّـــلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُــؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُسْلِمِيْنَ، وَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَ
الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু 'আলা আহ্‌লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

(٢) اَلسَّـــلاَمُ عَلَيْكم أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُــؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ
اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৬৩)ঃ পেশাব করার পর পানি ব্যবহার করে বদনার বাকী পানিতে ওযূ করা যায় কি?

-ইউনুস
গোবিন্দপুর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে। কারণ তাতে অপবিত্র কোন কিছু পড়েনি। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ...'নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৮ 'পানির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। যে সমস্ত কারণে পানি অপবিত্র হয়, ওযূর অবশিষ্ট পানি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৬৪)ঃ একাকী ছালাত আদায় করার পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?

-তাজুল ইসলাম
দেইলপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। কাজেই একাকী ছালাত আদায়ের পর হাত তুলে দো'আ করা ঠিক নয় *(আলোচনা দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল 'ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ' পৃঃ ৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৬৫)ঃ আমার পিতা একজন বৌদ্ধ ধর্মের লোকের সাথে ব্যবসা করেন। অনেক সময় তাদের নিকটে থাকতে হয় এবং খেতে হয়। এভাবে থাকা খাওয়া যাবে কি?

-মশীউর রহমান
মহিষখোচা, আদিতমারী কলেজ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ নিজ ধর্ম যথাযথভাবে বজায় রেখে বিধর্মী কোন ব্যক্তির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও থাকা-খাওয়া জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৮)*।

খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খান
স্বত্বাধিকারী
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, নৌরহাজী
ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯৩৭৫

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

YEAR TABLE (6th. Vol.) বর্ষসূচী-৬ (Oct. 2002 to Sept. 2003)

(৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০২ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত)

✪ সম্পাদকীয়ঃ

১. ইসরা ও মি'রাজ (অক্টোবর ২০০২) ২. অপারেশন ক্লীনহার্ট ও রামাযান (নভেম্বর ২০০২) ৩. হালাকু-র পুনরাবির্ভাব ও আমাদের করণীয় (ডিসেম্বর ২০০২) ৪. উৎসের সন্ধানে (জানুয়ারী ২০০৩) ৫. সীমান্তে পুশইনঃ মানবতা তুমি কোথায়! (ফেব্রুয়ারী ২০০৩) ৬. আত্মনিবেদনের পুরস্কারঃ কুরবানী ও আশূরা (মার্চ ২০০৩) ৭. ইরাকে মার্কিন হামলাঃ বিশ্ব বিবেক জেগে ওঠ (এপ্রিল ২০০৩) ৮. বাগদাদের পরাজয়ঃ আমেরিকার পতনের সূচনা (মে ২০০৩) ৯. হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর (জুন ২০০৩) ১০. আন্দোলনই মুখ্য (জুলাই ২০০৩) ১১. ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম (আগষ্ট ২০০৩) ১২. প্রকৃত জিহাদই কাম্য (সেপ্টেম্বর ২০০৩) ।

✪ দরসে কুরআন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি (জুলাই ২০০৩)।

✪ দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. মাহদীর আগমন (ফেব্রুয়ারী ২০০৩), ২. হাদীছের প্রামাণিকতা (৬/১১, ১২)।

✪ প্রবন্ধঃ

অক্টোবর ২০০২

১. শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) (৬/১,২,৩) *-মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী* ২. বুলূগুল মারামঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলিত এক অনন্য হাদীছ গ্রন্থ *-নূরুল ইসলাম* ৩. বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা (৬/১,২,৩ ও ৪) *-হাফেয মাসঊদ আহমাদ* ৪. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. প্রসঙ্গঃ প্রচলিত নিয়ত *-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম সিরাজী* ৬. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের কর্ম-সাধনায় ইসলামী চিন্তার প্রভাব *-অধ্যাপক ডাঃ বদরুল আনাম* ৭. পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট জাতিসংঘ ও পাশ্চাত্য বিশ্ব *-ফিরোজ মাহবূব কামাল* ৮. বাংলাদেশে ইসলাম ও আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিক দৈন্য *-ফিরোজ মাহবুব কামাল।*

নভেম্বর ২০০২

৯. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল - *আত-তাহরীক ডেস্ক* ১০. পানাহারঃ ইসলামের বিধান, রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ এবং আমরা *-ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* ১১. শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান (৬/২, ৩) *-মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন* ১২. সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ (৬/২,৩,৪) *-মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ১৩. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান (৬/২,৩) *-ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর।*

ডিসেম্বর ২০০২

১৪. ঈদুল ফিতরঃ তাৎপর্য ও করণীয় *-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ১৫. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৬. ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৭. মাতা-পিতা ও সন্তানঃ একের প্রতি অপরের হক্ব, অধিকার ও কর্তব্য *-আব্দুল কাদের বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব।*

জানুয়ারী ২০০৩

১৮. হে যুবক! আল্লাহকে ভয় কর (৬/৪, ৫) *-শেখ মাহদী হাসান* ১৯. ওয়াদা *-রফীক আহমাদ* ২০. দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও না করার পরিণতি *-হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব* ২১. এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ফেব্রুয়ারী ২০০৩

২২. কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৩. পর্দা ও মুসলিম নারী সমাজ *-আব্দুল কাদের বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব* ২৪. অধিক কল্যাণের দো'আ *-যহুর বিন ওছমান* ২৫. মৃত্যু *-রফীক আহমাদ* ২৬. আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল *-এডভোকেট গিয়াছুদ্দীন আহমাদ।*

মার্চ ২০০৩

২৭. মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচয় *-আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন* ২৮. ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ *-অনুবাদঃ মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ২৯. কুরআনে আল্লাহ্র পরিচয় *-মুখতার বিন আব্দুল গণী* ৩০. পবিত্র হজ্জের খুৎবা ২০০৩ *-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩১. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩২. সূরা মাঊনের সামাজিক শিক্ষা (৬/৬, ৭, ৮) *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।*

এপ্রিল ২০০৩

৩৩. মুসলমানদের অধঃপতন কেন *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩৪. সময় এক অমূল্য সম্পদ *-শেখ মাহদী হাসান* ৩৫. ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

মে ২০০৩

৩৬. প্রচলিত জাল হাদীছ ও সমাজে তার বৈরী প্রভাব (৬/৮, ৯) *-মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী* ৩৭. শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা *-আবূ সা'দিয়া ইবনে খাজা ওছমান গণী ও ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ* ৩৮. শয়তানঃ মানুষের চরম শত্রু (৬/৮, ৯) *-রফীক আহমাদ* ৩৯. জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের হারানো সম্পদ *-আব্দুছ ছামাদ সালাফী।*

জুন ২০০৩

৪০. আধুনিক সংস্কৃতিঃ একটি সমীক্ষা (৬/৯, ১০) *-মাসঊদ আহমাদ।*

জুলাই ২০০৩

৪১. ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৬/১০, ১১, ১২) *-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।*

আগষ্ট ২০০৩

৪২. পলাশীঃ স্বাধীনতা হারানোর এক বেদনাময় স্মারক-*মোহাম্মাদ আবদুল গফুর* ৪৩. সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রুসেডঃ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ -*ডাঃ ফারুক বিন আব্দুল্লাহ* ৪৪. স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাযার টাকার ঋণ ও অনুদান -*হারুনুর রশীদ* ৪৫. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ঃ একটি পর্যালোচনা -*মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন।*

সেপ্টেম্বর ২০০৩

৪৬. আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কুরআন মাজীদের প্রভাবঃ একটি সমীক্ষা - *নূরুল ইসলাম।*

✪ ছাহাবা চরিতঃ

১. উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (জানুয়ারী ২০০৩) ২. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা -*নূরুল ইসলাম* (জুলাই ২০০৩)।

✪ মনীষী চরিতঃ

১. বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাজদী (রহঃ) -*নূরুল ইসলাম (মে, জুন ২০০৩)*।

✪ অর্থনীতির পাতাঃ

১. দারিদ্র বিমোচন ও বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা (এপ্রিল ২০০৩) -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

✪ সাময়িক প্রসঙ্গঃ

১. বিদেশী সাহায্য সম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক কিছু কথা এবং প্রস্তাবনা -*মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মুলক* (অক্টোবর ২০০২) ২. কে সন্ত্রাসী? -*মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার* (ফেব্রুয়ারী ২০০৩) ৩. আশরাফুল মাখলূকাতের এই কি পরিচয়? -*মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক* (মার্চ ২০০৩) ৪. আক্রান্ত ইরাকঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসন -*শামসুল আলম* (এপ্রিল ২০০৩) ৫. মধ্য প্রাচ্যে ইসরাঈলী বর্বরতাঃ নির্বিকার আরব নেতৃবৃন্দ -*মুহাম্মাদ রায়হান আলী* (এপ্রিল ২০০৩) ৬. ইরাক যুদ্ধঃ মানবতার বিরুদ্ধে পশুত্বের বিজয় -*আত-তাহরীক ডেস্ক* (মে ২০০৩) ৭. প্রসঙ্গঃ জাতিসংঘ -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (জুন ২০০৩) ৮. যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারঃ ফ্যাসিবাদের আরেক নগ্ন মূর্তি -*আব্দুর রহমান* (জুন ২০০৩)।

✪ নবীনদের পাতাঃ

১. ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত (অক্টোবর ২০০২) -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*, ২. সমাজের নীল দর্পণ (জুন ২০০৩) -*গোলাম কিবরিয়া*।

✪ হাদীছের গল্পঃ

১. হে আদম সন্তান! তুমি কি মৃত্যু ও কবরের জন্য সদা প্রস্তুত? -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (জুন ২০০৩)।

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ

১. (ক) আল্লাহ্‌র সাহায্য পেতে হ'লে (খ) সিংহ ও ইঁদুর (গ) শিকারী ও ঘুঘু পাখী (ঘ) তাবীয -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (অক্টোবর ২০০২) ২. মাতৃত্বহীনা নারী-*ঐ* (নভেম্বর ২০০২) ৩. (ক) স্বভাব কমই বদলায় (খ) বাদশাহ আমানুল্লাহ্‌র বিচক্ষণতা -*ঐ* (ফেব্রুয়ারী ২০০৩) ৪. (ক) নিমেষে (খ) একজন শিক্ষকের শেষ জীবন -*ঐ* (মার্চ ২০০৩) ৫. উচিত শিক্ষা -*আব্দুর রাযযাক* (মে ২০০৩) ৬. (ক) দাম্পত্য জীবন (খ) প্রতিবেশী -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (জুন ২০০৩) ৭. সিদ্ধান্ত -*মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম* (আগষ্ট ২০০৩) ৮. সাপ ও স্বপন -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (সেপ্টেম্বর ২০০৩)।

✪ চিকিৎসা জগৎঃ

১. (ক) ষ্ট্রোক প্রতিরোধে কলা (খ) ব্রণ সম্পর্কে যা না জানলেই নয় (অক্টোবর ২০০২) ২. (ক) রোগ প্রতিরোধে রসুনের ভূমিকা (খ) আঘাত লেগে দাঁত পড়ে গেলে করণীয় (নভেম্বর ২০০২) ৩. শিশুর দুধ তোলা ও গা মোচড়ানো -*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী* (ডিসেম্বর ২০০২) ৪. হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান -*ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (জানুয়ারী ২০০৩) ৫. হাঁপানী ও তার চিকিৎসা -*ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন* (ফেব্রুয়ারী ২০০৩) ৬. মৃগী রোগ -*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক* (মার্চ ২০০৩) ৭. ভয়ঙ্কর ঘাতক ব্যাধি এইডসঃ মৃত্যুই যার একমাত্র পরিণাম -*মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম* (এপ্রিল ২০০৩) ৮. সারসঃ আরেকটি ঘাতক ব্যাধির থাবা -*ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুদ্দৌলা* (মে ২০০৩) ৯. ন্যাবা ও তার প্রতিকারে হোমিওপ্যাথি-*ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (জুন ২০০৩), ১০. কুরআনের ওষুধ -*ডাঃ এহসানুল কবীর* (জুলাই ২০০৩) ১১. (ক) বর্ষায় নাক, কান ও গলার অসুখ (খ) দন্তক্ষয় রোধে চা -*সংকলিত* (আগষ্ট ২০০৩)।

✪ মহিলাদের পাতাঃ

১. নারীদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব -*মুসাম্মাৎ আখতার বানু* (ডিসেম্বর ২০০২) ২. প্রসঙ্গঃ হিল্লা বিবাহ -*তাহেরুন নেসা* (ফেব্রুয়ারী ২০০৩)।

✪ দিশারীঃ

১. (ক) ঢাকায় মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমন! (স.স.) (খ) মাযহাব মানব কেন? বই প্রসঙ্গে -*এ,বি,এম আহমাদ আলী* (ফেব্রুয়ারী ২০০৩) ২. ছূফীবাদ বনাম ইসলাম -*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* (এপ্রিল ২০০৩)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

(১) সম্পাদকীয় ১২টি (২) দরসে কুরআন ১টি (৩) দরসে হাদীছ ২টি (৩) প্রবন্ধ ৪৬টি (৫) ছাহাবা চরিত ২টি (৬) মনীষী চরিত ১টি (৭) অর্থনীতির পাতা ১টি (৮) সাময়িক প্রসঙ্গ ৮টি (৯) নবীনদের পাতা ২টি (১০) হাদীছের গল্প ১টি (১১) গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৮টি (১২) চিকিৎসা জগৎ ১১টি (১৩) মহিলাদের পাতা ২টি (১৪) দিশারী ২টি ও (১৫) প্রশ্নোত্তর ৪৬৫টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কলাম গুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর ২০০২ (৬/১)	আমীনুল ইসলাম, প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী কলেজ, নওগাঁ।	জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ পাপ স্বেচ্ছায় নিজের উপর নিতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন কি?	(১/১)
	শামসুয যোহা, নাযিরা বাজার, ঢাকা।	খুৎবায় জনৈক খত্বীব বললেন, 'শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক ছিন্ন রেখে মারা যায়, তাহ'লে সে জাহান্নামে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(২/২)
"	এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, সাতক্ষীরা।	'মালাকুল মাউত' (জান কবযকারী ফেরেশতা) একাই জান কবয করবেন, না সাথে সহযোগী ফেরেশতা থাকেন?	(৩/৩)
"	পারভেজ সাজ্জাদ, জয়পুরহাট।	আমি অনেক দিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, পেশাব শেষে যখন উঠে যাই তখন দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কাপড়ে কয়েক ফোঁটা পেশাব পড়ে। কুলুপ ব্যবহার করে কাজ হয় না। চিকিৎসা করেও ভাল ফল পাই না। এমতাবস্থায় আমার ছালাত শুদ্ধ হচ্ছে কি?	(৪/৪)
"	শহীদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, জয়েন্তীবাড়ী, দারুল হুদা বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা, বগুড়া।	আমি ইসলামী ব্যাংকে একটি ডি,পি,এস খুলেছি। প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা হিসাবে প্রতি বছর ৬০০০/= টাকা এবং দশ বছরে ৬০,০০০/= জমা দিয়ে দশ বছর পর ১,২০,০০০/= টাকা পাব। এই ডি,পি,এস কি জায়েয?	(৫/৫)
"	সুলতানুল ইসলাম, গ্রামঃ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।	যারা হিজড়া তারা মহিলাদের পোষাক পরিধান করে মহিলাদের সাথে চলাফেরা-উঠাবসা করতে পারে কি?	(৬/৬)
"	মাশুকুর রহমান, সাধুর মোড়, রাজশাহী।	'তাবলীগ জামাতে'র লোকেরা বলে থাকেন, শহীদের মর্যাদা অপেক্ষা দ্বীনের পথে দা'ওয়াত দাতার মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ শহীদ হয়ে গেলে আমল বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঈ যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন দা'ওয়াতের মাধ্যমে নেকী অর্জন করতে থাকেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।	(৭/৭)
"	শহীদা খাতুন, মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।	সন্তান প্রসবের সময় মাহ্‌রাম মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা সেখানে যেতে পারে কি?	(৮/৮)
"	মা'রূফুর রহমান, সাধুর মোড়, রাজশাহী।	ছালাতের সালাম ফিরানোর সময় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলতে হবে, না শুধু ورحمة الله পর্যন্ত বলতে হবে?	(৯/৯)
"	মহিবুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে দ্বারে দ্বারে অপেক্ষা করার মূল্য, শবেক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে দো'আ করলে যে নেকী হয় তার চেয়েও হাযার হাযার গুণ বেশী। একথা কি ঠিক?	(১০/১০)
"	ফারূক আহমাদ, সোহাগদল, স্বরূপকাটি, পিরোজপুর।	মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর ইক্বামত দিয়ে সরবে ক্বিরা'আত করে পুনরায় জামা'আত করা যাবে না, কথাটি কি ঠিক?	(১১/১১)
"	আবুল কালাম আযাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?	(১২/১২)
"	আবু মূসা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	ঋতু অবস্থায় কোন মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/১৩)
"	আব্দুছ ছামাদ, খলসী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	'প্রতিটি দাড়িতে একজন করে ফেরেশতা থাকেন' এর সত্যতা জানতে চাই।	(১৪/১৪)
"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ। ও আব্দুল ওয়াহহাব, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত বছর জীবিত ছিলেন? তিনি মক্কা ও মদীনায় কত বছর করে অবস্থান করেছেন। আত-তাহরীক জুলাই '০২ সংখ্যায় মক্কা ও মদীনায় ১০ বছর করে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।	(১৫/১৫)
"	মুহাম্মাদ ছাদেক হুসাইন, বংশাল (মালিবাগ), ঢাকা।	যে সমস্ত বাড়ী নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে রাখা হয়, সে সমস্ত বাড়ীর যাকাত দিতে হবে কি?	(১৬/১৬)
"	হুসনেআরা আফরোজ, বোহাইল, বগুড়া।	একটি বইয়ে লেখা আছে, জুম'আর দিন আছর ছালাতান্তে উক্ত স্থানে বসে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি'আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা' এ দরূদটি ৮০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ ৮০ বছরের ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব দান করেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১৭/১৭)

"	মুহাম্মাদ ইউনুস চৌধুরী, ঠিকানা বিহীন।	কোন অনুষ্ঠানে ঝিলি-মিলি বাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা কি জায়েয?	(১৮/১৮)
"	মুসাম্মাৎ মুনীরা, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।	জনৈক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে প্রায় ১৮ দিন ছালাত আদায় করতে পারেনি। এখন তা আদায় করতে হবে কি? আদায় করতে হ'লে পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/১৯)
"	বেগম বদর-উন-নিসা, নতুন বিলশিমলা, রাজশাহী।	ওযূ করার সময় ওযূর অঙ্গে ক্ষত বা অপারেশনকৃত চোখ পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে কি? পট্টি থাকলে মাসাহ করতে হবে, না-কি শুধু তায়াম্মুম করলেই চলবে?	(২০/২০)
"	মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন, হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী।	'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে কোন ছালাত আছে কি? তা আদায় করার পদ্ধতি জানতে চাই।	(২১/২১)
"	আযাদ, বল্লা বাজার, টাংগাইল।	একজন নিরক্ষর মুমিন ও একজন আলেমের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?	(২২/২২)
"	মুহাম্মাদ হাশমত আলী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	ওযূ করার পর শরীরের কোন অঙ্গে নাপাকী লেগে থাকলে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?	(২৩/২৩)
"	আবুল কালাম আযাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	মিম্বর তৈরীর পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি লাঠি হাতে খুৎবা দিতেন?	(২৪/২৪)
"	*আব্দুল করীম, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*	প্রাণীর ছবিযুক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা যায় কি?	(২৫/২৫)
"	*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ডুমুরিয়া, খুলনা।*	জনৈক ব্যক্তি দু'দিন পর্যন্ত পান্তা ভাত রেখে খেতে অভ্যস্ত, যা অনভ্যস্ত কেউ খেলে মাথায় চক্কর দেয়। এরূপভাবে ভাত রেখে খাওয়া যাবে কি?	(২৬/২৬)
"	*শামীম রেযা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।*	মসজিদে ঘুমানো বা খাওয়া-দাওয়া করা যায় কি?	(২৭/২৭)
"	*মেহবাহুল ইসলাম, অভয়ব্রীজ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।*	ইক্বামতের দো'আ أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا সঊদী আরবের একটি কিতাব বইয়ে দেখলাম। কিন্তু আহলেহাদীছ মসজিদে বলতে দেখিনা। অনেকে আপনারা নাকি 'যঈফ' বলেছেন। প্রমাণসহ জানতে চাই।	(২৮/২৮)
"	*খায়রুল আনাম, গাবতলী, ঢাকা।*	কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যায়।	(২৯/২৯)
"	*শরফুদ্দীন আহমাদ, ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।*	বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা হ'লে জানাযা পড়া শরী'আত সম্মত কি-না? সঊদী আরবে রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা হয় কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/৩০)
"	*যমীরুদ্দীন, মিয়াঁপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*	জনৈক ব্যক্তি প্রায় ৩০ বছর ছালাত আদায় করেনি। বরং বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল। তার একটি সন্তান মারা যাওয়ায় এখন সে তওবা করে ফিরে এসেছে। প্রশ্ন হ'ল, তাকে পূর্বকৃত পাপের হিসাব দিতে হবে কি?	(৩১/৩১)
"	*শাহজাহান, কালাই, জয়পুরহাট।*	বিদেশে থাকার দরুণ আপনজনের জানাযা পড়তে না পারায় দেশে ফিরে কবরস্থানে গিয়ে দু'একজন সাথে নিয়ে জানাযা পড়া এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে তিন মুষ্টি মাটি দেওয়া যাবে কি?	(৩২/৩২)
"	*রফীকুল ইসলাম, ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।*	দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি? দাজ্জাল পৃথিবীতে কখন আসবে? দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?	(৩৩/৩৩)
"	*শাহাদৎ হুসাইন, বাগমারা, রাজশাহী।*	ছালাতের মধ্যে সিজদার দো'আ শেষে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ এবং সালামের বৈঠকে দো'আ মাছূরা শেষে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ পড়া যাবে কি?	(৩৪/৩৪)
"	*হালীমা বেগম, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।*	বোরক্বা বিহীন কোন মহিলা কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে কি?	(৩৫/৩৫)
		***	
নভেম্বর ২০০২ (৬/২)	*আবু যার গিফারী, সাং চরশ্যামপুর, রাজশাহী।*	ছালাতুত তারাবীহ ১১ রাক'আত ও ২০ রাক'আতের হাদীছগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে সমাধান চাই।	(১/৩৬)
"	*হুসনেআরা আফরোজ, বোহাইল, বগুড়া।*	গর্ভাবস্থায় সূরা আলে ইমরান পড়লে বাচ্চা দ্বীনের দাঈ হয়, সূরা ইউসুফ পড়লে বাচ্চা সুন্দর হয়, সূরা মুহাম্মাদ পড়লে বাচ্চা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত ধৈর্যশীল হয় এবং সূরা লুক্বমান পড়লে বাচ্চা জ্ঞানী হয়, এ ধরনের কথা কি ঠিক?	(২/৩৭)
"	*আবেদা সুলতানা, মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।*	এমন কোন কথা আছে কি যেগুলি স্ত্রী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মুখে উচ্চারণ করলে স্বামী তালাক হয়ে যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৩৮)
"	*এ, কে, আযাদ, বাসুদেবপাড়া, বাগমারা,*	যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে তার পাপ সমূহ মুছে ফেলা হবে, যদিও তা	(৪/৩৯)

	রাজশাহী।	সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়। এ হাদীছটি কি ছহীহ?	
"	আবদুল মালিক, উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।	মা হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে কি?	(৫/৪০)
"	মুহসিন, জোরবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	আযানের সময় মহিলাদের মাথায় কাপড় দেওয়ার গুরুত্ব কি? না দিলে পাপ হবে কি-না? দলীল সহ জানতে চাই।	(৬/৪১)
"	আব্দুল্লাহেল কাফী, পারহাটী, ধুনট, বগুড়া।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযা বর্তমান জানাযার সদৃশ ছিল, নাকি ভিন্নতর ছিল?	(৭/৪২)
"	সৈয়দ আলী, খাসমহল, পঞ্চগড়।	ধান এবং টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি?	(৮/৪৩)
"	সুলতানা রাযিয়া, পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।	রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে?	(৯/৪৪)
"	মুহাম্মাদ সেলিম (ডন), গুলশান ১নং, ঢাকা।	কুকুর দ্বারা শিকার সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(১০/৪৫)
"	বিয়াউর রহমান, কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জুম'আর খুৎবার সুন্নাতী পদ্ধতি কি?	(১১/৪৬)
"	বাকী বিল্লাহ, সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	সাধারণতঃ শহরের মসজিদগুলোর নীচ তলা দোকান হিসাবে ভাড়া দেয়া হয়। যারা দোকান ভাড়া নেন তারা দোকানে অশ্লীল অডিও-ভিডিও বিক্রয় করেন। এ সকল মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? তাছাড়া উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদের কোন কাজে লাগানো যাবে কি?	(১২/৪৭)
"	ওয়ালিউল্লাহ, কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।	কুরআন মজীদের হাফেযগণ কুরআন ভুলে গেলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না, কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/৪৮)
"	আযাদুর রহমান, লালগোলা, দিনাজপুর।	পিতা-মাতার জন্য দো'আ করার সময় 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'-এর স্থলে 'রাব্বাইয়ানা ছাগীরা' বলা যাবে কি?	(১৪/৪৯)
"	মুহাম্মাদ মোযাহার, সাং ও পোঃ পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।	তারাবীহ্র জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?	(১৫/৫০)
"	আতাউর রহমান, চকপাড়া, রাজশাহী।	মসজিদে ইমামের জায়নামায যদি ১ম বা ২য় কাতারে রাখা হয়, তাহ'লে ইমামের সামনে সুৎরা দিতে হবে কি?	(১৬/৫১)
"	হাবীবুর রহমান, ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর।	রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৭/৫২)
"	মানিক মাহ্মুদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।	হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়? পৃথিবীর কোন্ স্থানে তাঁর কবর রয়েছে।	(১৮/৫৩)
"	হোসাইন ও নাঈম, মোনাকের মোড়, রাজশাহী।	কোন কাপড়ে অপবিত্র জিনিষ লাগলে তা পবিত্র করার নিয়ম কি?	(১৯/৫৪)
"	আশরাফুল আলম, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে ঐ পুত্রের সন্তান দাদার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যা পালিত পিতার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যার জন্মদাতা পিতার জমির অংশীদার হবে কি? মা-এর সম্পদের অংশ ছেলে ও মেয়ে কে কতটুকু পাবে? এক ব্যক্তির চার কন্যা কোন পুত্র সন্তান নেই। তারা পিতার সম্পদের কত অংশ পাবে? মিরাছ বন্টনের নিয়মসহ জানাবেন।	(২০/৫৫)
"	মুহাম্মাদ আলী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কয়টি নাম ছিল এবং কি কি?	(২১/৫৬)
"	হাকেম ইয়াকুব আলী, মাদারকোল, দেলদুয়ার, টাংগাইল।	খতম তারাবীহ-এর ইমামতি করে টাকা নেওয়া ও দেওয়া জায়েয কি?	(২২/৫৭)
"	আব্দুল কাদের, আল-জাহরা, কুয়েত।	এদেশে বিয়ে, ওয়ায-মাহফিল এবং সাধারণ যেকোন অনুষ্ঠানে ভিডিও করা হয় এবং এসব ছবি পরবর্তীতে দেখা হয়। এমনকি মসজিদের ভিতরে জুম'আর খুৎবা বা ওয়াযের সময়ও ভিডিও করা হয়। এ ধরনের ভিডিও করা এবং পরবর্তীতে তা দেখা জায়েয হবে কি?	(২৩/৫৮)
"	আবদুল আলীম, বাঘুটিয়া, অভয়নগর, যশোর।	শায়খ বিন বায (রহঃ) তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া জায়েয। আহলেহাদীছগণ ৮ রাক'আত পড়তে বলেন। কোন্‌টি সঠিক?	(২৪/৫৯)
"	ইবরাহীম, দ্বীপনগর, বাগমারা, রাজশাহী।	বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সূর্যাস্তের প্রায় ৩ মিনিট পরে ইফতারের সময় ঘোষণা করে থাকে। আমরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে না ৩ মিনিট পরে ইফতার করব?	(২৫/৬০)

Contents

"	নূর ইসলাম, উত্তর জয়পুর, জয়পুরহাট।	আমি একজন গাড়ির চালক। তারাবীহ পড়ার সুযোগ হয় না বলেই ছিয়াম পালন করি না। তারাবীহ না পড়ে ছিয়াম পালন করলে হবে কি?	(২৬/৬১)
"	আবদুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?	(২৭/৬২)
"	তোফাযযল, মল্লিকপুর, নবাবগঞ্জ।	চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় লোকজন খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা এমনকি যেকোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?	(২৮/৬৩)
"	আব্দুল মান্নান, মাজিন্দা, দুপচাচিয়া, বগুড়া।	ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?	(২৯/৬৪)
"	আবুবকর ছিদ্দীক্ব, সানারপুকুর, গাবতলী, বগুড়া।	ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অথবা কোন বাড়িতে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যাবে কি?	(৩০/৬৫)
"	যিয়াদ আলী, দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।	রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?	(৩১/৬৬)
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	খতম তারাবীহ জায়েয কি? এতে কষ্ট হয় বিধায় অনেক মুছল্লী এশার জামা'আতে আসেন না।	(৩২/৬৭)
"	নিরঞ্জন কুমার সাহা, কৌরিখাড়া মহিলা কলেজ, পিরোজপুর।	কোন অমুসলিম যদি তার বৈধ উপার্জন থেকে রামাযান মাসে কোন মুসলমানের ইফতারের ব্যবস্থা করে, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে কি?	(৩৩/৬৮)
"	হাফেয মুহাম্মাদ আহসান হাবীব, হাজীপুর, জামালপুর।	রামাযানের ১ম দশদিন রহমতের, ২য় দশদিন মাগফেরাতের ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি।	(৩৪/৬৯)
"	আব্দুল হামীদ, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?	(৩৫/৭০)
		***	
ডিসেম্বর ২০০২ (৬/৩)	মুকুল, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে নাকি কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যায়।	(১/৭১)
"	হালীমা বেগম, কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	মহিলাদের জন্য কাঁচের চুড়ি অথবা বাজনা জাতীয় অলংকার পরিধান করা জায়েয আছে কি?	(২/৭২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুলনা।	প্রেম করে বিয়ে করা যাবে।	(৩/৭৩)
"	হারুনুর রশীদ, বায়া বাজার, রাজশাহী।	বিবাহের সময় যুবতী মহিলারা বরের গায়ে হলুদ মাখায় এবং গোসল করায়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?	(৪/৭৪)
"	জালালুদ্দীন, সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	সূরা তওবার ১২২ নং আয়াতে ইল্‌মে তাছাউওফের আলোচনা আছে কি?	(৫/৭৫)
"	আহমাদ আলী, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	কোন হিন্দু বা অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তার জন্য কি খাৎনা করা শর্ত? এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?	(৬/৭৬)
"	সাঈদুল ইসলাম, তেঘর বাড়িয়া, মোহনপুর, রাজশাহী।	আমি আমার অংশীদারদের না বলে আমার মায়ের নিকট হ'তে ৭ শতক জমি রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছি। পরে সাড়ে তিন শতক বিক্রি করে আমার মা ও ছেলে-মেয়ের পিছনে সংসারে খরচ করেছি। এখন বাকী সাড়ে তিন শতক জমি অংশীদারদের ফেরৎ দিলে পরকালে আমার নাজাত হবে কি?	(৭/৭৭)
"	মমতায বেগম, অভয়নগর, যশোর।	আমার বোনের নিকট হ'তে ১,০০০/= (এক হাযার) টাকা নিয়ে একটি ছাগল তার কাছে জমা রেখেছিলাম এই শর্তে যে, তোমার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তোমার নিকট ছাগলটি থাকবে। প্রায় ৫ বছর হয়ে গেল। এখন আমি ছাগল চাইতে গেলে শুধু আমার ছাগলটি ফেরত দিতে চায়, কিন্তু তার বাচ্চা ৩টি দিতে চায় না। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী আপনাদের মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে ফায়ছালা চাই।	(৮/৭৮)
"	মুহাম্মাদ আলী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা যবে কি-না?	(৯/৭৯)
"	হুসাইন আহমাদ, হানাইল, জয়পুরহাট।	ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্যে মসজিদ-মাদরাসার আঙ্গিনা এবং ঈদগাহের মাঠ ভরাট করা যাবে কি?	(১০/৮০)
"	মুহাম্মাদ হাকী হুসাইন, উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন, টি,এস,পি কমপ্লেক্স লিঃ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	বাড়ীতে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে জামা'আত সহ ছালাত আদায় করলে কি ২৫/২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে?	(১১/৮১)
"	সোনিয়া, শাহজীপাড়া, মেহেরপুর।	বাসর রাতে সহবাসের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের কোন নিয়ম আছে কি?	(১২/৮২)
"	মুসাম্মাৎ রেহেনা বেগম, গ্রামঃ বেহালা বাড়ী, বল্লাবাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।	আমার বা আমার স্বামীর আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। আমাদের আগে ছেলে মেয়ের আক্বীক্বা দিলে সেই আক্বীক্বা জায়েয হবে কি?	(১৩/৮৩)

Contents

"	জাহিদুল ইসলাম, বংশাল, ঢাকা।	ঘরের ভিতরের ছবি ঢেকে রাখলে ফেরেশতা যাতায়াত করবে কি?	(১৪/৮৪)
"	মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, বর্ষাপাড়া, ইরণ, গোপালগঞ্জ।	যেখানে সারা বছর গরু-ছাগল চারণ করে ও মলমূত্র ত্যাগ করে, তথায় ঈদের ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি?	(১৫/৮৫)
"	মুহাম্মাদ আযীযুল হক, শনিরদিয়াড়, পাবনা।	মাগরিবের আযানের অন্ততঃ কত মিনিট পর জামা'আত আরম্ভ করা উচিৎ হবে?	(১৬/৮৬)
"	মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার, নূরনগর নতুন পাড়া, মুগবেলাই, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মৃত শ্যালকের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। এক্ষণে উক্ত শ্যালকের ঔরসজাত সন্তানের সাথে তার পূর্বের স্ত্রীর সন্তানদের বিবাহ বৈধ হবে কি?	(১৭/৮৭)
"	মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, গোভীনর, মেহেরপুর।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করবে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম হবে' (আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)। হাদীছটি কি ছহীহ?	(১৮/৮৮)
"	মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ'ল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করাবেন' (বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৫৫১)। উক্ত হাদীছের আলোকে চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাবের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ হব।	(১৯/৮৯)
"	মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	যে ব্যক্তি একশত মৃত মানুষের জানাযা সহ মাটি দিবে সে নাকি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৯০)
"	বাহারুদ্দীন, হোসেনপুর, মালশিরা, নওগাঁ।	অন্যের কবুতর যদি কারো বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে বাসা বেঁধে বংশ বিস্তার করে, তবে সে কবুতর বা তার বাচ্চাদের খাওয়া দোষণীয় হবে কি?	(২১/৯১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিরাজগঞ্জ।	আমি অনেক লোকের হক নষ্ট করে খেয়েছি। তাদের ঋণ এখন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু তাদের কাউকে চিনিনা। আমার এ কর্মের জন্য কি কবরে আযাব হবে? যদি হয়, তবে আমার করণীয় কি?	(২২/৯২)
"	নাজিমুল হক, নাজিরা বাজার, ঢাকা।	সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে থাকাবস্থায় মুক্তাদীগণ ছালাত আদায় করলে ছালাত সিদ্ধ হবে কি?	(২৩/৯৩)
"	ছিদ্দীকুর রহমান, চরফ্যাশন, ভোলা।	আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে করে কোন কারণ ছাড়াই তা বাতিল করেছেন। হজ্জের সংকল্প করে এরূপভাবে বাতিল করা কি ঠিক হয়েছে?	(২৪/৯৪)
"	মিনহাজুল আবেদীন, হিলি, দিনাজপুর।	পরিবার-পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি ইনজেকশনের মাধ্যমে নেওয়া যাবে কি?	(২৫/৯৫)
"	আব্দুস সাত্তার, বাগমারা, রাজশাহী।	কর্কশভাষী দাঈ বা বক্তা সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশ কি?	(২৬/৯৬)
"	গোলাম মোস্তফা, দাউদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পর পানি পাওয়া গেলে কি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে?	(২৭/৯৭)
"	আহসানুল্লাহ, ঝিলবাদিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	মৃত প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়দের বাড়ীতে যে খাবার পাঠানো হয় তা কি কেবল সহানুভূতির জন্য?	(২৮/৯৮)
"	নাসীমা আখতার, গাংনী, মেহেরপুর।	মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা কি শরী'আতে জায়েয?	(২৯/৯৯)
"	মামুনুর রশীদ, দিয়াড় মানিক চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদেরকে দেখা যায় ঈদগাহে না গিয়ে বাড়ীতে কিংবা মসজিদে মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৩০/১০০)
"	সাইফুল ইসলাম, আসাম, ভারত।	টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় জায়েয কি?	(৩১/১০১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ইউনিভার্সিটির জনৈকা ছাত্রীর উক্তি 'পর্দা করলে নারী স্বাধীনতা থাকে না'। সৎ হ'লে বোরক্বার প্রয়োজন নেই'। পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ কি?	(৩২/১০২)
"	মুহাম্মাদ বাবু বিশ্বাস, মহাদেবপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ডঃ আ.ক.ম. আবু বকর ছিদ্দীক অনূদিত আবুদাঊদ শরীফ ১৯৩ নং অনুচ্ছেদে 'ছালাতের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরূহ' বলা হয়েছে। অথচ আহলেহাদীছগণ হাতের উপর ভর করে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়। কোনটি সঠিক?	(৩৩/১০৩)

Contents

"	*মুহাম্মাদ শামীম শেখ, পণ্ডিত দহপাড়া, গাংনগর, বগুড়া।*	ক্বিয়ামতের দিন কি সকলেই বস্ত্রহীন শরীরে উঠবে? যদি কেউ পোষাক পরিহিত অবস্থায় উঠে, তার নাম কি?	(৩৪/১০৪)
"	*বকুল, দাউদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*	কচ্ছপের ডিম খাওয়া কি জায়েয হবে?	(৩৫/১০৫)
		***	
জানুঃ ২০০৩ (৬/৪)	মুনাউওয়ার হোসাইন, বোহাইল, বগুড়া।	অন্যায় কাজের সংকল্প করে সেটি বাস্তবায়ন না করলে কি পাপী হ'তে হবে?	(১/১০৬)
"	মুজাহিদ আলী, গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমাদের চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় কেউ কারো বাড়ী গেলে বলে যে, 'বাড়ীতে আছ কি? এ কথা বলেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। এভাবে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা যাবে কি?	(২/১০৭)
"	মাহমূদ আলম, সাং ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে দেখে মানুষ ভয় করে। ফলে তার অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। এজন্য কি আমরা আল্লাহর নিকট শাস্তি পাব। ইচ্ছে করলে আমরা যৌথভাবে প্রতিকার করতে পারি।	(৩/১০৮)
"	মাহফূয, ঝুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	শুনেছি মানুষের মাল হ'তে তিনটি উপকার হয়। আমি জানতে চাই সেই তিনটি জিনিষ কি?	(৪/১০৯)
"	ফুয়াদ, মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।	মেযবানের জন্য দো'আ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ব্যতীত অন্য কোন দো'আ থাকলে আমার প্রিয় আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বাধিত হব।	(৫/১১০)
"	আবদুল্লাহ, কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।	ঈসা (আঃ) জীবিত, না মৃত? এখন তিনি কোথায় আছেন? তিনি কি আবার দুনিয়াতে আসবেন?	(৬/১১১)
"	মুহাম্মাদ আবুল হাসান, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	হাত দূরত্বের দু'টি পৃথক মসজিদে একই ইমামের ইমামতীতে সাউণ্ড বক্স-এর মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে ছালাত আদায় করতে পারে কি?	(৭/১১২)
"	আবুবকর, বেতগাড়ী, নওগাঁ।	পঞ্চগ্রাম যৌথ ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম দিকে ওয়াকফ করা জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। লোক সংখ্যা বেশী হওয়ায় উক্ত মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের পার্টিশন উঠিয়ে দিয়ে গ্রীল ব্যবস্থা করে মসজিদের খুৎবার স্থান থেকে ইমাম ঈদের খুৎবা দেন। এভাবে ছালাত জায়েয হবে কি?	(৮/১১৩)
"	আব্দুল আহাদ, পীরগাছা, রংপুর।	বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?	(৯/১১৪)
"	আব্দুল হামীদ, তারাবুনিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।	'বড় পীর' ছাহেব তার মুরীদদের মকছূদ পূরণের জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলেন। যার প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা, ১১ বার সূরা এখলাছ, ১১ বার দরূদ পড়তে বলেন। তারপর ১১ বার দরূদ পড়ে বাগদাদ মুখী হয়ে মকছূদ পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে বলেন। তাহ'লে তার মকছূদ পূর্ণ হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১০/১১৫)
"	ছিবগাতুল্লাহ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।	'তানবীর' গ্রন্থের ৬০৩ পৃঃ বলা হয়েছে দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'লে ক্বিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে। এ বক্তব্য কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১১/১১৬)
"	আব্দুস সাত্তার, চক পারইল, নওগাঁ।	মহিষের গোশত খাওয়া যায়েয আছে কি?	(১২/১১৭)
"	শামীমা, ওয়ালীপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	'খোলা' তালাক্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর ঋতু আসলে অন্যত্র আমার বিবাহ হয়। তিন ঋতু অতিবাহিত না হ'লে পুনরায় বিবাহ জায়েয নয় বলে গ্রামবাসী আমাদেরকে এক ঘরে করে রেখেছে। বিষয়টির শরী'আত সম্মত সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/১১৮)
"	আযীযুর রহমান, নামোশংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন- একথা কি সত্য?	(১৪/১১৯)
"	ফাতিমা, গাবতলী, বগুড়া।	শুয়ে ছালাত আদায় করতে হ'লে কোন পার্শ্বে শুতে হবে?	(১৫/১২০)
"	আমীন হাসান, হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ইমাম মুক্তাদী উভয়েই কি আয়াতের জবাব দিবে?	(১৬/১২১)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	ছালাতে আয়াতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?	(১৭/১২২)
"	শরীফা, গোলাবাড়ী, বগুড়া।	সূরা গাশিয়ার শেষে কোন উত্তর আছে কি?	(১৮/১২৩)
"	শহীদুল, জাহানাবাদ, রাজশাহী।	জনৈক বক্তা তার বক্তব্যে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ফাতিমা (রাঃ)-কে 'মা' বলে ডেকেছেন। আর ফাতিমা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিতা। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১৯/১২৪)
"	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, রাজপুর,	জমি ইজারা দেওয়ার পরে ঐ জমি ইজারা গ্রহীতা অন্যত্র বন্ধক দিয়ে নগদ টাকা নিয়েছে এবং জমির মালিককে	(২০/১২৫)

Contents

	সাতক্ষীরা।	ইজারার টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে আসছে। উক্ত লেনদেন কি শরী'আত সম্মত হবে?	
"	আব্দুর রশীদ, নজিপুর, নওগাঁ।	যেসব সম্পদ বা পশু মানত করা হয় সেগুলির হকদার কারা?	(২১/১২৬)
"	ফিরোজ, সোনারপাড়া, সাতক্ষীরা।	মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে যে গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন সে গাছটি কি গাছ ছিল? বর্তমান পৃথিবীতে সে গাছ আছে কি?	(২২/১২৭)
"	ফেরদাউস, আদিতমারী, লালমণিরহাট।	ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর স্থলে তিনজন সাক্ষ্য দিলে তাদের পাল্টা অপবাদের শাস্তি হবে কি?	(২৩/১২৮)
"	আব্দুল কাফী, বিরামপুর, দিনাজপুর।	'তানবীর' গ্রন্থের ৪২১ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদীছ তিনটিকে যঈফ বলা হয়েছে। (১) সকল নিশাকারক বস্তু মদ (২) অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয় (৩) লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। হাদীছগুলি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/১২৯)
"	মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন, আইলচারা বাজার, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া ও আবদুর আলী, ফলিত গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	জিন জাতির বিবাহ-শাদী ও বংশ বিস্তার হয় কি? তাদের হায়াত কি ক্বিয়ামত পর্যন্ত? তারা কি জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে? আমরা শুনেছি যে, জিনের পাশাপাশি পরীও আছে। আসলে পরী কি স্ত্রী জিন বা পরী নামে কোন কিছু আছে কি?	(২৫/১৩০)
"	আব্দুস সালাম, বিরামপুর বাজার, দিনাজপুর।	বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য কি আগে হজ্জ করা শর্ত?	(২৬/১৩১)
"	আব্দুল হালীম, গ্রাম ও পোঃ ঝাওয়াইল, টাংগাইল।	আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ থেকে কিছু জায়নামায ব্যবসার জন্য আনতে ইচ্ছুক। এটা কি ঠিক হবে?	(২৭/১৩২)
"	আমজাদ আলী, হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।	অনৈক ব্যক্তি জুয়া খেলার জন্য একটি ঘর তৈরী করেছিল। তার মৃত্যুর পরও সেই ঘরে জুয়া খেলা অব্যাহত আছে। এর পাপ কি তার উপর বর্তাবে?	(২৮/১৩৩)
"	এহসানুল্লাহ বিশ্বাস, আর,ডি,এ, মার্কেট সাহেব বাজার, রাজশাহী।	বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে শাড়ী-পাঞ্জাবী, থ্রি-পিস ইত্যাদি বিক্রির জন্য রাখা হয়, এটা কি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২৯/১৩৪)
"	ফেরদাউস, সুজানগর, পাবনা।	অনেকে কবর যিয়ারতকে উৎসবে পরিণত করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৩০/১৩৫)
"	শফীকুল ইসলাম, জলঢাকা, নীলফামারী।	নিকটাত্মীয়দের দান করার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/১৩৬)
"	মুবাশশের হোসাইন, নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।	জনৈক সঊদী মেহমানকে ছালাতুত তারাবীহ পড়াতে দেখলাম যে, দু'দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত ও পরে এক রাক'আত বিতর মোট এগার রাক'আত পড়ালেন। কিন্তু আহলেহাদীছগণ দু'দু'রাক'আত করে আট রাক'আত ও এক সালামে তিন রাক'আত বিতর মোট ১১ রাক'আত পড়েন। কোনটি সঠিক?	(৩২/১৩৭)
"	রাবেয়া বেগম, কি আমানিল্লাহ ভিলা, স্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।	হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কালো কুকুর, গাধা ও নারী সুতরা বিহীন ছালাত আদায় কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যায়' (ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ)। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?	(৩৩/১৩৮)
"	অপরূপা সাগর, দিনাজপুর।	পুরুষের জন্য কি পর্দার বিধান নেই? থাকলে তাদের পর্দা কিরূপ হবে?	(৩৪/১৩৯)
"	ইসহাক আলী, সড়গাছী, পুঠিয়া, রাজশাহী।	কেউ দো'আ চাইলে صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ বলা যাবে কি? যদি না বলা যায় তবে একত্রে দো'আ করার পদ্ধতি কি?	(৩৫/১৪০)
"	এ,বি,এম, বায়েজীদ, বাগমারা, রাজশাহী।	সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(৩৬/১৪১)
"	মুহাম্মাদ সুমন হোসাইন, নবকালপুর, কুষ্টিয়া।	যবেহ করার সময় মুরগীর মাথা আলাদা হয়ে গেলে তার গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?	(৩৭/১৪২)
"	মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	আল্লাহ তা'আলার আকার আছে কি? বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই জানেন আল্লাহ নিরাকার। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যসহ সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।	(৩৮/১৪৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, শরীফপুর, জামালপুর।	আমাদের এক হিরোইনখোর বন্ধু হঠাৎ ভাল হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় শুরু করেছে এবং মসজিদে বসে সবাইকে ভাল ভাল উপদেশ দেয়। ওদিকে শুনতে পাই সে গোপনে হিরোইন খায়। এসব লোকের পরিণতি কি হবে?	(৩৯/১৪৪)
"	মাওলানা শামসুল হুদা, নজিপুর, নওগাঁ।	মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?	(৪০/১৪৫)

***

ফেব্রুঃ ২০০৩ (৬/৫)	নাঈমা সুলতানা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	জান্নাতে প্রবেশের সময় জান্নাতীদের বয়স কত হবে?	(১/১৪৬)
"	আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, আত্রাই, নওগাঁ।	শরী'আতে বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা আছে কি?	(২/১৪৭)
"	মুনশী আব্দুল ওয়াদূদ, সাং ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া।	ছালাতে দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে দাঁড়ালে তথায় শয়তান প্রবেশ করে, এটি কি হাদীছ, না কি ইজতেহাদী কথা?	(৩/১৪৮)
"	আব্দুল হান্নান, চিনাটোলা, যশোর।	অনেক মুসলমান ভাইকে 'বড়দিন' পালন করতে দেখা যায়। এটি কি ঠিক?	(৪/১৪৯)
"	আযম আলী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	জনৈক আলেম এক মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..' এভাবে পড়ে জানাযা শেষ করলে কতিপয় আলেম প্রতিবাদ করে বলেন যে, আপনি স্ত্রী লিঙ্গ-পুং লিঙ্গ কিছুই বুঝেন না। আপনাকে পড়তে হবে 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহা ওয়ার হামহা..'। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/১৫০)
"	আবদুল্লাহ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আমরা জানি যে, হারানো বিজ্ঞপ্তি মসজিদে প্রচার করা যায় না। কিন্তু মসজিদের হারানো বস্তু মসজিদে প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি আকারে টাঙ্গানো যায় কি?	(৬/১৫১)
"	আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছি। এক রাক'আত হ'তেই জামা'আত শুরু হ'ল। এখন আমার করণীয় কি?	(৭/১৫২)
"	শাহনেওয়াজ, চাচকৈর, নাটোর।	বহুর বাসায় কলিংবেল টিপতেই যান্ত্রিক শব্দে ভেসে এলো 'আসসালা-মু আলাইকুম, বারায়ে মেহেরবানী দরজা খুলিয়ে'। এ শব্দ শুনে সালামের প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?	(৮/১৫৩)
"	মুছল্লীগণ,দুবলাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	তাশাহহুদ ও সালামের বৈঠকে শাহাদত আঙ্গুল কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে। এভাবে শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?	(৯/১৫৪)
"	মাহতাব, মুন্সিপাড়া, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	আমরা মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/১৫৫)
"	আব্দুস সালাম, নতুন হাট, নবাবগঞ্জ।	মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যায় কি?	(১১/১৫৬)
"	রাবেয়া বেগম, কী আমানিল্লাহ ভিলা, ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।	আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে আমি দু'পাত্র জ্ঞান অর্জন করেছি। তার একটি প্রকাশ করেছি। অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে। হাদীছটির মর্মার্থ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/১৫৭)
"	আব্দুল্লাহ আল-মামূন, বাইতুন নূর আলিম মাদরাসা, কুষ্টিয়া।	পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা কেন জাহান্নামের জ্বালানী হবে।	(১৩/১৫৮)
"	মুহাম্মাদ ইসহাক আলী, গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।	জনৈকা স্ত্রী স্বামীর অজান্তে নীরবে স্বামীর ঘর ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থেকে চাকুরীর খোঁজ করে। সে নিজেকে স্বামীর ইজ্জত বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে অস্বীকার করে। এ ধরনের স্ত্রীর প্রতি শরী'আতের বিধান কি? সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?	(১৪/১৫৯)
"	রফীকুল ইসলাম মুসাফির, গাবতলী, বগুড়া।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'চুল, দাড়ি পেকে গেলে তা পরিবর্তন করবে না। যারা চুল-দাড়ি সাদা রাখবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য তা নূর হবে। চুল-দাড়ি সাদা রাখার জন্য তাদের ওনাহ মাফ করা হবে ও নেকী দেয়া হবে' (আবুদাউদ ২/৫৭৮ পৃঃ)। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/১৬০)
"	মুহাম্মাদ আনছার আলী, চক শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ।	সূরা কাহাফের ১০৩-১০৫ নং আয়াতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই। উক্ত আয়াতের বক্তব্যে যে সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে সৎ আমল গুলি কি কি? এবং কোন্ দলের লোকদের সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে? তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন গ্রন্থটি ছহীহ কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/১৬১)
"	আব্দুর রহমান বিন নূরুল ইসলাম, নিমতলা কাঁঠাল, গামস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, মানুষ নাকি চার বস্তু যথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস দ্বারা সৃষ্টি। এ কথা কি সত্য?	(১৭/১৬২)
"	মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন ভূঁইয়া, উপ-ব্যবস্থাপক, এক্সাক্স জুট মিল্‌স লিঃ, দৌলতপুর, খুলনা।	কোন মহিলার নিকট হজ্জ পালন করার মত অর্থ-সম্পদ আছে। কিন্তু তার স্বামীর নিকট তা নেই। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতিক্রমে একাকিনী হজ্জে যেতে পারবে কি?	(১৮/১৬৩)
"	মুহাম্মাদ মনছূর আলী, ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।	জনৈক মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদরিইয়াহ্‌র লণ্ডন ভিত্তিক এক ওয়াজের রেকর্ডে শুনলাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি। তার মৃত্যুর পর আযরাঈল যখন রূহ নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ বলেন, তাঁর রূহ	(১৯/১৬৪)

		কোথায় রাখা হবে? সুতরাং যাও যেখান থেকে রূহ নিয়ে এসেছ, সেখানে রেখে এসো। আল্লাহ্‌র কথামত আযরাঈল তাই করল। হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের কাপড় সরিয়ে দিতে গেলে তিনি মুচকি হাসলেন। তখন আবুবকর মুখে কান লাগালে শুনতে পান, 'ইয়া উম্মাতী ইয়া উম্মাতী'। বক্তব্যটি কতটুকু সঠিক?	
"	মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন, চকরামপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	শুধু মহিলাদের সম্মেলনে পুরুষেরা পর্দার আড়াল থেকে এবং মহিলারা সামনা-সামনি মাইকে বক্তব্য পেশ করেন। মহিলাদের আওয়াজও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এ ধরনের বক্তব্য শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি?	(২০/১৬৫)
"	মুঈনুদ্দীন আহমাদ, মহানন্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	মসজিদের বেতনভুক ইমাম চাকুরী রক্ষার খাতিরে স্বীয় ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতী আমল করেন ও জনগণের নিকটে তা প্রচার করেন। এজন্য তার কি পাপ হবে? তার ছালাত কবুল হবে কি? তার পিছনে আমাদের ছালাত হবে কি? তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি?	(২১/১৬৬)
"	ছালাহুদ্দীন, আসাম, ভারত।	মৃত ব্যক্তি তার নিজের নামে একটি গরু কুরবানী করার জন্য অছিয়ত করেছিলেন। প্রশ্ন হ'ল- মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা জায়েয কি-না?	(২২/১৬৭)
"	মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাহ, ধনপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ।	এক ব্যক্তি হজ্জে যাবেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন হজ্জের সফরে সঊদীতে দীর্ঘ দিন থেকে অর্থ উপার্জন করবেন। এ নিয়তে হজ্জে গেলে হজ্জ কবুল হবে কি?	(২৩/১৬৮)
"	মুহাম্মাদ তোফাযযল হক, প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ), গিভেন্সী স্পিনিং মিলস্ লিঃ, হোতাপাড়া, মনিপুর, গাজীপুর।	ত আগষ্ট ২০০২ সংখ্যায় আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম। কিছুদিন আগে আমাদের জনৈক প্রতিবেশী আক্বীক্বা উপলক্ষ্যে মানুষকে গরুর ও মুরগীর গোশত দিয়ে দাওয়াত খাওয়ালেন এবং লোকেরা প্রায় সকলেই এর বিনিময়ে উপঢৌকন দিলেন। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত?	(২৪/১৬৯)
"	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, শিক্ষক, আলমারকাযুল ইসলামী, কালাদিয়া, বাগেরহাট।	ফার্মের মুরগী শকুনের প্রজননে হয় কি-না? যদি শকুনের প্রজননে হয়, তাহলে ফার্মের মুগরীর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?	(২৫/১৭০)
"	মাহবূবুল হক, প্রাণীবিদ্যা ১ম বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	আমাদের কিছু হিন্দু বন্ধু আছে, যাদের অনেকেই পূজা উপলক্ষে আমাদেরকে দাওয়াত করে। সৌজন্যের খাতিরে তাদের বাড়ীতে গেলে তারা পূজা উপলক্ষে তৈরী বিভিন্ন খাদ্য খেতে দেয়। এ খাদ্য খাওয়া যাবে কি?	(২৬/১৭১)
"	মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান, ৫৩/৭ ব্লক-ই, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	আমাদের এলাকায় ঈদুল ফিৎরের টাকা ঈদের ছালাতের পর বন্টন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(২৭/১৭২)
"	মাহবূবুর রহমান, বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	তাবলীগ জামা'আতের এক বয়ানে জানতে পারলাম ছালাতে এমন দিলে দাঁড়াতে হয় যেন সামনে আল্লাহ, ডানে জান্নাত, বামে জাহান্নাম, পিছনে আযরাঈল (মালাকুল মউত) রয়েছেন। বক্তব্যটি কি সঠিক?	(২৮/১৭৩)
"	রহমতুল্লাহ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে যাকে কাফির বলা হয়েছে আমরা তাকে কাফির বলব না মুসলমান বলব? কাফির হ'লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি?	(২৯/১৭৪)
"	আতাউর রহমান (ফার্মাসিস্ট), জাহানাবাদ, সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	এক বেনামাযী ৮ বিঘা জমির এক চতুর্থাংশ জমি রাগ করে কোন এক মসজিদে দান করেছে। এই দান সঠিক হয়েছে কি? মসজিদে দান করা জমি ফেরৎ নেওয়া যাবে কি?	(৩০/১৭৫)
"	আরীফা খাতুন, কোরপাই সিনিয়র মাদরাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা।	লায়লাতুল ক্বদরে সারা রাত নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩১/১৭৬)
"	আব্দুল মতীন, সাকনাইর চর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।	মোর্দাকে দাফন করার পর মোর্দার কল্যাণের জন্য নিকটতম ব্যক্তিরা কিছুক্ষণ দো'আ করতে পারে কি?	(৩২/১৭৭)
"	আবদুর রহমান, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।	সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যা কি একই, না ভিন্ন?	(৩৩/১৭৮)
"	আব্দুল মাজেদ, কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।	আমরা পাঁচ ভাই। আমাদের পিতা জীবদ্দশাতেই ছেলেদেরকে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু ছোট ছেলেকে এক বিঘা বেশী দিয়েছেন। এতে আমরা অন্য ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমার পিতার এরূপ কমবেশী করা ঠিক হয়েছে কি?	(৩৪/১৭৯)
"	সিরাজুল ইসলাম, আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।	কোন হিন্দু বন্ধু সালাম দিলে উত্তরে কি বলব?	(৩৫/১৮০)
"	আনীসুর আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	কুরআন-হাদীছের আলোকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাই।	(৩৬/১৮১)
"	এহসানুল্লাহ, কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।	যাকাতকে ইবাদতে মালী কেন বলা হয়?	(৩৭/১৮২)
"	আকরাম, নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।	মাতাল অবস্থায় স্ত্রী তালাক দিলে কি তা গ্রহণযোগ্য হবে?	(৩৮/১৮৩)

Contents

"	আমীনুল ইসলাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	সুন্দরবনে জনৈক ব্যক্তিকে প্রথমে বাঘে আংশিক খেয়ে ফেলে। পরে শৃগালে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। কবর দেওয়ার মত কিছু পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কবরের যে শাস্তি ও আযাবের কথা বলা হয়েছে তা কি ভাবে সম্ভব?	(৩৯/১৮৪)
"	দিল মুহাম্মাদ, ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।	দেহের অনেক অঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। বহু চিকিৎসা করেও কোন ফল পাইনি। এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পড়লে ব্যথার কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ পাব। ***	(৪০/১৮৫)
মার্চ ২০০৩ (৬/৬)"	মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম, টি,এস,পি সার মহাপ্রকল্প, উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।	'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' হাদীছটি 'যঈফ' বলায় চট্টগ্রাম কাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় 'আত-তাহরীক'কে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। এতে মুছল্লীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেননা আমরা প্রিন্টিং মিস্টেক ছাড়া 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিটি ফায়ছালা সঠিক বলে বিশ্বাস করি। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানালে বাধিত হব।	(১/১৮৬)
"	মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন, আল-জাহরা, কুয়েত।	'অলি' বা অভিভাবক ছাড়া ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ উক্ত বিবাহ মেনে নিলে শরী'আত সম্মত হবে কি? যদি শরী'আত সম্মত না হয় তাহ'লে করণীয় কি?	(২/১৮৭)
"	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কামারপাড়া, বগুড়া।	নিরুপায় হয়ে সূদের টাকা নিয়ে ইসলামিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করা যাবে কি?	(৩/১৮৮)
"	এস,এম, মুনীরুযযামান, সাতক্ষীরা।	ইয়ামামার যুদ্ধে কতজন হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন?	(৪/১৮৯)
"	রফীক আহমাদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	জনৈক আলেমের মুখে শুনলাম ছালাতের কোন স্থানে নিজের ভাষায় দো'আ করা যায় না। কিন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের মধ্যে বাংলা ভাষাতেও দো'আ এসে যায়, এর সমাধান কি?	(৫/১৯০)
"	ওবায়দুল্লাহ, সোনারচড়, বাসাইল, টাংগাইল।	মসজিদের মিম্বারে তিন স্তর কেন? কে এটি চালু করেছেন?	(৬/১৯১)
"	আব্দুল মতীন, পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী ও মুসাম্মাৎ রহীমা, নরসিংদী।	মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গার মধ্যে ইমাম ছাহেব স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানাদী নিয়ে বসবাস করতে পারেন কি-না?	(৭/১৯২)
"	মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম, কাজী ভিলা, কালীগ বাজার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	নাবালেগা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কন্যা বালেগা ও শিক্ষিতা হয়ে স্বামীর সংসার করতে চায় না। এক্ষণে অভিভাবকদের করণীয় কি?	(৮/১৯৩)
"	এস,এম, মুনীরুযযামান, কৃপারামপুর, ধানদিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ফেরাউনের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মূসা (আঃ)-এর পরাজয়ের কারণ কি? মূসা (আঃ) তাঁর আলৌকিক লাঠিটি কোথা থেকে এবং কিভাবে পেয়েছিলেন?	(৯/১৯৪)
"	মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক, গাইবান্ধা।	আহলেহাদীছ ও হানাফী কি? এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য কি?	(১০/১৯৫)
"	হাফেয সৈয়দ করেয, ইমাম, হারং উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, থানা ও পোঃ চান্দিনা, কুমিল্লা।	৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগষ্ট ২০০২ এর ৫/৩৩০ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছেঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেন। ফলে তারা সুস্থতা লাভ করে (বুখারী ২/৬০২পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর পেশাব নাপাক নয়'। আমার প্রশ্নঃ গরু, ছাগল, খাওয়া তো হালাল। তবে কি তাদের পেশাব নাপাক নয়?	(১১/১৯৬)
"	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ,গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	যিম্মা নেওয়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/১৯৭)
"	অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী, বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।	হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদের দিনে মহিলা এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও ঈদগাহে গিয়ে দো'আয় শরীক হবে। আমরা জানি ফরয ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা বিদ'আত। এখানে দো'আ বলতে কি বুঝানো হয়েছে?	(১৩/১৯৮)
"	রেখা, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	মুহাররমের ছিয়াম কেন পালন করা হয়?	(১৪/১৯৯)
"	মশিউর রহমান, তেঘরিয়া শ্রীবর্দী, শেরপুর।	পিতা-মাতার কসম খাওয়া কি শরী'আতে জায়েয আছে?	(১৫/২০০)
"	আব্দুল করীম, মোবারকপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জিহাদের উদ্দেশ্য কি? দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।	(১৬/২০১)
"	মুহাম্মাদ হোসাইন, কামাল নগর, সাতক্ষীরা।	রোগ-দুশ্চিন্তার সময় ছবর করলে নাকি গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়। একথাটি কি সঠিক?	(১৭/২০২)
"	আসাদুল্লাহ, শিবদেবচর, পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।	আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে যে সিজদা করেছিল, সে সিজদা এবং ছালাতের সিজদা কি একই রকম ছিল, নাকি ভিন্ন ছিল? যদি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে, তাহ'লে বর্তমানে সম্মানের জন্য	(১৮/২০৩)

Contents

		এরূপ করা জায়েয হবে কি?	
"	নযরুল ইসলাম, শার্শা, যশোর।	আত্মীয়-স্বজনের হক ও সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(১৯/২০৪)
"	আহমাদুল্লাহ, পুরানো মোগলটুলী, ঢাকা।	মৃত্যুর পরে কোন্ কাজের ছওয়াব তার নিকটে পৌছবে।	(২০/২০৫)
"	শামীম, সি,এণ্ড,বি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বর্তমানে এক ধরনের পাউডার ব্যবহার করে কাঁচা ও কচি টমেটোকে লাল বানিয়ে পাকা টমেটো বলে অহরহ বিক্রি হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা কি শরী'আতে জায়েয আছে?	(২১/২০৬)
"	হাবীবুল বাশার, বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।	ইমাম বুখারী কত বছরে ছহীহ বুখারী সংকলন করেছেন ও ছহীহ বুখারীর পুরো নাম কি? হাদীছ লিখার সময় নাকি তিনি দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করতেন? এসব তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?	(২২/২০৭)
"	এনায়েতুল্লাহ, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	রাতে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা কি ঠিক?	(২৩/২০৮)
"	বকুল, চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	'মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করবে' এর দলীল কি?	(২৪/২০৯)
"	আব্দুল হালীম, রঘুনাথপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	নিম্নের হাদীছের আলোকে হানাফী মসজিদে মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা হয় না। বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/২১০)
"	সুরুজ্জ মিয়া, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	মুওয়াযযিন সম্পর্কে তিরমিযী ও আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি নেকীর আশায় ৭ বছর আযান দিবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ?	(২৬/২১১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বোয়ালকান্দী, সিরাজগঞ্জ।	সদ্য বিবাহিতা কন্যা স্বীয় স্বামীর গৃহে যেতে নারায। তাদের দাম্পত্য জীবন নাকি সুখের নয়। এমতাবস্থায় মেয়েকে কি জোর করে পাঠাব, না মেয়ের কথানুযায়ী ফায়ছালা করব?	(২৭/২১২)
"	আলতাফ হোসাইন, সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।	ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে জেনো সেটিই আমার মাযহাব'-এর দলীল জানতে চাই।	(২৮/২১৩)
"	আবুবকর, অমৃতপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।	ঈদায়নের খুৎবা কয়টি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/২১৪)
"	আব্দুল আলীম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ঈদের খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন?	(৩০/২১৫)
"	আব্দুল বাতেন, সাকনাইরচর, বাসাইল, টাংগাইল।	রামাযান মাসে যে সাহারীর আযান দেওয়া হয় এটি কি সাহারীর জন্য খাছ না তাহাজ্জুদের জন্য খাছ?	(৩১/২১৬)
"	মাহবুবুর রহমান, আলীপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	বিদ'আতের পরিচয় কি? বিদ'আতের শ্রেণী বিন্যাস করা যায় কি? বিদ'আতের হুকুম কি?	(৩২/২১৭)
"	আব্দুল আযীয, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিভাবে সম্বোধন করবে?	(৩৩/২১৮)
"	মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী ও শামীম, আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সালের কত তারিখে মি'রাজে গমন করেছিলেন? তিনি কি পর্দা ব্যতীত আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন?	(৩৪/২১৯)
"	ফযলুর রহমান, সেতাবগঞ্জ, ষ্টেশনপাড়া, ঠাকুরগাঁও।	কোন কোন মসজিদে ডান পার্শ্বে অথবা বাম পার্শ্বে অথবা পিছনে মহিলাদের জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। মহিলারা এভাবে মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারে কি?	(৩৫/২২০)
"	বুলবুল, চল্লাকাথী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছ কারা লিখেছেন। আপনারা যদি ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন তাহ'লে উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছের অনুসরণ করেন কেন?	(৩৬/২২১)
"	আব্দুল আহাদ, রাজঃ বিশ্বঃ।	ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কি?	(৩৭/২২২)
"	আব্দুল আলীম, মজীদপুর, যশোর।	'অহি' দু'প্রকারের প্রমাণ কি? হাদীছ যদি 'অহি' হয়, তাহ'লে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিলেন না কেন?	(৩৮/২২৩)
"	আবুবকর ছিদ্দীক, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।	কোন মাল ক্রয় করে দেড় গুণ দামে বিক্রয় করলে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা হালাল হবে, না হারাম হবে।	(৩৯/২২৪)
"	আবুবকর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	তিন পুরুষের বীর্য কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি? অনুরূপভাবে কোন নারীর ডিম্ব কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি?	(৪০/২২৫)

***

এপ্রিল ২০০৩ (৬/৭)	শফীকুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী, ফুলবাড়ী, গাজীপুর।	হিজড়া ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি? কাফন দেওয়ার সময় তাকে পুরুষ না মহিলার কাফন দিতে হবে?	(১/২২৬)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	তেলাওয়াতের সিজদা ও তার তাসবীহ পাঠের শারঈ হুকুম কি? ছালাতের মধ্যেকার তেলাওয়াতের সিজদা ছালাত শেষে আদায় করলে শরী'আত সম্মত হবে কি?	(২/২২৭)
"	ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ, সোনারচর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।	হিন্দুদের মন্দিরের পাশের মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অথবা মন্দিরের বারান্দায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(৩/২২৮)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল করীম, সিরাজগঞ্জ।	কোন কাজ আরম্ভ করার আগে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সম্পূর্ণটাই বলতে হবে?	(৪/২২৯)
"	সোলায়মান হোসাইন, সিরাজগঞ্জ।	চাটুকারিতা, দালালী এবং অন্যের কাছ থেকে কথা দিয়ে কথা নেওয়া, এমনকি সিআইডি-এর মাধ্যমে কথা নেওয়া যায় কি?	(৫/২৩০)
"	মুহাম্মাদ আযহার আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ঈদের খুৎবা মিম্বরে উঠে দেওয়া জায়েয কি?	(৬/২৩১)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন মলঙ্গী, ঝিনাইখালী, আলীপুর, বটিয়াঘাটা, খুলনা।	অপবিত্র অবস্থায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে পরে গোসল করার সময় কি ফরয গোসলের নিয়ত করতে হবে? কনকনে ঠাণ্ডা বা অসুস্থতার কারণে ফরয গোসলে কষ্ট বোধ হ'লে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৭/২৩২)
"	মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব, সহকারী শিক্ষক (অবঃ), রুদ্রেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাকিনা, কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।	মাথার চুল কত পদ্ধতিতে রাখা সুন্নাত? আধা ইঞ্চি চুল রাখা ও মাথা মুণ্ডন করা কি সুন্নাত সম্মত?	(৮/২৩৩)
"	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, এশিয়ান টেক্সটাইল, নারায়ণগঞ্জ।	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার দু'চার মিনিট দেরীতে করা উত্তম'। অথচ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ ২১/৯১ এবং নভেম্বর'০২ ২৫/৬০ নং প্রশ্নোত্তরে লেখা হয়েছে, দেরীতে ইফতার করা ইহুদী-নাছারাদের অভ্যাস। এ মর্মে হাদীছও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই উভয় প্রকার আলোচনায় বিভ্রান্তিতে পড়েছি। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/২৩৪)
"	আব্দুর রহীম (ইউ, পি, সদস্য), বেলঘরিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।	আমাদের গ্রামে একটি ঈদগাহ আছে, যা আমবাগানে অবস্থিত। ঈদগাহটির দাতার শর্ত এই যে, ঈদায়নের ছালাত আদায়ের জন্য জমি দিচ্ছি কিন্তু যতদিন গাছ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাগানের মালিকানা আমার থাকবে। গ্রামের লোকজন বলছেন, উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ঈদগাহে ছালাত জায়েয হবে না। দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/২৩৫)
"	শহীদুল ইসলাম, যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	হেফাযতের উদ্দেশ্যে সূদী ব্যাংকে সূদ মুক্ত করে টাকা রাখা যায় কি?	(১১/২৩৬)
"	রবীউল ইসলাম, ক্রীড়া শিক্ষক, মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।	ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু বিক্রির পর উক্ত ইক্ষুর দাম হিসাবে বিক্রেতাকে একটি বিল দেওয়া হয়। সেই বিলের টাকা সরকার নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারায় কৃষকেরা বাধ্য হয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হন এবং কিছু কম টাকায় যেমন ১১০০ টাকার বিল ১০০০ টাকায় নগদে বিক্রি করে দেন। এ পদ্ধতিতে বিল ক্রয় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(১২/২৩৭)
"	আব্দুল হালীম মিয়াঁ, গ্রামঃ চৌধুরী পাড়া, পোঃ কাঞ্চন, থানাঃ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	এক ব্যক্তি গোরস্থানের জন্য জমি ওয়াক্ফ করেছেন পরবর্তীতে গোরস্থানের কমিটির নিকট হ'তে কিছু জমি ক্রয় করে মসজিদের নামে ওয়াকফ করেছেন ও সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের নীচে কোন কবর নেই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা ও সেখানে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(১৩/২৩৮)
"	পরিচালনা কমিটি, চরগোজামানিকা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, থানাঃ মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	আমরা পূর্ব হ'তে একই মসজিদে ছালাত আদায় করে আসছি। বর্তমানে বেশ কিছু অসুবিধার জন্য পৃথক একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করছি। কারণগুলিঃ (১) পূর্বের মসজিদের জমি মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত নয় (২) বর্তমান মসজিদ থেকে ঐ মসজিদের দূরত্ব ১ কিঃ মিঃ (৩) মসজিদে যাতায়াতের ভাল রাস্তা নেই (৪) মুরব্বী দু'চারজন মাঝে মধ্যে জামা'আতে গেলেও ছোটর জামা'আতে একবারেই যায় না (৫) মসজিদের অধীনে পরিবারের সংখ্যা ৪০০-এর মত। সমাজ বড় হওয়াতে মসজিদে মুছল্লী সংকুলান হয় না। অতএব এসব কারণে আমরা ৭০/৭৫ পরিবার মিলে সুবিধামত জায়গায় ৫ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে গত ১২/১২/২০০১ইং তারিখ হ'তে পৃথকভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করে আসছি। উক্ত মসজিদটি কুরআন-হাদীছ সম্মত হয়েছে কি-না জানালে আমরা খুবই উপকৃত হব।	(১৪/২৩৯)
"	হাবীবুর রহমান, লাকসাম, কুমিল্লা।	স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করলে নাকি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালবাসা কমে যায়?	(১৫/২৪০)

"	সাইফুল্লাহ, কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।	চরিত্র ভাল হ'লে নাকি জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করা যাবে?	(১৬/২৪১)
"	রবীন সারওয়ার, ইন্দিরা রোড, রাজারবাজার, ঢাকা।	আমার একটি বিদেশী কুকুর আছে। আমি এটি বিক্রি করার ইচ্ছে করেছি। কুকুর বিক্রি করা শরী'আতে জায়েয আছে কি?	(১৭/২৪২)
"	মাওলানা আশরাফুল হক্ব, গচ্ছিমবন্দ, ভারত।	সিজদায়ে সহো যদি সালাম ফিরানোর পরে হয়, তবে তাশাহহুদ পড়ে সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(১৮/২৪৩)
"	আব্দুল জলীল, বাতহা, রিয়াদ, সঊদী আরব।	ওযূর অঙ্গগুলি একবার অথবা তিনের অধিক বার ধোয়া যাবে কি?	(১৯/২৪৪)
"	সেলিম রেযা, কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।	বাচ্চা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করলে বাচ্চারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। ফলে ইমাম ছাহেব মসজিদে বাচ্চা নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধ করাটা কি ঠিক হয়েছে?	(২০/২৪৫)
"	আখতার হোসাইন, রহনপুর রেলষ্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	স্বামীর খেদমত সম্পর্কে শরী'আতের বিধান এবং স্বামীর নির্দেশ অমান্যকারিণী স্ত্রীর পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/২৪৬)
"	মুঈনুদ্দীন আহমাদ, নওহাটা, রাজশাহী।	আলু কি নেছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে?	(২২/২৪৭)
"	আকরামুযযামান, মহিষ কুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছালাতের সময় হ'লে আব্বা বললেন, আগে ছালাত আদায় কর, পরে খাও। কেননা আমি মিশকাতে একটি হাদীছ পেয়েছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্য অথবা অন্য কোন কারণে ছালাতে দেরী কর না'। উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/২৪৮)
"	আহমাদ আলী, পোঃ সুলতানগঞ্জ করিডোর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	কুরবানীর দু'একদিন আগে কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে এবং সামর্থ না থাকার কারণে পুনরায় কুরবানী করে সম্ভব না হ'লে কুরবানীর নেকী পাওয়া যাবে কি?	(২৪/২৪৯)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, একডালা, মিঠাপুকুর রংপুর।	আমার স্বামী হিরোইন ও মদ খোর। আর এ কারণে আমার কোন স্বামীর ঘর করতে রাযী নয়। ফলে কাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক দেওয়া হয়েছে। এটি শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?	(২৫/২৫০)
"	আব্দুল হান্নান, গ্রামঃ মাসিন্দা, কালিগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।	আমার পিতা একটি 'জীবন বীমা' খুলেছিলেন। তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে আমার পিতাও মারা গেছেন। এক্ষণে এই টাকা কি সূদের আওতায় পড়বে? যদি পড়ে, তাহ'লে মূল টাকা বাদে সূদের টাকা কি করব?	(২৬/২৫১)
"	ছিফাতুল্লাহ,সাং ও পোঃ দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	কোন জারজ সন্তানকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে কি?	(২৭/২৫২)
"	আযাদ, কলাকোপা, বগুড়া।	আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়ে প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকে। এমতাবস্থায় ছবিযুক্ত মালের ব্যবসা করা যাবে কি?	(২৮/২৫৩)
"	আহমাদ, তল্লাতলা, বাগবাড়ী, বগুড়া।	আমার বয়স প্রায় ৫০ বছর। এ যাবত আমি কোনদিন ছালাত ও হিয়াম আদায় করিনি। এখন তওবা করে ছালাত-হিয়াম শুরু করলে অতীতের গোনাহ মাফ হবে, না বিগত ছালাত ও হিয়াম আদায় করতে হবে?	(২৯/২৫৪)
"	আবুল কালাম, মাদারগঞ্জ,, জামালপুর।	ছালাত আদায়ের সময় সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে?	(৩০/২৫৫)
"	আমীনুল ইসলাম, চাঁদমারী, পাবনা।	অনেকেই লুঙ্গী পরার সময় টাখনুর উপরে পরে আবার পাজামা-প্যান্ট পরার সময় টাখনুর নীচে পরে। এরূপ করা যায় কি?	(৩১/২৫৬)
"	হারূনুর রশীদ, চোরকোল, ঝিনাইদহ।	ঘড়ি বা আংটি ডান হাতে ব্যবহার করতে হবে না বাম হাতে?	(৩২/২৫৭)
"	হাবীবুর রহমান, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	কারেন্ট শক খেয়ে কোন প্রাণী মারা গেলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?	(৩৩/২৫৮)
"	ওমর আলী, মানিকহার, সাতক্ষীরা।	মৃত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা যায় কি?	(৩৪/২৫৯)
"	আবদুল্লাহেল বাকী, কামালনগর, সাতক্ষীরা।	দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যায় কি?	(৩৫/২৬০)
"	হাকীযুর রহমান, মানিকহার, সাতক্ষীরা।	হারাম বস্তু যেমন মদ, সিনেমার ফিল্ম, সিগারেট ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া যায় কি?	(৩৬/২৬১)
"	নাজমুল হাসান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	বিশেষ কারণ বশতঃ ফজরের ছালাত আদায় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় যোহরের জামা'আতের সময় উপস্থিত। এক্ষণে যোহরের ইমামতি করা যাবে কি?	(৩৭/২৬২)

Contents

"	আবদুর রক্বীব, শাখারীপাড়া, নাটোর।	কোন নারী মোহর ছাড়াই কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে কি?	(৩৮/২৬৩)
"	সুফিয়া, মহিলা হাফেযিয়া মাদরাসা, রাণীনগর, নওগাঁ।	মহিলারা হালাল পশু-পাখি যবেহ করতে পারে কি? তাদের যবেহ করা প্রাণী খাওয়া যাবে কি?	(৩৯/২৬৪)
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, গোপালপুর, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।	কিছুহে মুহাম্মাদীতে তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সাত ধরনের দো'আর কথা বর্ণিত আছে। উহা কতটুকু সঠিক? তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের সঠিক নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/২৬৫)
		***	
মে ২০০৩ (৬/৮)	মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান, আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।	বর্ষাকালে কাদামাটির রাস্তায় চলাফেরা করার ফলে অনেক সময় নখের মধ্যে কাদা ঢুকে যায়। নখ কাটার পরও তা বের করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(১/২৬৬)
"	ফায়ছাল মাহমূদ ভূঁইয়া, মাতাইন, রসূলপুর, আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি সহোদর ভাইয়ের এক পুত্র, চার কন্যা এবং বৈমাত্রেয় চার ভাই, দুই বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় উপরোল্লেখিত ওয়ারিছগণ তার সম্পত্তি থেকে কে কত অংশ পাবেন?	(২/২৬৭)
"	মঈনুদ্দীন আহমাদ, মহানন্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	সূরা বাক্বারাহ্র ২৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'সকল ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি'। এখানে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের কারণ কি?	(৩/২৬৮)
"	আবদুল খালেক, উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।	ওযূ করা অবস্থায় ওযূর পানি ওযূর পাত্রে পড়লে কিংবা ওযূ করার পর কাপড় বা লুঙ্গি হাটুর উপর উঠে গেলে ওযূর কোন ক্ষতি হবে কি?	(৪/২৬৯)
"	রাবেয়া বেগম, স্বী আমা-নিল্লাহ ভিলা, ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।	সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে تَمَاثِيلَ শব্দের অনুবাদ কোনটিতে ভাস্কর্য ও কোনটিতে মূর্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে এভাবে তাফসীর করা হয়েছে যে, সে যুগে লোকেরা মূর্তি তৈরী করত অথচ সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল না। কিন্তু তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/২৭০)
"	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, নবাব জায়গীর মাহবুবুল উলূম, রহমানিয়া মাদরাসা, সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হযরত ইউনুস (আঃ) কতদিন মাছের পেটে ছিলেন এবং তাঁকে কোন্ গাছের নীচে মাছে ফেলেছিল? গাছটির নাম কি?	(৬/২৭১)
"	আতাউর রহমান, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী।	আমি হজ্জ করতে গিয়ে মদীনায় ছোট কালো রং-এর খেজুর প্রতি কেজি ১২০ রিয়ালে কিনলাম। শুনেছি এতে নাকি অসুখ ভাল হয়। একথা কি ঠিক?	(৭/২৭২)
"	ইবরাহীম, চিনাটোলা বাজার, মণিরামপুর, যশোর।	ঢাকার বিভিন্ন অলি-গলিতে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক রাশিচক্র ও টিয়া পাখি দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন। অনেকে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে এগুলি করে থাকেন। এ ধরনের ভাগ্য নির্ধারণ কি শরী'আত সম্মত?	(৮/২৭৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাগলা হাট, পীরগাছা, রংপুর।	স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/২৭৪)
"	মোবারক, ৩/১৬/৩ মিরপুর-১১, ঢাকা।	গত ২৯ মার্চ ২০০১ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার 'ধর্ম দর্শন' বিভাগে অধ্যাপক আবদুল মান্নান মিয়া রচিত 'কদমবুসীঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি উত্তম শিষ্টাচার' প্রবন্ধে কদমবুসির প্রমাণে তিনি যে সমস্ত হাদীছ পেশ করেছেন, সেগুলি ছহীহ, না যঈফ?	(১০/২৭৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাবতলী, বগুড়া।	আমি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করি। বোরক্বা পরা সত্ত্বেও পুরুষের ভেতর কাজ করতে হয়, তাদের সাথে কথা বলতে হয় এবং বেতন উঠানোর সময় ঘুষ দিতে হয়। এভাবে মুখ খুলে পরপুরুষের সাথে কথা বলা, টাকা উঠানোর সময় ঘুষ প্রদান করা, এমনকি সরকারী বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?	(১১/২৭৬)
"	আহসান হাবীব, রামপুর, বিরল, দিনাজপুর।	আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গিত কোন হালাল পশু আল্লাহ্র নামে যবেহ করে তা ভক্ষণ করা যাবে কি? অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গিত নয় এমন কোন হালাল পশু আল্লাহ ব্যতীত পীর-অলীদের নামে যবেহ করে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে কি?	(১২/২৭৭)
"	আবুল খায়ের, তেলিগাংদিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আমাদের এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের দু'বছর যাবৎ পেটের গোলযোগের কারণে সর্বদা বায়ু নির্গত হয়, এক মিনিটও ওযূ রাখতে পারে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?	(১৩/২৭৮)
"	হালীমা, কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	কারো স্বামী যদি জাহান্নামে যায় এবং স্ত্রী জান্নাতে যায়, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য জান্নাতে কি ব্যবস্থা করা হবে?	(১৪/২৭৯)
"	মুযাফফর হোসাইন, শঠিবাড়ী, রংপুর।	মৃত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হ'লে কিভাবে জানাযা পড়াতে হবে?	(১৫/২৮০)

Contents

"	রূহুল আমীন, পাহাড়পুর, নওগাঁ।	'মুরাক্বাবা' (مراقبة) কি? এটি কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?	(১৬/২৮১)
"	নূরুল ইসলাম, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।	ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীদের ছালাতের কি অবস্থা হবে?	(১৭/২৮২)
"	আমীনুল ইসলাম, চাঁদমারী, পাবনা।	জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে আছে?	(১৮/২৮৩)
"	ফয়ছাল, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।	কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ, যাকাত, ছিয়াম, দান-খয়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি?	(১৯/২৮৪)
"	আব্দুল আহাদ, সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।	জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত জায়েয হবে কি?	(২০/২৮৫)
"	সিরাজুল ইসলাম, জ্যোতবাজার, নওগাঁ।	আমার পিতার বয়স প্রায় ৮০ বছর। তার খেদমতের জন্য তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুরোধ করলে তিনি বার বার তা প্রত্যাখ্যান করছেন। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের পক্ষে পেশাব-পায়খানা বা নাপাকী পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে তার খেদমত করব?	(২১/২৮৬)
"	মিনহাজুল আবেদীন, চাপাচিল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	কিছু ভণ্ড লোক টুপি মাথায় দিয়ে মানুষদের দা'ওয়াত দিচ্ছে এই বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মহব্বত হ'লেই জান্নাত অবধারিত। এরা ছালাত আদায় করে না। শুধু মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত। এরা কি সঠিক পথে আছে?	(২২/২৮৭)
"	জামীলা খানম, পাংশা, রাজবাড়ী।	বর্তমানে চুল কালো করার জন্য বাজারে 'দুলহান ব্লাক নাইট' নামক এক প্রকার তৈল বের হয়েছে। এটা কি ব্যবহার করা যাবে?	(২৩/২৮৮)
"	মুসাম্মাৎ আঞ্জুয়ারা, থর্কলহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আমি মসজিদে ছালাত আদায়ে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মসজিদে যেতে দেয় না। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, মসজিদে ছালাত আদায় না করলে তা কবুল হবে না। সঠিক সমাধান দিলে উপকৃত হব।	(২৪/২৮৯)
"	আবদুল আযীয, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।	পশু প্রজনন কর্মচারীদের উক্ত কাজের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? এই পদ্ধতিতে পশুর যৌনতৃপ্তি পূর্ণ না হ'লে কোন অসুবিধা হবে কি?	(২৫/২৯০)
"	আবদুল ওয়াহ্হাব, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	খাদ্যদ্রব্য কি মেপে গ্রহণের কথা হাদীছে এসেছে?	(২৬/২৯১)
"	সাবীনা ইয়াসমীন, মহেশ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্ন কি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?	(২৭/২৯২)
"	মুনীরুল ইসলাম, রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	কিছু লোককে দেখা যায় দৈনিক মাছ, গোশত, দই, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি খায়। এগুলি কি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়?	(২৮/২৯৩)
"	আকরাম, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	জনৈক মাওলানা রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে বহু দলীল ও যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে 'দারুল ইফতা'-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।	(২৯/২৯৪)
"	মুজীবুর রহমান, তাহেরপুর, রাজশাহী।	বাংলা ভাষা মানুষের না আল্লাহর তৈরী? পৃথিবীর মানুষ কয়টি ভাষায় কথা বলে?	(৩০/২৯৫)
"	নে'মতুল্লাহ, ইসলামনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মওকুফ করে দিলে আল্লাহ তাকে কি পরিমাণ নেকী দিবেন?	(৩১/২৯৬)
"	আবদুস সাত্তার, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।	জানাযার ছালাতে ১ম তিন তাকবীর না পেয়ে শেষের তাকবীর পেলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কি? এবং বাকী তাকবীরগুলি ক্বাযা করতে হবে কি?	(৩২/২৯৭)
"	মিকাঈল হোসাইন,নাখিরাবাজার, ঢাকা।	প্রভাবশালী লোকদেরকে দেখে কিছু লোক ভয় করে এবং তাদের অন্যায় কাজগুলি দেখে চুপ থাকে। অন্যায় প্রত্যক্ষ করার পরও কি প্রতিবাদ করা ঠিক হবে না?	(৩৩/২৯৮)
"	ছাবের আলী মণ্ডল,বিরামপুর, দিনাজপুর।	রাফ'উল ইয়াদায়েন যে করে আর যে করে না, শরী'আতের দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?	(৩৪/২৯৯)
"	মুঈনুদ্দীন, মহানন্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	জনৈক মাওলানা তার বক্তব্যে বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম আমলনামা হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে দিবেন। কথাটি কতটুকু সত্য?	(৩৫/৩০০)
"	গোলাম মুক্তাদির (বাবু), ১৯২ বি,কে, রায় রোড, খুলনা।	গত ৩০শে ডিসেম্বর'০২ খুলনা শিল্প ব্যাংকে এশার জামা'আত শেষে তাবলীগ জামা'আতের জনৈক মুরব্বী 'ফাযায়েলে আমল' বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা হ'তে	(৩৬/৩০১)

		'ফাযায়েলে যিকর' অধ্যায়ে বর্ণিত ২০ লক্ষ নেকীর নিম্নোক্ত দো'আটি- لا اله الا الله وحده لا شريك له احدًا صمدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد- পাঠ করে আমাকে হাত তুলে দো'আ করতে অনুরোধ জানান। উল্লেখিত বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	
"	সোহেল রানা, হোসেনবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	পুরানো কুরআন শরীফ পুড়িয়ে এর ছাই মাটির নীচে পুঁতে রাখা যাবে কি?	(৩৭/৩০২)
"	মামুনুর রশীদ, সোনাচাকা, নোয়াখালী।	পবিত্র কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে শুধুমাত্র তার অর্থ বাংলায় পাঠ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৮/৩০৩)
"	হালীমা বেগম, কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	স্বামী কয়েকদিনের জন্য কোন কারণ বশতঃ সফরে অথবা অন্য কোথাও গিয়েছেন। এমন সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে পিতা-মাতা কিংবা কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ আসলে স্বামীর হুকুম ছাড়া ঐ সংবাদে সাড়া দেয়া যাবে কি?	(৩৯/৩০৪)
"	আবুল মুকাররম, লামা, বান্দরবান।	মাদরাসার জমির উপর নির্মিত মসজিদে ছালাত হবে কি?	(৪০/৩০৫)
		***	
জুন ২০০৩ (৬/৯)	আরমান খন্দকার, বাসাবো, ঢাকা।	'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সমূহের সামনে বড় অক্ষরে লেখা থাকে 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'। এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ এবং পরোক্ষভাবে হানাফী বা অন্য মতাবলম্বীদের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের নামান্তর নয় কি?	(১/৩০৬)
"	আবদুল ওয়াহিদ, ষষ্টিতলা, রাজশাহী।	ছালাতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?	(২/৩০৭)
"	আবদুর রউফ, খাসের হাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমরা জানি সালামের সময় মুছাফাহা করা সুন্নাত। জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেছেন, বিদায়ের সময় মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৩০৮)
"	মূসা খান, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁ।	জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে তার দাড়ি থেকে গেছে এবং সে অনেছে যদি কেউ স্বপ্নে দাড়ি পাকা দেখে তাহ'লে নাকি সে মারা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/৩০৯)
"	ফাতিমা, ঢেকরা, নওগাঁ।	আমার পূর্ব স্বামী তার পিতার ভয়ে আমাকে এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে অন্যত্র আমার বিবাহ হয় এবং একটি মেয়ে সন্তান হয়। এখন আমি আমার আগের স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে চাই। এটি কিভাবে সম্ভব?	(৫/৩১০)
"	শিশির, বাজেদোল, মোহনপুর, রাজশাহী।	ফেরাউন ডুবে যাওয়ার সময় প্রথমবার যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিল, পরবর্তীতে তা কেন উচ্চারণ করতে পারেনি?	(৬/৩১১)
"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শরবতে ফুঁক দিয়ে অর্ধেক বরকে ও অর্ধেক কনেকে পান করানো হয়। ভালবাসা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কাজ করা যায় কি?	(৭/৩১২)
"	মোস্তফা, সাতনী, ঢেকরা, নওগাঁ।	আমি একজন ২২/২৪ বছরের যুবক। গ্যাষ্ট্রিক রোগে ভীষণ অসুস্থ। বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, অথচ আমি বসে ছালাত আদায় করি। এতে আমার লজ্জাবোধ হয়। অনেক সময় শুয়ে থেকে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা হয়। তবুও বসে আদায় করি। এমতাবস্থায় বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে হবে কি?	(৮/৩১৩)
"	নূরুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে ৪ মাসের বেশী পৃথক থাকতে পারে কি?	(৯/৩১৪)
"	আনারুল, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আযান ও একামত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তবে কে দিবে?	(১০/৩১৫)
"	তাজুদ্দীন সালাফী, গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।	কোন ব্যক্তি যদি তার নামের সাথে 'সালাফী' শব্দটি ব্যবহার করে তবে এটা কি বিদ'আত হবে?	(১১/৩১৬)
"	মা'ছুম বিল্লাহ, ইখড়ী মাদরাসা, তেরখাদা, খুলনা।	তাবলীগ জামা'আতের এক সাথী আমাকে বলেন যে, ইলিয়াস (রহঃ) উম্মতের দুরাবস্থা দেখে দেওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তাবলীগের কাজ করতে বলেন এবং তার (তাবলীগের) একটি নকশা দেখান। সেই নকশা মোতাবেক তিনি উপমহাদেশে তাবলীগের কাজ চালু করেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের স্বপ্ন ও তাবলীগ কি ঠিক?	(১২/৩১৭)
"	মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।	ঈদগাহ মাঠের পিছনে প্রায় ১৩০ বছর পূর্বের কয়েকটি কবর আছে। উক্ত ঈদগাহে ঈদের ছালাত জায়েয হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/৩১৮)

"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' টিভি অনুষ্ঠানে আযানের জবাবে দরূদ পাঠের বাধ্যবাধকতা নেই বলা হয়েছে। অথচ আমি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এ আযানের দো'আর আগে দরূদ পড়ার কথা জানতে পেরে তা পড়ে থাকি। এক্ষণে আযানের জবাবে দরূদ পড়া সম্বন্ধে কি নির্দেশ রয়েছে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৪/৩১৯)
"	শেখ আবু মূসা, ইমাম, মৌতলা বাসষ্ট্যাণ্ড জামে মসজিদ, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।	ফরয ছালাতের শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণে নিম্নলিখিত হাদীছটি ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন। হাদীছটি হ'লঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'যখন তুমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের পেট দ্বারা করবে। দু'হাতের পিঠ দ্বারা দো'আ করবে না। অতঃপর যখন দো'আ শেষ করবে তখন দু'হাত দ্বারা চেহারা মুছে নিবে'।	(১৫/৩২০)
"	সিরাজুল হক, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমি সফরে থাকাবস্থায় কো' এক মসজিদের ইমাম হয়ে ছালাত আদায় করছি। প্রথম রাক'আতের পর স্মরণ হয় যে, আমি মুসাফির। আমাকে ক্বছর করতে হবে অথচ মুক্তাদীদের সাথে পরামর্শ হয়নি। এ সময় আমার করণীয় কি?	(১৬/৩২১)
"	আবুল খায়ের, কাপাসিয়া, গাজীপুর।	আড়াই বৎসরের দাম্পত্য জীবনে আমি দেড় বছর বয়সের এক সন্তানের জনক। আমার স্ত্রী বর্তমানে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। বিবাহের পর থেকেই সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করে আসছিল। তার পিতা-মাতা বুঝানো সত্ত্বেও সে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে কিছুদিন আগে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। এমতাবস্থায় কুরআন-হাদীছের আলোকে স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি আমার কর্তব্য কি?	(১৭/৩২২)
"	শরীফুল ইসলাম, নিমসার জনাব আলী কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা	ফরয ছালাতে সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়ার পর অন্যান্য দো'আ যেমন, আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার ইত্যাদি দো'আ পড়া যায় কি?	(১৮/৩২৩)
"	মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব, আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।	কবরস্থানের বৃক্ষাদি, বাঁশগাছ ইত্যাদি কবরের উপরে বসে কাটা যায় কি? তাছাড়া উক্ত বৃক্ষাদি ও বাঁশ বিক্রয় করা এবং ক্রয় করে মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৯/৩২৪)
"	আয়নুল হক, সাপাহার, নওগাঁ।	মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে ছাদাক্বার বকরী খেতে পারবে কি?	(২০/৩২৫)
"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	জানাযার ছালাতে বুখারী শরীফ ছাড়া আর কোন্ কোন্ গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে, জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৩২৬)
"	নযরুল ইসলাম, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ শাখা, নওগাঁ।	গত ২ বছর ধরে আমাদের অফিসে আযান দিয়ে ছালাতে আমিই ইমামতি করে আসছি। কিন্তু মুনাজাত না করার ফলে আমার উপর রাগ করে অফিসের লোকজন আরেকজনকে ছালাত আদায় করাতে বলে। তিনি মাযহাবী কায়দায় ছালাত আদায় করেন এবং শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। এমতাবস্থায় আমার আযান ও একামত দেওয়া ও তাদের সাথে ছালাত আদায় করা কি ঠিক হবে?	(২২/৩২৭)
"	হাবীবুর রহমান, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	আমি তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত। কষ্ট হ'লেও নিয়মিত আদায় করি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বললেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট আমল না করে অন্যান্য নফল ইবাদত করলে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হওয়া যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(২৩/৩২৮)
"	আবদুল কুদ্দুস, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক প্রভাবশালী আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্ব-এর উপরে লড়াইরত ও বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তখন হকপন্থী দলের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন! আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন! সেই আমীর নাকি ইমাম মাহদী? এর সত্যতা জানতে চাই।	(২৪/৩২৯)
"	মিছবাহুল হক, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	মানুষের মাথার চুল পাকা নাকি মৃত্যুর চিঠি। এ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু?	(২৫/৩৩০)
"	মানিক মাহমূদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।	হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে বা উরু বের করলে নাকি ৪০ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। একথা কতটুকু সত্য?	(২৬/৩৩১)
"	সাইদুল আনছারী, নওহাটা, রাজশাহী।	তাবলীগী নিছাবে বায়হাক্বীর 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শুনি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ১৮)। হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৭/৩৩২)
"	আকরাম, টোটালিপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।	একজন মুসলমান ছেলে একজন হিন্দু মেয়েকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, তারা নিজ নিজ ধর্মের উপরে থাকবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি হবে?	(২৮/৩৩৩)
"	তোফাযযল হক, প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ), গিভেন্সী স্পিনিং মিল্‌স লিঃ, মতিঝিল, ঢাকা।	অন্যত্র চাকুরীর তাকীদে নিজ বাড়ী এক হিন্দু লোককে ভাড়া দিয়ে কর্মস্থলে চলে আসি। সে প্রায় ১২ বছর যাবৎ সেখানে বসবাস করছে। এখন নিজ বাড়ীতে পুনরায় বসবাস করতে চাইলে কিভাবে বাড়ী-ঘর পবিত্র করতে হবে?	(২৯/৩৩৪)

Contents

"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।	আমি একজন অবিবাহিতা নারী। সাধ্যমত শরী'আতের বিধান মেনে চলি। কিন্তু আমার বিবাহ না হওয়ার ফলে কিছু দুষ্ট লোক আমার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কুৎসা রটনাকারীদের ইবাদত কবুল হবে কি?	(৩০/৩৩৫)
"	শরফুদ্দীন, গ্রাম ও ডাকঃ মাহমূদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।	হজ্জ প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় একজন বাঙ্গালী আলেম বললেন যে, হাজরে আসওয়াদে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন কি?	(৩১/৩৩৬)
"	ফয়ছাল আহমাদ, আলীপুর, সাতক্ষীরা।	ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বলক্ষণ সমূহের মধ্যে মুসলমানদের কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে। কিন্তু মুসলমানরা কোথাও মূর্তি পূজারী নয়। তাহ'লে এই আলামতটি এখনও বাকী আছে কি?	(৩২/৩৩৭)
"	আব্দুল মুমিন, সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	এক শ্রেণীর ছেলেরা কবুতর ক্রয় করে উড়িয়ে খেলাধূলা করে। শুধু তাই নয় এই ধরনের কবুতরের দামও বেশ চড়া। আমার প্রশ্ন, কবুতর নিয়ে এভাবে খেলাধূলা করা কি জায়েয?	(৩৩/৩৩৮)
"	মুযাফফর হোসাইন, বারকোনা, গাইবান্ধা।	মিসরের আলেমগণ ছোট মেয়েদের খাৎনা জায়েয বলেন এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। '... কেননা উহা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর নিকটে খুবই প্রিয়' (আবুদাঊদ)। এই হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।	(৩৪/৩৩৯)
"	সাইফুল ইসলাম, গ্রামঃ নারায়ণজোল, আগরদাঁড়ী, সাতক্ষীরা।	বিগত ইউপি নির্বাচনে জনৈক ইমামের মনোনীত প্রার্থী জয়ী হ'লে তিনি মুছল্লীদের সাথে করে দু'রাক'আত শুকরানা ছালাত আদায় করেন। উল্লেখিত পদ্ধতি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে কি?	(৩৫/৩৪০)
"	আব্দুস সাত্তার, গ্রামঃ কিশোরী নগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আমি সঊদীতে বহুদিন ছিলাম। একদিন বাজারে গিয়ে এক মুরগীর দোকানদারকে বললাম, انا اريد لحم الدجاج كيلو واحد অর্থাৎ আমি এক কেজি মুরগীর গোশত চাই। দোকানদার হেসে বললেন যে, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম অর্থ গোশত বলা ঠিক না। আমি জানতে চাচ্ছি, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম বা মুরগীর গোশত হাদীছে ব্যবহার হয়েছে কি-না?	(৩৬/৩৪১)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?	(৩৭/৩৪২)
"	আব্দুল্লাহ, চটেরহাট, মংলা বন্দর, খুলনা।	আমাদের এলাকায় কোন লোক মারা গেলে তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা হয়। মৃত ব্যক্তির কোন কাফ্ফারা আছে কি?	(৩৮/৩৪৩)
"	হারুণ, ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।	কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার ৪০ দিন পর 'চল্লিশা' করা জায়েয আছে কি?	(৩৯/৩৪৪)
"	আফযাল, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা বা তার নামে কুরআন খরিদ করে মসজিদ- মাদরাসায় দেওয়া যায় কি?	(৪০/৩৪৫)
		***	
জুলাই ২০০৩ (৬/১০)	খালেদা, জেদ্দা, সঊদী আরব।	একজন বালেগা মেয়ের জন্য পিতা ও অন্যান্য মেয়েদের সামনে কতটুকু পর্দা করা ফরয?	(১/৩৪৬)
"	ইকবাল হুসাইন, হরিপুর, ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগ , রংপুর।	আমরা জানি, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে মুজাহিদ ভাইয়েরা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানববোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছেন। এভাবে আত্মঘাতি বোমায় নিহতদের আখেরাতে পরিণাম কি হবে?	(২/৩৪৭)
"	আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস, হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা আযানের সময় আমার নাম শ্রবণ করে দু'হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চুম্বন করে চোখে মাসাহ করবে তারা কখনও অন্ধ হবে না' (তাফরীহ আজকিয়া)। আরো বলা হয়েছে, আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম প্রথমবার শুনবার পর 'ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয়বার শুনবার পর 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পূর্বের ন্যায় চুম্বন করা ছওয়াবের কাজ (কানযুল ইবাদ ও শামী কিতাবের বাবুল আযান অধ্যায়)। বর্ণিত হাদীছ দু'টির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাই।	(৩/৩৪৮)
"	মাহমূদুল হাসান, পীরগাছা, রংপুর।	পৃথিবীতে কতজন নবী ও রাসূল আগমন করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে রাসূল-এর সংখ্যা কত?	(৪/৩৪৯)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে নাকি ওয়াইস ক্বারানী তার নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এ ঘটনা কি সত্য?	(৫/৩৫০)
"	রশীদ আহমাদ, বারিধারা, ঢাকা।	মসজিদের নীচতলায় দোকানপাট করা শরী'আত সম্মত কি?	(৬/৩৫১)
"	বিলকিস বানু, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	নাবালিকা মেয়েদের বিবাহ দানের পদ্ধতি কি? তাদের বিবাহ কি শুধু পিতা দিতে পারেন, না মায়েরও	(৭/৩৫২)

		অনুমতির প্রয়োজন আছে? তাদের বিবাহে কতজন সাক্ষী প্রয়োজন?	
"	মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন সালাফী, গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।	কবরস্থানে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা কি বিদ'আত?	(৮/৩৫৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিরাজগঞ্জ।	তাবীয-কবয, শামুক, কোমরে সূতা, রাকশী (গিরা দেয়া সূতা গলায় পরা) এবং ছেলেদের জন্য সোনা-রূপার আংটি, কড়ি বা যেকোন ধরনের মালা ব্যবহার করা যায় কি? কবিরাজগণ জ্বিনদের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা-বার্তা বলে থাকে, সেসব কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?	(৯/৩৫৪)
"	আব্দুল আযীয, ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।	তাশাহহুদ পাঠের সময় 'আসসালা-মু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু' (হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর স্থলে 'আসসালা-মু আলান্নাবী' (নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পড়তে হবে বলে আব্দুশ শহীদ নাসিম অনূদিত শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ)' বইতে উল্লেখিত হয়েছে। ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) সহ ছাহাবীগণ নাকি অনুরূপ পড়তেন। কোন্ হাদীছে তা উল্লিখিত হয়েছে এবং তা ছহীহ কি-না জানতে চাই।	(১০/৩৫৫)
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, মহিষখোচা, আদিতমারী লালমণিরহাট।	ইমাম ছাহেবের জমি-জমা ও ২টি পাকা বাড়ী থাকতে মুছল্লীদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জে যাওয়া জায়েয হবে কি?	(১১/৩৫৬)
"	হাবীবুর রহমান, সাতরশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	দ্বিতীয় আদম কে এবং কেন? জবাব দানে বাধিত করবেন।	(১২/৩৫৭)
"	হাসানুয্যামান, আদর্শ দাখিল মাদরাসা, গাংনী, মেহেরপুর।	যোহরের ছালাত ৪ রাক'আত ফরয। কিন্তু জুম'আর দিনে তদস্থলে ২ রাক'আত কমিয়ে দেয়ার কারণ কি? এর কোন ফযীলত আছে কি? সুন্নাত ও নফলসহ জুম'আর ছালাত কত রাক'আত?	(১৩/৩৫৮)
"	আব্দুল বাসেত, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আম, কাঁঠাল, বাঁশ এবং অন্যান্য গাছের বিক্রয়লব্ধ টাকায় যাকাত প্রদান করতে হবে কি?	(১৪/৩৫৯)
"	হেমায়াতুল্লাহ, শালবাগান, রাজশাহী।	ওযন ও মাপে কম দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/৩৬০)
"	শওকত আলী, জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বে দাঁতে সাতবার খিলাল করা এবং ঢিলা দ্বারা গুপ্তাঙ্গে সাতবার কুলুপ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি?	(১৬/৩৬১)
"	মুজীবুর রহমান বিশ্বাস, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	দুপুর ১-টা বা সোয়া একটার সময় আমরা যোহরের ছালাত আদায় করে থাকি। জনৈক আলেম পৌনে একটায় ছালাত আদায় করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি আউয়াল ওয়াক্তে পড়ছেন আর আমাদের ১-টা বা সোয়া একটা আউয়াল ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে না। তাঁর এ কথা কি সঠিক?	(১৭/৩৬২)
"	আকরামুয্যামান, সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।	বাঘের চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৮/৩৬৩)
"	আরশাদ আলী, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	যেকোন মীক্বাত হ'তে ৯ তারিখে সূর্য উদয়ের পূর্বে আরাফার ময়দানে রওয়ানা দিলে হজ্জ হবে কি?	(১৯/৩৬৪)
"	আহসান হাবীব, ছতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।	ক্বাযা ছালাত আদায় করার পদ্ধতি কি? প্রত্যেক ছালাতের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন এক্বামত দিতে হবে?	(২০/৩৬৫)
"	ইশতিয়াক আহমাদ, মহেশ্বরপাশা বাজার, খুলনা।	প্রত্যেক নবী কি ছাগল চরাতেন? আমাদের নবী নিজের ছাগল চরাতেন, না অন্যের ছাগল চরাতেন?	(২১/৩৬৬)
"	হাবীব হুসাইন, বাগিচাপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	যখন মানুষ আল্লাহ্কে স্মরণ করবে না, তাঁর ইবাদত করবে না, তখনই নাকি ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, এ কথা কি সঠিক?	(২২/৩৬৭)
"	বকুল, মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।	অন্ধ ব্যক্তি তার অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। উক্তিটি কি সত্য?	(২৩/৩৬৮)
"	মুহাম্মাদ মুর্তযা, রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।	বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ছালাতের পূর্বে করতে হবে না পরে? ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/৩৬৯)
"	আলীমুদ্দীন দেওয়ান, ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	এক ওয়ায মাহফিলে জনৈক বক্তা বললেন, যখন কোন হাজী ছাহেবের সাথে সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে, তার সাথে মুছাফাহা করবে ও তিনি স্বীয় বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বেই তার নিকট থেকে তোমরা মাগফেরাতের দো'আ নিবে। কেননা হাজী ছাহেব হ'লেন গোনাহ মাফকৃত ব্যক্তি। উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(২৫/৩৭০)
"	আব্দুস সুবহান, বিরামপুর, দিনাজপুর।	ক্ষতির আশংকা হ'তে বাঁচার জন্য কোন ছহীহ দো'আ আছে কি?	(২৬/৩৭১)
"	মুসাম্মাৎ মারইয়াম, হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী	জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নাকি বাদ ফজর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে মিম্বরে	(২৭/৩৭২)

	জামালপুর।	বসে খুৎবা দিয়েছিলেন। এ ধরনের বক্তব্য কুরআন-হাদীছে আছে কি?	
"	নাজমুল হুদা, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	আমি হাদীছ শোনার পর সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম পালন করে থাকি। এখন জানি উক্ত দু'দিন মানুষের আমল সমূহ নাকি আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয় এবং মুমিন বান্দাকে মাফ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ উক্ত দুই দিন ছিয়াম পালন করার ফলে মাফ করা হবে, না অন্য কোন কারণে?	(২৮/৩৭৩)
"	সানজিদা বেগম, তাহেরপুর পৌরসভা, বাগমারা, রাজশাহী।	আমাদের দেশে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিধবা মহিলা অন্য অলংকার পরলেও নাকফুল পরেন না। এটা পরাকে তারা অশুভ মনে করেন। এটা কি ঠিক?	(২৯/৩৭৪)
"	ডাবলু মিয়া, কদমতলা, সাতক্ষীরা।	একটি বইয়ে দেখলাম, স্ত্রী মিলনের নিষিদ্ধ সময় হ'ল, চান্দ্র মাসের প্রথম ও শেষ তারিখ, পূর্ণিমা রাত, অমাবস্যার রাত, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে, ভরা পেটে, রাতের প্রথম অংশে, পশ্চিম দিকে শয়ন করে, ইঁদুল ফিৎর ও ইঁদুল আযহার রাতে। এসব কথাগুলি কি ঠিক?	(৩০/৩৭৫)
"	ওবায়দুল্লাহ, লালবাগ, দিনাজপুর।	আমি মাগরিবের ছালাত দু'রাক'আত পেয়েছি। বাকী এক রাক'আত পড়ার সময় কিরাআত জোরে পড়তে হবে কি এবং ফাতেহা সহ অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?	(৩১/৩৭৬)
"	ঈমান আলী, শাহাগোলা, আত্রাই, নওগাঁ।	কোন ব্যক্তির বা ছেলে-মেয়ের জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত কবুল করা যায় কি?	(৩২/৩৭৭)
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।	ছালাতের মাঝে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদলে ছালাত বাতিল হবে কি?	(৩৩/৩৭৮)
"	আমীনুল ইসলাম, সেতাবগঞ্জ ষ্টেশন, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঠাকুরগাঁ।	কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করার পর জানতে পারল যে, তার কাপড় অপবিত্র। তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(৩৪/৩৭৯)
"	মুজীবুর রহমান, পাংশা, রাজবাড়ী।	কাপড়ে ছেলে-মেয়ের পেশাব লেগে কাপড় যদি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৫/৩৮০)
"	রফীকুল ইসলাম, টেঘরা, দিনাজপুর।	চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মান্য করা কি যরূরী?	(৩৬/৩৮১)
"	বেবী, উত্তর নওদাপারা, রাজশাহী।	যাকাত-ফিৎরা-ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি?	(৩৭/৩৮২)
"	আব্দুল্লাহ, মাঝাডাঙ্গা, দিনাজপুর।	হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে দোকান প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা এবং তাদের পূজার দাওয়াত গ্রহণ করা যায় কি?	(৩৮/৩৮৩)
"	মুজীবুর রহমান, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।	মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং ঐ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৯/৩৮৪)
"	আমীনুদ্দীন, হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ছালাতের পর মুছাফাহা করা যায় কি?	(৪০/৩৮৫)
		***	
আগষ্ট ২০০৩ (৬/১১)	*মুহাম্মাদ আলফায়ুদ্দীন সর্দার, কাকডাংগা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*	আমার নিজস্ব কোন জমি নেই। জনৈক মালিকের নিকট হ'তে কিছু জমি ভাগে ফসল করি। ঐ জমিতে যে ধান হবে ঐ ধানের ওশর কি আমাকে দিতে হবে, না জমির মালিককে দিতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১/৩৮৬)
"	*মুহাম্মাদ এমায়ুদ্দীন মোল্লা, মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।*	ছালাত আদায়কারীর দিকে খেয়াল না করে অনেকেই পার্শ্বে বসে গল্পগুজব করেন। এতে মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। এরূপ করা কি ঠিক?	(২/৩৮৭)
"	*মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ, জোত সাতনালা, ঘন্টারহাট, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।*	আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩/৩৮৮)
"	*মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, দৌলতপুর, খুলনা।*	যারা ওকালতি পেশায় নিয়োজিত তাদের অনেকেই কোর্টে অহরহ মিথ্যা কথা বলেন, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, আবার মিথ্যাকে সত্য করে মক্কেলের নিকট হ'তে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করেন। এভাবে অর্থ নেওয়া বা এ পেশা হালাল হবে কি?	(৪/৩৮৯)
"	*মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁও।*	মসজিদের জন্য এবং মহিলাদের ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য তৈরী পর্দার কাপড় ব্যক্তিগত কাজে যেমন বিবাহ, আক্বীক্বা, শোকরানার দাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে কি?	(৫/৩৯০)
"	*মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন, ঠাকুরগাঁও।*	জনৈক ইমাম ছাহেব মসজিদের জমিতে কিছু ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। উক্ত গাছগুলি কর্তৃপক্ষ কেটে বিক্রি করেছেন এবং ইমাম ছাহেবকে ২/৩টা গাছ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম ছাহেব মৃত্যুবরণ করলে উক্ত গাছের হকদার হয় তাঁর ছেলে-মেয়েরা। কিন্তু বর্তমান ম্যানিজিং কমিটি উক্ত গাছগুলি মৃত ইমামের সন্তানদের না দিয়ে ফলসহ গাছগুলি বিক্রি করেছে। এক্ষণে উক্ত গাছের প্রকৃত হকদার কে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৩৯১)

"	*ইউসুফ আহমাদ, গোয়াইলটুলা, বাসা নং ৮২, মল্লিকা' বড় বাজার, আন্দরখানা, সিলেট।*	হযরত খিযির (আঃ) নাকি 'আবে হায়াৎ' পান করে এখনও বেঁচে আছেন? 'কাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযর (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৩৯২)
"	*মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন রামাযান, বৃ-কুষ্টিয়া, কামারপাড়া, মাঝিড়া, বগুড়া।*	জনৈক ব্যক্তি দশ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য দান করেন। পরে তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিছু অসাধু লোক সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং গোপনে উক্ত কমিটি স্কুলের নামে উক্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এক্ষণে ঐ মৃত ব্যক্তি কি তার দানের ছওয়াব পাবেন? আর যারা স্কুল করেছে তাদের পরিণতি কি হবে?	(৮/৩৯৩)
"	*মুহাম্মাদ যুলফিক্বার আলী, ক্বয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ পাবনা।*	জনৈক ইমাম বিনা ওযূতে আযান দেন এবং পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করান। এমনটি করায় কি কোন অসুবিধা আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৩৯৪)
"	*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, রাজপুর, সাতক্ষীরা।*	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আবূদাঊদ শরীফের ৬৭৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডান দিকের মুছল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'। প্রশ্ন হ'লঃ তবে কি কাতারের বাম ও পিছনের দিকের মুছল্লীগণ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে?	(১০/৩৯৫)
"	*আবাদুর রহমান, কৃষ্ণরামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*	ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায় কি?	(১১/৩৯৬)
"	*মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ, পাথরঘাটা কলেজ, পাথরঘাটা, বরগুনা।*	দাড়ি রাখার বিষয়টি কতটুকু যরূরী? দাড়ি রাখার বিধান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দাড়ির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব।	(১২/৩৯৭)
"	*আবু সাঈদ, পলাশবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে শুধু 'আল্লাহ' লেখা ছিল, কথাটি কি ঠিক?	(১৩/৩৯৮)
"	*সাইফুর রহমান, জোড় বাড়িয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর জিবরীল (আঃ) চার খলীফার নিকট চার বার এসেছিলেন। জনৈক খত্বীবের এ বক্তব্য কি সঠিক?	(১৪/৩৯৯)
"	*মুজীবুর রহমান, রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।*	ঈসা (আঃ)-কে পিতা বিহীন সৃষ্টির রহস্য কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।	(১৫/৪০০)
"	*নাদের আলী, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।*	ব্যাঙের ছাতা খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(১৬/৪০১)
"	*আসলাম, ঝিকরগাছা, যশোর।*	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খাওয়া এবং পাত্র হ'তে খাদ্য পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এর কারণ কি?	(১৭/৪০২)
"	*মিছবাহুল ইসলাম, আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*	আমাকে আমার পিতা-মাতা ওয়াহ্হাবী বলে ডাকেন। কারণ আমি তাদেরকে শিরক হ'তে বাধা দেই। এক্ষণে তাদের সাথে কি সদাচরণ করব? না তাদেরকে ছেড়ে চলে যাব?	(১৮/৪০৩)
"	*আমজাদ হোসাইন, আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।*	জনৈক বক্তা বললেন, মেয়েদের স্বর্ণের গয়না না পরাই ভাল। কারণ হাদীছে আছে, যে সকল নারী গলায়, কানে, হাতে স্বর্ণের অলংকার পরবে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনের হার পরানো হবে? এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১৯/৪০৪)
"	*সাইফুদ্দীন, ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।*	খাবার শেষের দো'আ ও কাপড় পরিধানের দো'আ নাকি একই? পার্থক্য থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৪০৫)
"	*আবাদ, বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*	শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে জানতে চাই।	(২১/৪০৬)
"	আফতাবুদ্দীন, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	এক সন্তানের জননী জনৈকা মহিলা স্বীয় স্বামীকে রেখে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। কাযী অফিসে তারা বিবাহ করেছে এবং একটি কন্যা সন্তানও হয়েছে। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?	(২২/৪০৭)
"	ছিফাতুল্লাহ, হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।	ফিলিস্তীনে কখন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম হয়? সূরা ফাতিহাতে যে ইহুদী-নাছারার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাদের বংশধর কি ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেছে?	(২৩/৪০৮)
"	মীযানুর রহমান, তেলিগাদ্দিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু অন্যায়?	(২৪/৪০৯)
"	আমীনুল হক, সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।	ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি নাকি এমন যে, মসজিদ বানিয়ে মানুষ গর্ব করবে। যদি তাই হয় তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যে মসজিদগুলি তৈরি করছে সেগুলি তার অন্তর্ভুক্ত হবে না?	(২৫/৪১০)
"	মুযযাম্মিল হক, বাঘড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	শুকনা কুকুর মসজিদে বা জায়নামাযের উপর দিয়ে গেলে মসজিদ বা জায়নামায ধৌত করতে হবে কি?	(২৬/৪১১)
"	মারূফ হোসাইন, আগৈলঝরা, বরিশাল।	রক্ত দান কি 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্'র অন্তর্ভুক্ত?	(২৭/৪১২)

"	মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান, তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	খালি গায়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/৪১৩)
"	আবদুল হালীম, হরিপুর, বাঘমারা, রাজশাহী।	ছহীহ হাদীছ মোতাবেক বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/৪১৪)
"	ইমামুদ্দীন, শিরোইল জামে মসজিদ, রাজশাহী।	কবরে লাশ রাখার পর দু'একটি পাটাতন দেয়া হয়েছে, এমতাবস্থায় কেউ দেখতে চাইলে পাটাতন সরিয়ে দেখানো যায় কি?	(৩০/৪১৫)
"	শামীম আহমাদ, আহলেহাদীছ পাঠাগার, গাছবাড়ী, সিলেট।	জানাযার ছালাতের তাকবীর সমূহে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?	(৩১/৪১৬)
"	যহীরুল ইসলাম, দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবূদাঊদ ২য় খন্ডের ৩৭০ পৃঃ ১৫৬৫ নং হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ যত কম বা বেশী হৌক না কেন সে পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয। আবূদাঊদে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩২/৪১৭)
"	আব্দুল কাদের, পাংশা, রাজবাড়ী।	জনৈক বক্তার বক্তব্য, এক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত পান করলে তিনি তাঁকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেন; ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং খেয়ে ফেলতেন ইত্যাদি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৩/৪১৮)
"	মাহমূদুল হাসান, গোপালবাড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী।	আমি এক আলেমের মুখে শুনেছি, এক মুষ্টি পরিমাণ অথবা হা করলে দুই ঠোঁটের মাঝে যে পরিমাণ দূরত্ব হয়, সে পরিমাণ লম্বা দাড়ি রেখে বাকীটা ছেঁটে ফেলা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।	(৩৪/৪১৯)
"	শিহাবুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হাবের-নাবের ছিলেন? তিনি কি অদৃশ্যের খবর জানতেন?	(৩৫/৪২০)
"	আব্দুল খালেক, গোছা, কেশরহাট, রাজশাহী।	ফরয ছালাতের চেয়ে কি যিক্‌র উত্তম?	(৩৬/৪২১)
"	একরাম মণ্ডল, সালামতপুর, মধুপুর, যশোর।	ঈসা (আঃ) এখন জীবিত না মৃত? যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে কোথায় আছেন?	(৩৭/৪২২)
"	আবদুল আযীয, বংশাল, ঢাকা-১১০০।	যাত্রা পথে অকল্যাণকর কিছু দেখলে যাত্রাকে অশুভ বলা যায় কি?	(৩৮/৪২৩)
"	মুহাম্মাদ নূরুযযামান, বানিয়াবাড়ী, ডেংগোরগড়, ইসলামপুর, জামালপুর।	জানতে পারলাম যে, আমি নাকি শিশুকালে আমার শাশুড়ীর বুকের দুধ দু'একদিন পান করেছি। একথা শাশুড়ীও স্বীকার করেছেন। বর্তমানে আমি স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। আমার করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/৪২৪)
"	মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, সিন্দুকাই, তানোর, রাজশাহী।	মামা মারা যাওয়ার তিন বৎসর পরে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মামীকে বিবাহ করেছে। উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/৪২৫)

***

সেপ্টেম্বর ২০০৩ (৬/১২)	হামযাহ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	যাকাত আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন নাকি সাপে দংশন করবে? ছহীহ দলীলের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/৪২৬)
"	এহসানুল্লাহ, মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।	আমি হজ্জে যাওয়ার মনস্থ করেছি। ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করতে হ'লে কোন্ বইটি অনুসরণ করব? আর কা'বা শরীফে প্রবেশের সময় 'আল্লাহুম্মাফতাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা' বলা যাবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৪২৭)
"	আছগর আলী, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	সফর অবস্থায় সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে মাগরিব ও এশাকে একত্র করা যাবে কি?	(৩/৪২৮)
"	সাইফুল ইসলাম, গাংনী, মেহেরপুর।	কোন্ ধরনের গান ও গযল গাওয়া শরী'আতে জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/৪২৯)
"	হাফীযুর রহমান, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	দেখতে প্রায় সাপের মত। আমরা তাকে কৈচার (কুঁচে) মাছ বলি। অনেকে সেটাকে খুব মজা করে খায়। আবার অনেকে খায় না। আমার প্রশ্ন- এটি খাওয়া যাবে কি?	(৫/৪৩০)
"	আবদুর রহমান, কালাইহাট, ফেতলাল, জয়পুরহাট।	ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অক্ষমতার কারণে ক্ষমা করে দিলে তার বদলা কি হবে?	(৬/৪৩১)
"	সোহেল রানা, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	কোন নেতা যদি বায়তুল মাল আত্মসাৎ করে, তাহ'লে মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া যাবে কি? তার শাস্তি কি হবে?	(৭/৪৩২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঙ্গাবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	পরিষ্কার বিছানার চাদরের এক পার্শ্বে ঋতুবর্তী স্ত্রী শুয়ে থাকা অবস্থায় চাদরের অন্য পার্শ্বে স্বামী ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?	(৮/৪৩৩)
"	আযহারুদ্দীন বিশ্বাস, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী,	জনৈক বক্তা আনাস (রাঃ)-এর হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, উট, গরু ও	(৯/৪৩৪)

	ঢাকা।	ছাগল দ্বারা আক্বীক্বা করা যাবে। উক্ত মর্মের হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।	
"	আব্দুল্লাহ, নাটাইপাড়া, বগুড়া।	একটি ওয়ায মাহফিলে শুনলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য আসমান হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন এবং যমীন হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন। আসমান হ'তে আমার দু'জন উযীর হ'লেন জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ)। আর যমীন হ'তে দু'জন উযীর হ'লেন আবুবকর এবং ওমর। উল্লিখিত কথাগুলি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(১০/৪৩৫)
"	আযাদ আলী, নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	বেকার হয়ে বাড়ীতে বসেছিলাম। কিছুদিন পূর্বে একটি সূদী ব্যাংকে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু সূদী ব্যাংকে চাকরি করার জন্য পিতা খুব অসন্তুষ্ট এবং তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বলছেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(১১/৪৩৬)
"	আব্দুল খাবীর, কাজলা, রাজশাহী।	বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে এবং বিভিন্ন নির্জন স্থানে ছাত্র ও ছাত্রী দু'জন দু'জন করে বসে গল্প করতে দেখা যায়। আমার প্রশ্ন- নির্জনে ছেলে ও মেয়ে এভাবে একত্রে বসার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সরকার কি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না?	(১২/৪৩৭)
"	হাজী মঈনুদ্দীন, দোগাছী, পাবনা।	আমরা অনেকেই জায়নামাযে ছালাত আদায় করে থাকি। জায়নামাযে ছালাত আদায় করার কি কোন দলীল আছে?	(১৩/৪৩৮)
"	যোবায়ের আহমাদ, আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা কি ঠিক? অনেক আলেম বলে থাকেন যে, কিতাবগুলিতে অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ রয়েছে বিধায় 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে।	(১৪/৪৩৯)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, কারবোনা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	চিকিৎসা ক্ষেত্রে 'এলকোহল' ব্যবহার করা যাবে কি? বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিতে পোটেন্সি মেডিসিনগুলি এলকোহল ছাড়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/৪৪০)
"	মেছবাহুল ইসলাম, টিকশীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে অন্য সূরা পাঠ করা অবস্থায় কোন মুছল্লী জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে 'ছানা' পড়তে হবে কি? তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া বুকে হাত বাঁধলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?	(১৬/৪৪১)
"	আনোয়ার হোসাইন, ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।	আমি গ্রামের নতুন একটি মসজিদে ইমামতি করি। আমি ও আমার ছোট চাচা ব্যতীত সকল মুছল্লীই সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষে। তারা আমাকে ফরয ছালাতান্তে জোরপূর্বক দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করতে বাধ্য করে। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধ মোনাজাত জায়েয আছে কি?	(১৭/৪৪২)
"	কাযী রোমান সরকার, পুরিষা সরকার বাড়ী, সাতগ্রাম, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ-১৬০৩।	কোন মুসলিম পুরুষ পরপর পাঁচ জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করলে তার স্ত্রী নাকি তালাক হয়ে যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইহার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৪৪৩)
"	ছাদেকুর রহমান, রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।	আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী 'ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ)' গ্রন্থে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়তে হবে না বলেছেন। কিন্তু ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/৪৪৪)
"	হাকেষ আব্দুছ ছামাদ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মেয়েরা হাতে, নখে মেহেদী দিয়ে থাকে। এমনকি পায়ের নখেও দেয়। পুরুষেরা কি ঐরূপ মেহেদী ব্যবহার করতে পারে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২০/৪৪৫)
"	মুহসিন খান, কাজিয়াতল, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	ছালাত আদায়কালে কেউ যদি দু'সিজদার স্থলে একটি সিজদা দেয়, তবে কি তাকে শুধু সহো সিজদা দিতে হবে? না ঐ রাক'আত পুনরায় আদায় করতে হবে?	(২১/৪৪৬)
"	হাসানুয্যামান, গাংনী, মেহেরপুর।	'পীর' শব্দটি আরবী না ফারসী? পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না, পীরেরা তাদের মুরীদদের হাশরের ময়দান পার করাবেন এ ধরনের কথা কি ঠিক? শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী কি 'বড় পীর' ছিলেন? পীরগণ যেহেতু মুরীদদের সঠিক পথের সন্ধান দেন, সেহেতু তাঁদের মান্য করতে বাধা কোথায়?	(২২/৪৪৭)
"	মি, ডি সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ, ১২৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ ই, এম, ই কোম্পানী, মাঝিড়া ক্যান্টনম্যান্ট, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি? যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন ঈদগাহে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২৩/৪৪৮)
"	ফয়েযুদ্দীন সরকার, সম্পাদক, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, শিরোইল, রাজশাহী।	মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী অনূদিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম' (আগষ্ট ১৯৯৫) -এর ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মূর্তি বিনষ্ট করার জন্য দ্বিতীয়বার খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) উযযা দেবী মন্দিরে এবং সা'দ বিন যায়েদ (রাঃ) মানাত দেবী মন্দিরে উপস্থিত হ'লে বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট কালো উলঙ্গ মহিলা বেরিয়ে আসে। তাঁরা উভয়েই তরবারী দ্বারা উক্ত মহিলা দু'জনকে হত্যা করেন। এথেকে জানা যায় যে, এসব মূর্তি শুধু পাথরের ছিল না, এর ভিতর মানবী বা দানবীও ছিল। হাদীছের আলোকে এর বাস্তবতা জানতে চাই।	(২৪/৪৪৯)

"	আনীসুর রহমান, কৃষ্ণপুর, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।	আমার বড় ছেলে আমার বাড়ীতে বসবাস করে। তাকে বিয়ে দিয়েছি, তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। সে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বৌমা ছালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় ঐ ছেলেকে সপরিবারে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারি কি?	(২৫/৪৫০)
"	আমীর হোসাইন, রাজারামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক স্ত্রী, চার কন্যা, চার ভ্রাতা ও তিন ভগ্নি রেখে যান। প্রথম অর্থাৎ নিজ মায়ের পক্ষের সহোদর তিন ভ্রাতা ও দুই ভগ্নি এবং দ্বিতীয় মায়ের পক্ষের এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নি। মোট সম্পত্তি ৩০ (ত্রিশ) একর এবং নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকা আছে। কে কতটুকু পাবে?	(২৬/৪৫১)
"	মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা।	হাদীছের সনদ কোথা থেকে শুরু হয়? মুছান্নিফ থেকে না ছাহাবী থেকে? সনদের মধ্যে সমালোচিত রাবী থাকলে সেটা 'যঈফ' হয় কেন? হ'তে পারে তার উপরের রাবীগণ ছিক্বাহ (বিশ্বস্ত) এবং আসলে হাদীছটিও ছহীহ ছিল।	(২৭/৪৫২)
"	তহূরা আখতার, সাতুটা, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চারটি কাজ করলে মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। সে চারটি কাজ কি কি?	(২৮/৪৫৩)
"	আবুল হাশেম, পাইনমাইল, ভাওয়াল মির্জাপুর, গাযীপুর।	শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ছালাতের আযান দেওয়া এবং উক্ত আযানে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে কি?	(২৯/৪৫৪)
"	আইয়ুব আলী বিন সিরাজুল ইসলাম, আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।	ফজর, মাগরিব এবং এশার ক্বাযা ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পাঠ করতে হবে, না নীরবে? ক্বাযা ছালাতের একামত দিতে হবে কি?	(৩০/৪৫৫)
"	আমীনুল ইসলাম, কোমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	ছফিউর রহমান মুবারকপুরী রচিত 'আর-রাহীকুল মাখ্তূম' এবং মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' পড়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। অথচ আমাদের দেশে ১২ই রবীউল আউয়ালকে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামী বইগুলিতেও ১২ই রবীউল আউয়াল দেখা যায়। আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দুনিয়ার ৮০ ভাগ লোক ১২ তারিখ পালন করে। কাজেই এটাই ঠিক। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/৪৫৬)
"	সাইফুল ইসলাম, আল-মা'হাদ, উত্তরা, সেক্টর-৬, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন? পেষ্ট ও ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?	(৩২/৪৫৭)
"	এফ,এম, লিটন, কাযীগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	জনৈক মাওলানার মুখে শুনলাম, মুসলমান মৃত গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে বিক্রি করতে পারে। একথা কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৪৫৮)
"	মফীযুল ইসলাম, এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	প্রচলিত তাবলীগ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগের মধ্যে পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/৪৫৯)
"	মাহমূদা খাতুন, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	সূরা কাহফের ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। এখানে নাকি বলা হয়েছে 'পীর' ছাড়া সঠিক পথ পাওয়া যাবে না।	(৩৫/৪৬০)
"	আবুল কালাম, উপজেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা ওযূ করা যাবে কি?	(৩৬/৪৬১)
"	মূসা, নানাহার, মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।	কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'আসসালা-মু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়ালাকুম...' দো'আটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/৪৬২)
"	ইউনুস, গোবিন্দপুর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	পেশাব করার পর পানি ব্যবহার করে বদনার বাকী পানিতে ওযূ করা যায় কি?	(৩৮/৪৬৩)
"	তাজুল ইসলাম, দেইলপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	একাকী ছালাত আদায় করার পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?	(৩৯/৪৬৪)
"	মশীউর রহমান, মহিষখোচা, আদিতমারী কলেজ, লালমণিরহাট।	আমার পিতা একজন বৌদ্ধ ধর্মের লোকের সাথে ব্যবসা করেন। অনেক সময় তাদের নিকটে থাকতে হয় এবং খেতে হয়। এভাবে থাকা খাওয়া যাবে কি?	(৪০/৪৬৫)

***